হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত **হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)** এর বিখ্যাত গ্রন্থ "আমালে কুরআনীর" সর্বশেষ সংস্করণে সংযোজিত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) লিখিত 'আল কাওলুল জামীল' কিতাবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল, আসমাউল হুসনার বৈশিষ্ঠ এবং মুফতি শফী (রহ.) লিখিত বিস্‌মিল্লাহ ও দরূদ শরীফের পরীক্ষিত আমলসমূহসহ

পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ

মুকাম্মাল
আমালে কুরআনী

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত **হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)** এর বিখ্যাত গ্রন্থ "আমালে কুরআনীর" সর্বশেষ সংস্করণে সংযোজিত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) লিখিত 'আল কাওলুল জামীল' কিতাবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল, আসমাউল হুসনার বৈশিষ্ট্য এবং মুফতি শফী (রহ.) লিখিত বিস্‌মিল্লাহ ও দরূদ শরীফের পরীক্ষিত আমলসমূহসহ

মুকাম্মাল
আমালে কুরআনী

অনুবাদ

মুফতি আতিকুল ইসলাম

মুহাদ্দিস : সৈয়দপুর জামি'আ এমদাদিয়া (মাদরাসা)

ইমাম ও খতীব : পূর্ব সৈয়দপুর জামে মসজিদ

দারুল কুরআন

ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), ১১ বাংলাবাজার

ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৩৩-১৮১৫৯৭

সূচীপত্র

মুকাম্মাল আমালে কুরআনী

মূল : হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)
অনুবাদ : মুফতি আতিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৭১২-৪০০১০৪, ০১৯১১-৯৮৪৫০৪

প্রকাশক

মুহাম্মাদ আবুল হাশেম
দারুল কুরআন
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১৯৬৭৯৪৮৪

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০১৮ ঈ.

মুহার্‌রম ১৪৪০ হি.

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আল-আশরাফ কম্পিউটার্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : দুইশত বিশ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

উৎসর্গ

মা-বাবা'র হায়াতে তাইয়েবা কামনায়

অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

মানবজাতির কল্যাণ ও হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সর্বশেষ অবতীর্ণ হয় ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা যেমন সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেছন, সকল নবীকূলের শিরোমণি বানিয়েছেন, তেমনি তাঁর উপর অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ কুরআনকে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও রাজকিয়তা। তাই অন্যান্য কিতাবের মতো এটা একত্রে খণ্ড আকারে অবতীর্ণ করেননি; বরং সহস্রাধিক ফেরেশতার সমারোহে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সাল্লামের মাধ্যমে দীর্ঘ তেইশ বছর পাঁচ মাস চৌদ্দ দিনে অবস্থার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ করেছেন। যেন কণ্ঠস্থ করতে ও আমল করতে সহজ হয়। তাই মহান আল্লাহর বাণী কুরআনুল কারীমকে জানা, বুঝা এবং এর উপর আমল করার মাধ্যমে তাঁর এ নেয়ামতের কদর করা প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তব্য। মুফতি আতিকুল ইসলাম অনূদিত 'আমালে কুরআনী' নামক বইটি এ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। আমি বইটির কিছু অংশ পড়ে দেখেছি।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এমন এক প্রথিতযশা প্রতিভার নাম, যার দ্যুতিতে বিশ্বের প্রতিটি জনপদ আলোকিত। জ্ঞানের এমন কোনো শাখা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে থানভী (রহ.) এর সদর্প বিচরণ ঘটেনি। তিনি রেখে গেছেন এক বিশাল রচনা সম্ভার। তবে বাংলাভাষাভাষী বৃহত্তর মুসলিম সমাজ এ রচনা সম্ভার থেকে বঞ্চিত বহুলাংশেই। এ শূণ্যতা পূরণার্থে আমরা হযরতের কিতাবটির অনুবাদ প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

পরিশেষে বইটি প্রকাশে যে সকল প্রিয়জন ও শুভাকাঙ্খীর দুআ এবং প্রেরণা রয়েছে, যারা আমার প্রতিটি ভালো কাজের সহযোগী, তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ আল-আশরাফ কম্পিউটার্স এর স্বত্তাধীকারী মাওলানা নজরুল ইসলাম সাহেবের কাছেও। যিনি বইটির শ্রী বৃদ্ধি করতে অসামান্য মেহনত করেছেন। জাযাকাল্লাহু খায়রান কাসিরা...

মুহাম্মাদ আবুল হাশেম

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল সৃষ্টি জগত ও ইনসানিয়্যাতের খালিক। তিনি সারা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। ইনসানিয়্যাতের তরবিয়্যাতকারী ও সমস্ত মাখলূকের যাবতীয় সমস্যা সমাধানকারী। তিনি ইরশাদ করেছেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ 'আর আমি কুরআনে এমন কিছু আয়াত নাযিল করেছি, যা মু'মিনদের জন্য শেফা এবং রহমত স্বরূপ।'

শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'শেফা' শব্দের তাফসীরে লিখেছেন, 'কুরআন শরীফের চাইতে ব্যাপক উপকারী এবং মানবজাতির রোগ ব্যধি নিরাময়কারী আর কিছু নাযিল হয়নি।' ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, 'বড় নিরাময়কারী হচ্ছে কুরআন।'

ঝাড়-ফুঁক এবং তাবিজ দোআর বিকল্প। দোআ, তাবিজ এবং ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতি সবকিছুিতেই আল্লাহর নামের ওসীলা গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। বক্ষমাণ বইটি এ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। আশাকরি মুসলমান ভাই বোন এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

সবশেষে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে মিনতি, হে আল্লাহ! এ কিতাবে উল্লেখিত আমলগুলোর ওসীলায় প্রত্যেক মুসলমানকে যাবতীয় মুসীবত, রোগ ব্যধি ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দান করুন। দয়া করে আমাদের সব ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে এই মেহনতটুকু হিদায়াত ও নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। আমীন।

মুহাম্মাদ আতিকুল ইসলাম

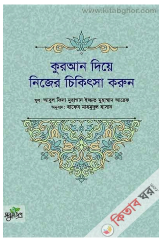

সূচীপত্র

কুরআন দিয়ে নিজেকে চিকিতসা করুন

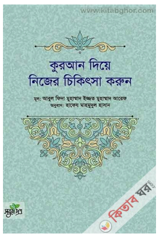

বিষয়	পৃষ্ঠা
(প্রথম অধ্যায়)	
ফল সুস্বাদু হওয়ার আমল	৩২
বিচারক সদয় হওয়ার আমল	৩২
হারানো মাল ফিরে পাওয়ার আমল	৩২
স্বামীর সন্তুষ্টি লাভের আমল	৩২
বিচারক বা মহাজনের অসন্তুষ্টি দূর করার আমল	৩৩
শয়তান দূর করার আমল	৩৩
চোর বা বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের আমল	৩৩
দ্রুত সন্তান প্রসব হওয়ার আমল	৩৪
চাঁদ দেখে পড়ার দুআ	৩৪
বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে পড়ার দুআ	৩৪
ইসমে আযম	৩৪
ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব হওয়ার আমল	৩৪
ঋণ পরিশোধ হওয়ার আমল	৩৪
সুসন্তান লাভ করার আমল	৩৫
অবাধ্য পশুকে পোষ মানানোর আমল	৩৫
আয়-উপার্জন বৃদ্ধির আমল	৩৫
মুসীবত দূর হওয়ার আমল	৩৬
দুআ কবুল হওয়ার আমল	৩৬
সকল প্রকার রোগমুক্তির আমল	৩৭
যালেম থেকে মুক্তি লাভের আমল	৩৭
ভালোবাসা লাভের আমল	৩৭
শত্রুতা ও বিচ্ছেদের আমল	৩৮
সূরা আনআমের বৈশিষ্ট্য	৩৮
দুআ কবুল হওয়ার আমল	৩৮
গোনাহ মাফের আমল	৩৮

জ্বর ভালো হওয়ার আমল	৩৯
হার্ট দুর্বলতা দূর হওয়ার আমল	৩৯
ভালোবাসা লাভের আমল	৩৯
ব্যবসায় উন্নতি হওয়ার আমল	৩৯
রাসূল (সা.) এর শাফাআত লাভের আমল	৪০
দুঃস্বপ্ন থেকে পরিত্রাণের আমল	৪০
যাদুর ক্রিয়া বিনষ্ট করার আমল	৪০
নিরাপদে ভ্রমণ করার আমল	৪১
অবাধ্য কর্মচারীকে বাধ্য করার আমল	৪১
মনের অস্থিরতা দূর করার আমল	৪১
ভালোবাসা সৃষ্টির আমল	৪১
দুশমনের দুশমনি থেকে নিরাপদ থাকার আমল	৪২
গর্ভ স্থিতির আমল	৪২
মেঘ গর্জনকালের আমল	৪২
হার্ট দূর্বলতা দূর হওয়ার আমল	৪২
সফরে বের হওয়ার আমল	৪৩
সকল প্রকার রোগ ও ব্যাথা উপশম হওয়ার আমল	৪৩
কুকুর বা হিংস্র প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার আমল	৪৩
অন্তরে নূর সৃষ্টির আমল	৪৩
ভালোবাসা সৃষ্টির আমল	৪৪
ইল্‌মে উন্নতি লাভের আমল	৪৪
‘হামযাদ’ শয়তান দাফন করার আমল	৪৪
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল	৪৫
জ্বর থেকে আরোগ্য লাভের আমল	৪৫
বিপদাপদ দূর হওয়ার আমল	৪৫
মুসীবত দূর হওয়ার আমল	৪৫
সন্তান লাভের আমল	৪৫
গর্ভ নিরাপদ থাকার আমল	৪৬
শহরে প্রবেশের আমল	৪৬
শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষার আমল	৪৬

জীনের আছর দূর করার আমল	৪৬
বিষাক্ত প্রাণীর বিষ নষ্ট করার আমল	৪৭
পরিবার-পরিজন ধার্মিক হওয়ার আমল	৪৭
পিঁপড়া তাড়ানোর আমল	৪৭
পলাতক ফিরে আসার আমল	৪৭
নামায কবুল হওয়ার আমল	৪৮
প্লীহা রোগ নিরাময়ের আমল	৪৮
নাভীর যন্ত্রণা মুক্তির আমল	৪৮
সূরা ইয়াসীনের বৈশিষ্ট্য	৪৯
ভালোবাসা লাভের আমল	৪৯
যে কোনো রোগ মুক্তির আমল	৪৯
হাকীম সদয় হওয়ার পরীক্ষিত আমল	৫০
রিযিক বৃদ্ধির আমল	৫০
যানবাহনে নিরাপদ থাকার আমল	৫০
জাহান্নাম থেকে মুক্তির আমল	৫১
অবাধ্য সন্তান বাধ্য করার আমল	৫১
দৃষ্টিশক্তি রক্ষার আমল	৫১
গর্ভধারণ করার আমল	৫১
রিযিক বৃদ্ধির আমল	৫২
মাথা ব্যাথা দূর হওয়ার আমল	৫২
কিয়ামতের দিন চেহারা উজ্জল হওয়ার আমল	৫২
ইসমে আযম	৫২
অর্থ সংকট দূর হওয়ার আমল	৫৩
কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল	৫৩
সকল প্রয়োজন পুরা হওয়ার আমল	৫৩
বদ নযর থেকে বাঁচার আমল	৫৩
সকল প্রয়োজন পুরা হওয়ার আমল	৫৩
জীন ভূতের আছর দূর করার আমল	৫৪
উত্তম রিযিক প্রাপ্ত হওয়ার আমল	৫৪
আমল ঠিক রাখা	৫৪

সহজে বাচ্চা প্রসব হওয়ার আমল	৫৫
দৃষ্টি শক্তি অটুট রাখার আমল	৫৫
অর্ধ কুরআন পাঠের সওয়াব	৫৫
কবরস্থানে পড়ার দু'আ	৫৫
রাসূল (সা.) এর মা'মুল	৫৫
এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ার সওয়াব	৫৫
জ্বর ও অন্যান্য রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আমল	৫৫
কয়েকটি উপকারী তাবিজ	
বসন্ত রোগ আরোগ্য হওয়ার তাবিজ	৫৭
ডায়রিয়া রোগ আরোগ্য হওয়ার তাবিজ	৫৭
সন্তানদের নিরাপদ থাকার তাবিজ	৫৭
সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি ও মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকার আমল	৫৭
ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হওয়ার তাবিজ	৫৮
দ্রুত সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার তাবিজ	৫৮
ফোঁড়া বাগি ভালো হওয়ার আমল	৫৮
গেঁটে বাত ভালো হওয়ার আমল	৫৮
অর্শ্বরোগ ভালো হওয়ার আমল	৫৯
পাগল কুকুর কামড়ালে	৫৯
হাজত পুরা হওয়ার আমল	৫৯
তিনদিন অন্তর অন্তর আসা জ্বর ভালো হওয়ার তাবিজ	৫৯
(দ্বিতীয় অধ্যায়)	
মর্যাদা বৃদ্ধির আমল	৬২
হাজত পুরা হওয়ার জন্য	৬২
সম্পদ ও সন্তান নিরাপদ থাকার আমল	৬২
জ্বরের আমল	৬২
শয়তান এবং যালেম থেকে রক্ষার আমল	৬২
সর্বপ্রকার যুলুম ও চুরি থেকে রক্ষার আমল	৬২
হুরুফে মুকাত্তাআত	৬৪
ধন-সম্পদ সকল নিরাপদ থাকার আমল	৬৪
শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল	৬৪

সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার আমল	৬৪
রিযিকে বরকত হওয়া ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে নিরাপদ থাকার আমল	৬৫
মৃগী রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	৬৫
দাঁত ব্যথা ভালো হওয়ার আমল	৬৫
যাবতীয় প্রয়োজন পুরা হওয়ার আমল	৬৫
যাবতীয় প্রয়োজন পুরণের আমল	৬৭
চোখের পানি পড়া রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	৬৮
ইলম অর্জন ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল	৬৮
দুষ্ট জীন, হিংস্র প্রাণী ও বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকার আমল	৬৯
শত্রু দমনের আমল	৭১
বাগান ও শস্যক্ষেত হেফাযতের আমল	৭২
ফলে বরকত হওয়ার আমল	৭২
জ্বিন সাধনার আমল	৭৩
ঘুমন্ত স্ত্রীর গোপন রহস্য অবগত হওয়ার আমল	৭৩
পিপাসা নিবারণ হওয়ার আমল	৭৪
আশানুরূপ বস্তু ক্রয় করার আমল	৭৪
ঘুমন্ত ব্যক্তির গোপন রহস্য অবগত হওয়ার আমল	৭৫
গুপ্ত সম্পদের সন্ধান লাভের আমল	৭৫
চতুষ্পদ জন্তুর অসুস্থতার ঝাড়া	৭৫
মনের কঠোরতা দূর করার আমল	৭৫
বাদশাহকে দয়াবান পাওয়ার আমল	৭৬
গাভীর দুধে বরকত হওয়ার আমল	৭৬
কূপের পানি বৃদ্ধি পাওয়ার আমল	৭৬
যালেমের জ্ঞান হরণ করার আমল	৭৬
যাদু ও বদ নযর দূর করার আমল	৭৬
সময় মতো ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার আমল	৭৭
অর্শ্ব রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	৭৭
শূল বেদনা, পক্ষাঘাত ও গ্যাসট্রিক আরোগ্য হওয়ার আমল	৭৮
চুরি যাওয়া মাল ফেরত পাওয়া ও পলাতক ব্যক্তি ফিরে আসার আমল	৭৮
বিষাক্ত প্রাণী ধ্বংস করার আমল	৭৯

শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়া ও নেতৃস্থানীয়দের থেকে সম্মান পাওয়ার আমল	৭৯
সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভ ও রিযিক বৃদ্ধির আমল	৮০
শত্রু দমনের আমল	৮১
চর্ম রোগ নির্মূল হওয়ার আমল	৮১
জ্বিনের আছর ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার আমল	৮২
নিজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও শত্রু থেকে নিরাপদ থাকার আমল	৮২
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল	৮২
সম্পদে প্রাচুর্যতা আনয়ন ও দারিদ্রতা দূর হওয়ার আমল	৮৩
দূর্লভ ও গুপ্ত বিদ্যা অর্জনের আমল	৮৩
গুপ্তধন প্রাপ্তির আমল	৮৩
দুনিয়া ও আখেরাতের সামান ঠিক রাখার আমল	৮৪
গর্ভ রক্ষার আমল	৮৪
শিশুর কান্নাকাটি ও ভয়ভীতির প্রতিকার এবং মায়ের দুধ বৃদ্ধির আমল	৮৫
ব্যবসায় উন্নতি লাভের আমল	৮৫
বেকারত্ব দূর হওয়া ও বিয়ের প্রস্তাব মঞ্জুর হওয়ার আমল	৮৫
হাঁপানী ভালো হওয়ার আমল	৮৫
কাউকে আসক্ত করার আমল	৮৬
শত্রুর উপর জয়লাভ করার আমল	৮৭
জ্বিন ও জালেম বাদশার ভয় থেকে নিরাপদ থাকার আমল	৮৭
মানসিক উগ্রতা, যুলুম ও শত্রুতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল	৮৮
নাক থেকে রক্ত পড়া ও রক্তস্রাব ভালো হওয়ার আমল	৮৮
জালেম হাকিম থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল	৮৯
ঈমান মজবুত করা ও অন্তর পবিত্র করার আমল	৮৯
তর্কে জয়লাভ করার আমল	৯০
সুস্থতা, নিরাপত্তা ও অল্পতুষ্টি লাভের আমল	৯০
স্থুল বুদ্ধি ও জুলুম থেকে মুক্তি লাভের আমল	৯১
অবৈধ ঐক্য বানচাল করে দেয়ার আমল	৯১
রিযিকে বরকত হওয়ার আমল	৯২
গরু-ছাগল সর্বপ্রকার বালা-মুসীবত মুক্ত থাকার আমল	৯২
শরীর ব্যথা ও বালা-মুসীবত দূর হওয়ার আমল	৯২

ক্রোধ ও দুশ্চিন্তা দমন এবং পিপাসা নিবারণের আমল	৯২
পার্শ্ব ব্যথা ও দুশ্চিন্তা মুক্তির আমল	৯৩
চক্ষু রোগ নিরাময়ের আমল	৯৩
জালেম বরবাদ হওয়ার আমল	৯৩
মশা-মাছি দমন করার আমল	৯৪
সন্দেহযুক্ত গোপন বিষয় জানার আমল	৯৪
আশ্চর্য সংবাদ জানার আমল	৯৪
সমুদ্র শান্ত হওয়ার আমল	৯৫
চোর শনাক্ত করা ও পলাতক ফিরে আসার আমল	৯৫
লোকদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা লাভের আমল	৯৫
শত্রু বরবাদ হওয়ার আমল	৯৬
শস্যক্ষেত ও বাগান হেফাযতের আমল	৯৭
নৌকা বা জাহজ নিরাপদ থাকার আমল	৯৭
প্রয়োজন পূরণ ও মান-সম্মান বৃদ্ধির আমল	৯৭
গাছ ও ফলে বরকত হওয়ার আমল	৯৭
তুফানের তীব্রতা ও দুষ্ট লোকের দৃষ্টি এড়ানোর আমল	৯৮
গোপন রহস্য জানার আমল	৯৮
দু'আ কবুল হওয়ার আমল	৯৮
ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও চতুস্পদ জন্তু বিপদাপদ মুক্ত থাকার আমল	৯৯
আয়-রোজগারে স্বচ্ছলতা আসার আমল	১০০
তাওবা নসীব হওয়ার আমল	১০০
বিষক্রিয়া, বদনজর ও যাদুর ক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল	১০০
শত্রুর বন্দিত্বের মেয়াদ বৃদ্ধি করার আমল	১০১
দ্বন্দ্ব মীমাংসা হওয়ার আমল	১০১
বুক ব্যথা ভালো হওয়ার আমল	১০১
প্যারালাইসিস থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১০২
নিদ্রা দূর করার আমল	১০২
দোকান, বাড়ি ও মালপত্র হেফাযতের আমল	১০২
বদনজর থেকে বাঁচার আমল	১০৩
বাগান নিরাপদ থাকার আমল	১০৩

সাপ বিচ্ছু থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১০৩
জান্নাতের সুসংবাদ	১০৩
ক্ষুধা নিবারণের আমল	১০৫
পেরেশানী দূর হওয়ার আমল	১০৫
দোআ কবুল হওয়ার আমল	১০৬
ক্লান্তি ও দূর্বলতা দূর হওয়ার আমল	১০৬
জ্বর ভালো হওয়ার আমল	১০৬
জালেম নিপাত করার আমল	১০৬
সর্দিকাশি ভালো হওয়ার আমল	১০৬
সর্বসাধারণের ভালোবাসা অর্জনের আমল	১০৬
যে কোনো কাজ সহজ হওয়ার আমল	১০৬
ক্ষমতা মজবুত করা ও সমস্যা সমাধানের আমল	১০৭
প্রবৃত্তির কামনার উপর বিজয়ী হওয়ার আমল	১০৭
অন্তর নরম হওয়ার আমল	১০৭
ভয়ভীতি দূর হওয়ার আমল	১০৭
সন্দেহ-সংশয় দূর হওয়ার আমল	১০৭
শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১০৭
সকল সমস্যা সমাধান হওয়ার আমল	১০৮
ইল্‌মে বরকত, প্রবৃত্তি দমন ও কৃষি কাজে উন্নতি লাভের আমল	১০৮
ভয়ভীতি দূর করার আমল	১০৮
রিযিকে প্রশস্ততা ও প্রয়োজ পূর্ণ হওয়ার আমল	১০৮
মুসিবত দূর হওয়ার আমল	১০৯
গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার আমল	১০৯
নেয়ামত স্থায়ী হওয়ার আমল	১০৯
খুশকিজনিত মাথা ব্যথা, কফ ও বিস্মৃতির আধিক্যতা দূর করার আমল	১০৯
গোপন বিষয় জানার আমল	১০৯
হৃদকম্পন ও খারাপ চিন্তা-ভাবনা দূর হওয়ার আমল	১১০
অন্তর নরম হওয়ার আমল	১১১
সবসময় নিরাপদ থাকার আমল	১১১
সম্মান লাভ ও অপবাদ থেকে মুক্ত থাকার আমল	১১১

কাজ সহজ হওয়ার আমল	১১২
জ্বর ভালো হওয়ার আমল	১১২
মন জয় করার আমল	১১৩
ইজ্জত-সম্মান লাভ করার আমল	১১৩
চোর এবং পালাত ব্যক্তিকে হাযির করার আমল	১১৩
সকল সমস্যা সমাধান হওয়ার আমল	১১৩
চোর শনাক্ত করার আমল	১১৪
সকলে মান্য করার আমল	১১৪
পায়ের গোছা ও পার্শ্ব ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল	১১৫
সহজে সন্তান প্রসব ও কানের ব্যথা নিরাময় এবং রিযিক বৃদ্ধি হওয়ার আমল	১১৫
পেট ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানী আরোগ্য হওয়ার আমল	১১৬
যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার আমল	১১৬
যে কোনো রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১১৬
শক্তি বৃদ্ধি ও শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল	১১৭
হিফয করা সহজ হওয়ার আমল	১১৭
নৌকা যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১১৭
জালেম ও কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১১৮
বাচ্চা রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১১৮
রিযিক বৃদ্ধি ও সম্মান লাভের আমল	১১৮
স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার আমল	১১৮
বেকারত্ব দূর হওয়ার আমল	১১৮
চক্ষু রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১১৯
কারামুক্তির আমল	১২০
অত্যাচারী কর্মচারী/কর্মকর্তার পদচ্যুতির আমল	১২০
বাগান, শস্যক্ষেত, বাড়ি ও দোকানপাটে উন্নতি হওয়ার আমল	১২০
গোপন বিষয় জানার আমল	১২১
অত্যাচারী শত্রু ধ্বংস করার আমল	১২২
বাচ্চাদের কান্না, বদনজর ও ভয় দূর করার আমল	১২২
হাত পায়ের ব্যথা ও বদনজর থেকে মুক্তির আমল	১২২
বদনজর দূর করার আমল	১২৩

ছারপোকা তাড়ানোর আমল	১২৩
শস্যক্ষেতের পোকামাকড় তাড়ানোর আমল	১২৩
জালেমকে ধ্বংস করার আমল	১২৪
বিপদাপদ মুক্ত থাকার আমল	১২৪
মহিলার দুধ বৃদ্ধি হওয়ার আমল	১২৪
বিরোধিতা রোধ করার আমল	১২৪
জান-মাল হেফাযত থাকার আমল	১২৫
প্রভাব বিস্তার ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার আমল	১২৫
রিযিক, শস্যক্ষেত ও বাগানে বরকত হওয়ার আমল	১২৫
বাগান বিনষ্ট করা ও সমাবেশ বানচাল করার আমল	১২৫
গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়ার আমল	১২৬
বাকশক্তি বৃদ্ধির আমল	১২৬
ভয়ভীতি দূর করার আমল	১২৬
জ্বিনের আছর দূর করার আমল	১২৬
যে কোনো রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১২৬
দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার আমল	১২৬
অন্যের মুখাপেক্ষিতা ও ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার আমল	১২৭
জালেম দুশমন ধ্বংস হওয়ার আমল	১২৭
ফলন বেশি হওয়ার আমল	১২৮
জ্বালাতনকারী দুশমন ধ্বংস হওয়ার আমল	১২৮
খায়র ও বরকত লাভ এবং সুস্বপ্ন দেখার আমল	১২৮
গর্ভস্থিতির আমল	১২৯
খেজুর গাছ নিরাপদ থাকার আমল	১২৯
ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধির আমল	১৩০
বিবাহ সহজ হওয়ার আমল	১৩০
গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার আমল	১৩০
ফোঁড়া ভালো হওয়ার আমল	১৩০
বিবাহ হওয়ার আমল	১৩০
নিদ্রাহীনতা দূর হওয়ার আমল	১৩১
জালেমকে ধ্বংস করার আমল	১৩১

সূচীপত্র

সন্তান প্রসব সহজ হওয়ার আমল	১৩২
সঠিকভাবে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার আমল	১৩২
জ্বর ও ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল	১৩৩
জালেম শাসককে উৎখাত করার আমল	১৩৩
জালেম ধ্বংস হওয়ার আমল	১৩৩
জালেম ধ্বংস হওয়ার আরেকটি আমল	১৩৪
মদের নেশা দূর হওয়ার আমল	১৩৪
গর্ভ সঞ্চারের আমল	১৩৪
সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার আমল	১৩৫
নৌকা নিরাপদ থাকার আমল	১৩৫
জ্বিনের আছর দূর করার আমল	১৩৫
স্বপ্নদোষ বন্ধ হওয়ার আমল	১৩৫
মন্দ অভ্যাস দূর করার আমল	১৩৫
সকলের কাছে সম্মানিত হওয়ার আমল	১৩৬
চোখ ব্যথা ভালো হওয়ার আমল	১৩৭
দুষ্ট লোকদের ঐক্য ভঙ্গের আমল	১৩৭
গুপ্ত সম্পদের স্থান চিহ্নিত করার আমল	১৩৭
সাপ বিচ্ছু প্রভৃতি বিষাক্ত প্রাণী থেকে রক্ষার আমল	১৩৭
ঘুমন্ত ব্যক্তির অবস্থা অবগত হওয়ার আমল	১৩৮
জাল টাকা ও আসল টাকা,	১৩৮
ভালো ও মন্দ জিনিস চিহ্নিত করার আমল	১৩৮
কর্মচারীর খেয়ানত বন্ধ করার আমল	১৩৮
পেট ব্যথা ভালো হওয়ার আমল	১৩৯
অনিষ্টকারীর অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৩৯
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল	১৩৯
মোকাদ্দমায় জয় লাভ করার আমল	১৩৯
জ্বর আরোগ্য হওয়ার আমল	১৪০
দুশ্চিন্তা ও অলসতা দূর করার আমল	১৪০
জালেমকে রোগাক্রান্ত করার আমল	১৪০
শত্রুর মনে ভয়ভীতি সঞ্চার করার আমল	১৪০

পেটের রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১৪০
সমুদ্র শান্ত হওয়ার আমল	১৪১
জ্বর, মাথা ব্যথা ও মৃগী রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১৪১
শিশু দ্রুত বেড়ে উঠার আমল	১৪১
মেয়েদের অধিক পরিমাণে বিয়ের প্রস্তাব আসার আমল	১৪১
ইজ্জত সম্মান লাভ করার আমল	১৪১
জালেমকে বরবাদ করার আমল	১৪২
জন্ডিস আরোগ্য হওয়ার আমল	১৪২
পশু বিপদাপদ মুক্ত থাকার আমল	১৪৩
ব্যবসায় বরকত হওয়ার আমল	১৪৩
স্মরণশক্তি প্রবল হওয়ার আমল	১৪৩
মহিলার দুধ বৃদ্ধি পাওয়ার আমল	১৪৩
বদনজর ও যে কোনো রোগ ব্যাধি ভালো হওয়ার আমল	১৪৩
শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল	১৪৩
চোর থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৪৪
ঝগড়া বন্ধ করার আমল	১৪৪
জ্বিনের আছর দূর করার আমল	১৪৪
কূপ থেকে পানি বের হওয়ার আমল	১৪৪
জনপ্রিয় হওয়ার আমল	১৪৫
জালেম থেকে রক্ষার আমল	১৪৫
চক্ষু রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১৪৫
মানুষের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৪৫
হাঁচি রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১৪৫
আমাশা আরোগ্য হওয়ার আমল	১৪৫
শিশুর নিরাপত্তার আমল	১৪৫
জ্বিন ও মানুষের অনিষ্টতা থেকে রক্ষার আমল	১৪৫
সকলের প্রিয়পাত্র হওয়ার আমল	১৪৬
যে কোনো রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১৪৬
রিযিকের প্রশস্ততার আমল	১৪৬
যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার আমল	১৪৬

ডুবে মরা থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল	১৪৬
জনপ্রিয়তা অর্জন করার আমল	১৪৬
জ্বিনের আছর থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৪৬
গর্ভ রক্ষা ও দুধ বৃদ্ধির আমল	১৪৭
সম্পদ স্থায়ী হওয়ার আমল	১৪৭
ফসলে বরকত হওয়ার আমল	১৪৭
পেট ব্যথা ভালো হওয়ার আমল	১৪৭
শিশুর দাঁত উঠার আমল	১৪৮
অসুস্থতা লাঘব হওয়ার আমল	১৪৮
সন্তান প্রসব সহজ হওয়ার আমল	১৪৮
কারামুক্তির আমল	১৪৮
সফরে নিরাপদ থাকার আমল	১৪৮
বিচ্ছু মারার আমল	১৪৮
সকলের উপর জয়ী হওয়ার আমল	১৪৮
সম্মান লাভ করার আমল	১৪৮
কুকুরের ঘেউ ঘেউ বন্ধ হওয়ার আমল	১৪৮
চোখ ব্যথা ভালো হওয়ার আমল	১৪৯
প্লীহা আরোগ্য হওয়ার আমল	১৪৯
সাপ বিচ্ছু দমনের আমল	১৪৯
সহজে বাচ্চা প্রসব হওয়ার আমল	১৪৯
ক্ষুধা পিপাসা নিবারণ হওয়ার আমল	১৪৯
তীর ও তরবারী থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৪৯
জ্বর ভালো হওয়ার আমল	১৪৯
ঘুম হওয়ার আমল	১৪৯
শস্যস্তুপ নিরাপদ থাকার আমল	১৪৯
উপস্থিত বুদ্ধি বৃদ্ধির আমল	১৫০
ব্যথা ভালো হওয়ার আমল	১৫০
প্লীহা আরোগ্য হওয়ার আমল	১৫০
সকলের শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার আমল	১৫০
মালে বরকত হওয়ার আমল	১৫১

চোখ ব্যথা, দম্বল, ফোঁড়া ও ১৫১
সব রকমের ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল ১৫১
শত্রুর বাকশক্তি রোধ করার আমল ১৫১
জুলুম থেকে নিরাপদ থাকার আমল ১৫১
রোজগারের ব্যবস্থা জানার আমল ১৫১
মৃগী, অনিদ্রা, ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল ১৫২
চোখ ব্যথা ভালো হওয়ার আমল ১৫২
দারিদ্রতা দূর হওয়ার আমল ১৫২
গর্ভ রক্ষার আমল ১৫২
প্রখর মেধাসম্পন্ন হওয়া ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার আমল ১৫২
স্বপ্নদোষ বন্ধ হওয়ার আমল ১৫২
ইচ্ছা পূরণ ও হতাশা দূর হওয়ার আমল ১৫২
কারামুক্তির আমল ১৫৩
রিযিক বৃদ্ধির আমল ১৫৩
কুরআন মুখস্থ করার আমল ১৫৩
মন নরম হওয়ার আমল ১৫৩
যবানে ইলমী কথা জারি হওয়ার আমল ১৫৩
ফোঁড়া ভালো হওয়ার আমল ১৫৩
বিচারকের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল ১৫৩
শত্রুর শত্রুতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল ১৫৩
রাস্তা নিরাপদ হওয়ার আমল ১৫৩
দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার আমল ১৫৪
কারামুক্তি ও জ্বর ভালো হওয়ার আমল ১৫৪
ঘুণ ও কীটপতঙ্গ থেকে নিরাপদ থাকার আমল ১৫৪
দংশন থেকে আরাম পাওয়া ১৫৪
বাচ্চা দুধ ছাড়ানোর আমল ১৫৪
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে নিরাপদ থাকার আমল ১৫৪
প্রতিধ্বনি ও অর্শ রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল ১৫৪
ছেলে সন্তান লাভ করার আমল ১৫৪
খাদ্যের অপকারিতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল ১৫৪

নেক সন্তান লাভ করার আমল	১৫৫
শিশু নিরাপদ থাকার আমল	১৫৫
মৃগী ও জ্বর আরোগ্য হওয়ার আমল	১৫৫
পালাতক ফিরে আসা ও	১৫৫
হারানো মাল ফিরে পাওয়ার আমল	১৫৫
বুক ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল	১৫৫
পাথর নির্গত হওয়ার আমল	১৫৫
সফরে নিরাপদ থাকার আমল	১৫৫
ভালোবাসা অটুট রাখার আমল	১৫৫
সত্য বলার সাহস হওয়ার আমল	১৫৬
জন্ডিস আরোগ্য হওয়ার আমল	১৫৬
মুখ বাঁকা রোগ ভালো হওয়ার আমল	১৫৬
আয় রোজগার সহজ হওয়া ও ভয় থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৫৬
আয় রোজগার বৃদ্ধি পাওয়ার আমল	১৫৬
অর্ধ মাথা ব্যথা ভালো হওয়ার আমল	১৫৬
গুপ্ত সম্পদ নিরাপদ থাকার আমল	১৫৬
বদনজর দূর হওয়ার আমল	১৫৬
শত্রু থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৫৬
গুর্দার ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল	১৫৭
ব্যবহার্য জিনিস নিরাপদ থাকার আমল	১৫৭
রাসূল (সা.) এর দিদার লাভ করার আমল	১৫৭
শিরক ও সংশয় থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৫৭
মাছ বেশি পাওয়ার আমল	১৫৭
ব্যথা দূর হওয়ার আমল	১৫৭
বাচ্চা যাদু, বদনজর প্রভৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল	১৫৭
(তৃতীয় অধ্যায়)	
মাথা ব্যথা ভালো হওয়ার আমল	১৫৯
জ্বর ভালো হওয়ার আমল	১৫৯
ব্যথা ভালো হওয়ার আমল	১৫৯
সুস্থতার সাথে ঘরে ফিরার আমল	১৫৯

কারামুক্তির আমল	১৬০
পিপাসা নিবারণের আমল	১৬০
সহজে আয় রোজগার হওয়ার আমল	১৬০
প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার আমল	১৬০
রোগ ও ভয়ভীতি দূর হওয়ার আমল	১৬০
আশা পূর্ণ হওয়ার আমল	১৬০
মন আনন্দিত থাকার আমল	১৬০
প্রয়োজন পূরণ ও দোয়া কবুল হওয়ার আমল	১৬০
দোয়া কবুল হওয়ার আমল	১৬১
অসংখ্য কল্যাণ লাভের আমল	১৬১
শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল	১৬১
অনিষ্টতা থেকে রক্ষার আমল	১৬১
কানে পোকা ঢুকলে বের করার আমল	১৬১
প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আমল	১৬২
প্রয়োজন পূরণ ও শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল	১৬২
কল্যাণ লাভ ও সংকট থেকে উত্তরণের আমল	১৬২
জ্বিন ও ক্ষতিকর প্রণী থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৬২
কাজ সহজ হওয়ার আমল	১৬২
স্বপ্নদোষ বন্ধ হওয়ার আমল	১৬২
ঘুম হওয়ার আমল	১৬৩
শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৬৩
শত্রুকে পরাজিত করার আমল	১৬৩
জীব জন্তুর ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৬৩
শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল	১৬৪
বদনজর থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল	১৬৪
শত্রুর বাকশক্তি বন্ধ করার আমল	১৬৪
ক্ষতিকর প্রাণী থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৬৫
জীব জন্তুর অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৬৫
মুসীবত দূর হওয়ার আমল	১৬৫
ভয়ভীতি দূর হওয়ার আমল	১৬৫

বিপক্ষের দৃষ্টির আড়াল হওয়ার আমল	১৬৬
হারানো মাল ফিরে পাওয়ার আমল	১৬৭
হারানো মাল ফিরে পাওয়ার আমল	১৬৭
চোর চিহ্নিত করার আমল	১৬৭
চুরি যাওয়া মাল বা পলাতক ফেরত পাওয়ার আমল	১৬৭
অবাধ্যতা বা পালানোর অভ্যাস দূর হওয়ার আমল	১৬৮
ধন সম্পদ হেফাযত থাকার আমল	১৬৮
মাথা ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল	১৬৮
অর্ধ মাথা ব্যথা ভালো হওয়ার আমল	১৬৮
বুক ব্যথা ভালো হওয়ার আমল	১৬৮
নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হওয়ার আমল	১৬৯
দাঁত ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল	১৬৯
দাঁত ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল	১৭০
দাঁত ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল	১৭০
দাঁত ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল	১৭১
চোখ উঠা রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১৭১
নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হওয়ার আমল	১৭১
সুখ শান্তিতে জীবন যাপনের আমল	১৭২
গর্ভ স্থিত হওয়ার আমল	১৭২
গর্ভ রক্ষার আমল	১৭২
গর্ভ নিরাপদ থাকার আমল	১৭৩
নেক সন্তান লাভ করার আমল	১৭৩
স্ত্রী সহবাসে সক্ষমতা লাভের আমল	১৭৪
সহবাসে দীর্ঘ সময় লাভের আমল	১৭৪
ধ্বজভঙ্গ রোগ ভালো হওয়ার আমল	১৭৫
জ্বিনের আছর দূর হওয়ার আমল	১৭৫
জ্বিনের আছর দূর হওয়ার আমল	১৭৫
জ্বিনের আছর দূর হওয়ার আমল	১৭৬
জ্বিনের আছর দূর হওয়ার আমল	১৭৬
জখম ও দম্বল রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১৭৬

দাদ থেকে মুক্তির আমল	১৭৭
ইরকুন নিসা ভালো হওয়ার আমল	১৭৮
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল	১৭৮
স্মরণশক্তি প্রখর হওয়ার আমল	১৭৯
স্মরণশক্তি প্রখর হওয়ার আমল	১৭৯
পশু তার বাচ্চাকে না ভুলার আমল	১৭৯
অতিবৃষ্টি বন্ধের আমল	১৮০
ক্ষেতের পঙ্গপাল দূর করার আমল	১৮০
ক্ষেতের কীটপতঙ্গ দূর করার আমল	১৮১
ক্ষেতের পোকামাকড় দূর করার আমল	১৮১
ক্ষেতের ইঁদুর দূর করার আমল	১৮১
সাপ, বিচ্ছু, পিপীলিকা থেকে নিরাপদ থাকার আমল	১৮১
যৌন শক্তি ফিরে আসার আমল	১৮২
জাদু প্রতিরোধের আমল	১৮৩
জাদুর আছর দূর হওয়ার আমল	১৮৩
জাদুর আছর দূর হওয়ার আমল	১৮৩
দংশনের ব্যথা দূর হওয়ার আমল	১৮৩
জমি রক্ষা করার আমল	১৮৫
জমি রক্ষা করার আমল	১৮৫
গাছপালা তরুতাজা হওয়ার আমল	১৮৫
আধামরা গাছে ফল আসার আমল	১৮৬
আশা পূরণ হওয়ার আমল	১৮৬
মনের যে কোনো আশা পূরণ হওয়ার আমল	১৮৯
আরবী বর্ণমালার কিছু বৈশিষ্ট্য	১৮৯
ওয়াস্‌ওয়াসা দূর করার আমল	১৯০
নারী ফেতনা মুক্ত থাকার আমল	১৯০
ওয়াস্‌ওয়াসা দূর হওয়ার আমল	১৯০
ওয়াস্‌ওয়াসা দূর হওয়ার আমল	১৯১
ভয় দূর করার আমল	১৯১
শত্রুর চোখ ফাঁকি দেয়ার আমল	১৯১

জ্বিন দূর করার আমল	১৯১
জ্বিন প্রতিরোধ করার আমল	১৯২
কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১৯৩
কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১৯৩
খুজলি পাঁচরা আরোগ্য হওয়ার আমল	১৯৪
দাদ আরোগ্য হওয়ার আমল	১৯৪
পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১৯৪
টাক ভালো হওয়ার আমল	১৯৪
পাথরী রোগ ভালো হওয়ার আমল	১৯৪
পাথরী রোগ ভালো হওয়ার আমল	১৯৫
নাক দিয়ে রক্ত পড়া রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১৯৫
ডায়বেটিক্স রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল	১৯৫
পেশাব চালু হওয়ার আমল	১৯৫
গলা ব্যথা ভালো হওয়ার আমল	১৯৬
বমি বন্ধ হওয়ার আমল	১৯৬
পেশাব-পায়খানা বন্ধ হয়ে গেলে আরোগ্য হওয়ার আমল	১৯৬
ইসলামের শত্রুদের পরাজিত করার আমল	১৯৭
তাওবা নসীব হওয়ার আমল	১৯৭
আশা পূরণ হওয়ার আমল	১৯৭
স্মরণশক্তি প্রখর হওয়ার আমল	১৯৮
কৃপণতা দূর হওয়ার আমল	১৯৮
দারিদ্রতার আশংকা মুক্তির আমল	১৯৯
মদপানের অভ্যাস দূর হওয়ার আমল	১৯৯
ওয়াস্ওয়াসা দূর হওয়ার আমল	১৯৯
সম্পদ হেফাযত থাকার আমল	২০০
পরকীয়া থেকে মুক্তির আমল	২০০
মিথ্যা বলার অভ্যাস দূর করার আমল	২০০
ইল্ম ও আমলে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার আমল	২০০
বক্তব্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার আমল	২০০
শিশুর কান্না বন্ধ করার আমল	২০০

আল কাওলুল জামীল

রিযিক বৃদ্ধির আমল	২০৩
পাগলা কুকুর কামড়ালে আরোগ্য হওয়ার আমল	২০৩
বসন্ত ভালো হওয়ার আমল	২০৩
জ্বিনের আছর দূর করার আমল	২০৩
বাড়ি বন্ধ করার আমল	২০৩
বাড়ি বন্ধ করার আমল	২০৪
বন্ধ্যাত্ব দূর হওয়ার আমল	২০৪
গর্ভ রক্ষার আমল	২০৪
ছেলে সন্তান লাভ করার আমল	২০৫
গর্ভের সন্তান রক্ষা করার আমল	২০৫
ছেলে সন্তান লাভের আমল	২০৫
পলাতক কর্মচারী ফিরে আসার আমল	২০৬

পরিশিষ্ট

সহজে আশা পূরণ ও সুস্থতা লাভ করার আমল	২০৭
সৎ চরিত্রবান হওয়ার আমল	২০৭
অন্তরে কোমলতা লাভ করার আমল	২০৭
ফলে বরকত হওয়ার আমল	২০৮
মনের উদারতা ও ধনাঢ্যতা লাভের আমল	২০৮
মুসীবত থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল	২০৮
রোগ ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের আমল	২০৮
নিরাপত্তা লাভের আমল	২০৯
সাহস বৃদ্ধি পাওয়ার আমল	২০৯
অমুখাপেক্ষী হওয়ার আমল	২০৯
জালেম থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল	২০৯
পুত্র সন্তান লাভ করার আমল	২০৯
যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল	২০৯
বন্ধ্যাত্ব দূর হওয়ার আমল	২১০
দারিদ্রতা দূর হওয়ার আমল	২১০
যৌনশক্তি ফিরে পাওয়ার আমল	২১০

সূচীপত্র

ধনাঢ্যতা লাভ করার আমল	২১০
সুস্থতা লাভ করার আমল	২১০
রিযিক লাভ সহজ হওয়ার আমল	২১১
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল	২১১
ক্ষুধা নিবারণ হওয়ার আমল	২১১
ধনী হওয়ার আমল	২১১
জালেম থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল	২১১
সকলের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করার আমল	২১২
হিংসুকের হিংসা থেকে নিরাপত্তা ও হক আদায়ের আমল	২১২
দুআ কবুল হওয়ার আমল	২১২
নেক আমলের তাওফীক লাভের আমল	২১২
গোপন রহস্য উন্মোচন হওয়ার আমল	২১২
নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার আমল	২১৩
রিযিকের প্রশস্ততার আমল	২১৩
গোপন তথ্য অবগত হওয়ার আমল	২১৩
জনপ্রিয় নেতা হওয়ার আমল	২১৩
মান-সম্মান বৃদ্ধি পাওয়ার আমল	২১৪
জ্বর আরোগ্য হওয়ার আমল	২১৪
মানসিক সমস্যা দূর হওয়ার আমল	২১৪
বাচ্চা দ্রুত বেড়ে উঠার আমল	২১৪
স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা বৃদ্ধির আমল	২১৪
হিংস্র জন্তু থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল	২১৪
রোযাদার ও মুসাফিরের কষ্ট লাঘব হওয়ার আমল	২১৪
হিসাব নিকাশ সহজ হওয়ার আমল	২১৫
ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধির আমল	২১৫
অন্যের মনে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করার আমল	২১৫
হারানো মাল ফিরে পাওয়া ও স্ত্রী-পরিবার হেফাযতের আমল	২১৫
দুআ কবুল হওয়ার আমল	২১৫
আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির আমল	২১৬
মুসীবত থেকে মুক্তি লাভের আমল	২১৬

স্ত্রী অনুগত হওয়ার আমল	২১৬
কুষ্ঠ রোগ নিরাময়ের আমল	২১৬
অন্তর ইলম ও হিকমতে পূর্ণ হওয়ার আমল	২১৬
স্ত্রী-সন্তান অনুগত হওয়ার আমল	২১৬
কাঙ্খিত বস্তু লাভ করার আমল	২১৭
প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার আমল	২১৭
সাহস বৃদ্ধির আমল	২১৭
অন্যায় থেকে বিরত রাখার আমল	২১৭
সকলের প্রিয় হওয়ার আমল	২১৭
প্রশংসনীয় চরিত্র গঠন করার আমল	২১৭
সকলকে নিজের অনুগত করার আমল	২১৮
গর্ভ রক্ষার আমল	২১৮
ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ হওয়ার আমল	২১৮
বিচ্ছেদ ও বন্দিত্বের শংকা মুক্ত হওয়ার আমল	২১৮
অপচয় রোধ করার আমল	২১৮
রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার আমল	২১৮
সুনিদ্রা লাভ করার আমল	২১৯
অন্তর নূরান্বিত হওয়ার আমল	২১৯
অন্তর শক্তিশালী হওয়ার আমল	২১৯
দুনিয়ার মুহাব্বাত দূর হওয়ার আমল	২১৯
ক্ষুধা নিবারণ হওয়ার আমল	২১৯
শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল	২১৯
সব কাজ সঠিকভাবে সমাধান হওয়ার আমল	২২০
যুদ্ধে শক্তি ও মুক্তি লাভের আমল	২২০
তাওবা নসীব হওয়ার আমল	২২০
মুসাফির দ্রুত দেশে ফেরার আমল	২২০
মাখলুকের ভালোবাসা দূর হওয়ার আমল	২২০
অন্তরে নূর প্রকাশ পাওয়ার আমল	২২০
অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার আমল	২২০
বজ্র থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল	২২১

উচ্চ মর্যাদা লাভের আমল ২২১
সন্তান নেককার হওয়ার আমল ২২১
তাওবা নসীর হওয়ার আমল ২২১
প্রতিশোধ গ্রহণ করার আমল ২২১
গোনাহ মাফ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আমল ২২১
ক্রোধ দমন করার আমল ২২২
লোকদের থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার আমল ২২২
ইজ্জত সম্মান লাভ করার আমল ২২২
ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল ২২২
বন্ধুত্ব অটুট রাখার আমল ২২২
যে কোনো রোগ ভালো হওয়ার আমল ২২২
স্ত্রীর ভালোবাসা লাভ করার আমল ২২২
আশা পূরণ হওয়ার আমল ২২৩
উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার আমল ২২৩
যে কোনো ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল ২২৩
সফলতা অর্জন করার আমল ২২৩
ক্বলব নূরাণী হওয়ার আমল ২২৩
সঠিক বুঝ লাভ করার আমল ২২৩
প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আমল ২২৪
দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়ার আমল ২২৪
পেরেশানী দূর হওয়ার আমল ২২৪
আমল কবুল হওয়ার আমল ২২৪
দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভের আমল ২২৪
জরুরী মাসায়েল ২২৫

বিসমিল্লাহর পরীক্ষিত আমলসমূহ

বিসমিল্লাহ'র ফাযায়েল ২২৭
বিসমিল্লাহর মাসায়েল ২২৯
বিসমিল্লাহর আমলসমূহ ২৩১
যে কোনো প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আমল ২৩১
অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার আমল ২৩১

আমালে কুরআনী ❖ ৩০

বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল	২৩১
চুরি ও শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের আমল	২৩১
শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল	২৩১
স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হওয়ার আমল	২৩২
ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার আমল	২৩২
গর্ভ রক্ষার আমল	২৩২
ফসল রক্ষা ও বরকত হওয়ার আমল	২৩২
বিচারকের সহানুভূতি লাভ করার আমল	২৩২
মাথা ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল	২৩২
মর্যাদা লাভ করার আমল	২৩২
দরূদ শরীফের বৈশিষ্ট্যসমূহ	
দুআ কবুল হওয়ার আমল	২৩৪
ধন-সম্পদে বরকত হওয়ার আমল	২৩৪
পায়ের ঝি ঝি দূর হওয়ার আমল	২৩৪
ভুলে যাওয়া বিষয় স্মরণ করার আমল	২৩৫
স্বপ্নযোগে রাসূল সা. এর যিয়ারত লাভ করার আমল	২৩৫
জাগ্রত অবস্থায় রাসূল সা. এর যিয়ারত লাভ করার আমল	২৩৫
“মুহাম্মাদ” নামের বরকত	২৩৫

আমালে কুরআনী

(প্রথম অধ্যায়)

ফল সুস্বাদু হওয়ার আমল

فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ

(সূরা বাকারা : ৭১)

বৈশিষ্ট্য : ফল খোসা মুক্ত করার সময় বা কাটার সময় এ আয়াত পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ তা খুব মিষ্ট ও সুস্বাদু হবে।

বিচারক সদয় হওয়ার আমল

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(সূরা বাকারা : ১৩৭)

বৈশিষ্ট্য : বিচারকের নিকট গমনকালে এবং তার নিকট উপস্থিত থাকাবস্থায় এ আয়াত পাঠ করলে অথবা আয়াতটি লিখে বাহুতে বেঁধে রাখলে, ইনশাআল্লাহ বিচারক তার প্রতি সদয় হবেন।

হারানো মাল ফিরে পাওয়ার আমল

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

(সূরা বাকারা : ১৫৬)

বৈশিষ্ট্য : কোনো বস্তু হারিয়ে গেলে উক্ত আয়াতটি অধিক পরিমাণে পাঠ করতে করতে হারানো বস্তুটি তালাশ করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ হারানো বস্তুটি পেয়ে যাবে অথবা গায়েব থেকে তার চেয়ে উত্তম কোনো বস্তু প্রাপ্ত হবে।

স্বামীর সন্তুষ্টি লাভের আমল

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ

(সূরা বাকারা : ১৬৫)

বৈশিষ্ট্য : কোনো স্ত্রীর উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট হলে উক্ত আয়াতটি পাঠ করে মিষ্টিদ্রব্যে ফুঁক দিয়ে স্বামীকে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ স্বামীর অসন্তুষ্টি দূর হয়ে যাবে। তবে অবৈধ ক্ষেত্রে এ আমল কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না; বরং সে গুনাহগার হবে।

বিচারক বা মহাজনের অসন্তুষ্টি দূর করার আমল

كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

(সূরা বাকারা : ২১১)

বৈশিষ্ট্য : বিচারক বা মহাজন রাগন্বিত হলে উপরোক্ত আয়াতটি তিন বার পাঠ করে নিজের শরীরে ফুঁক দিয়ে তাঁর নিকট গেলে, ইনশাআল্লাহ বিচারক বা মহাজন তার প্রতি সদয় হবেন।

শয়তান দূর করার আমল

اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ إِلَّا بِإِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ .

(সূরা বাকার : ২৫৫)

বৈশিষ্ট্য : প্রত্যেক নামাযের পর একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে, ইনশাআল্লাহ সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। কারণ, শয়তান নিজেই স্বীকার করেছে, যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পাঠ করে আমি তার কছে যাই না।

চোর বা বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের আমল

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِنْ نَّسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (٢٨٦)

(সূরা বাকারা : ২৮৫-২৮৬)

বৈশিষ্ট্য : যদি কেউ ঘুমানোর পূর্বে উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে ঘুমায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ চোর এবং যাবতীয় বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাবে।

দ্রুত সন্তান প্রসব হওয়ার আমল

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় কষ্ট হলে মহিলা মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেকের উপর হাত রাখলে তৎক্ষণাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যাবে।

চাঁদ দেখে পড়ার দুআ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে পড়ার দুআ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَنِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

ইসমে আযম

الٓمّٓ (١) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

(সূরা আলে ইমরান : ১-২)

বৈশিষ্ট্য : হাদীস শরীফে এসেছে, এ আয়াতের মধ্যে ইসমে আযম রয়েছে। সুতরাং যে কোনো কঠিন বিপদের সময় এ আয়াতটি পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ তৎক্ষণাৎ বিপদ মুক্ত হবে।

ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব হওয়ার আমল

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

(সূরা আলে ইমরান : ৮)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর এ আয়াতটি একবার পাঠ করবে তার ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব হবে।

ঋণ পরিশোধ হওয়ার আমল

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(সূরা আলে ইমরান : ২৬)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতটি সাকাল সন্ধ্যা সাতবার করে পাঠ করলে, আল্লাহ তাআলা সহজেই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন।

সুসন্তান লাভ করার আমল

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ

(সূরা আলে ইমরান : ৩৮)

বৈশিষ্ট্য : কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর এ আয়াতটি তিনবার করে পাঠ করলে, ইনশাআল্লাহ্ সে সুসন্তান লাভ করবে।

অবাধ্য পশুকে পোষ মানানোর আমল

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ

(সূরা আলে ইমরান : ৮৩)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াত তিনবার পাঠ করে মালিকের অবাধ্য উট, ঘোরা, গাধা ইত্যাদি পশুর কানে ফুঁক দিলে, ইনশাআল্লাহ্ পশু মালিকের বাধ্য হবে।

আয়-উপার্জন বৃদ্ধির আমল

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ()

(সূরা আলে ইমরান : ১৫৪)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতটি প্রতি চন্দ্র মাসের প্রথম শুক্রবার থেকে চল্লিশ শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন মাগরিবের পর এগারোবার করে পাঠ করবে এবং وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (সূরা আ'রাফ : ১০) এই আয়াতটি কাগজে লিখে প্রতি জুমার নামাযের পর কুপের মধ্যে ফেলবে। ইনশাআল্লাহ্ আয়-উপার্জনে বরকত হবে।

মুসীবত দূর হওয়ার আমল

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

(সূরা আলে ইমরান : ১৭৩)

বৈশিষ্ট্য : বিপদ-আপদ ও মুসীবতে আক্রান্ত ব্যক্তি উক্ত আয়াতটি বেশি বেশি পাঠ করলে, ইনশাআল্লাহ তার মুসীবত দূরীভূত হয়ে যাবে।

দুআ কবুল হওয়ার আমল

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠)
اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ
فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ (١٩٢) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ
اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (١٩٣)
رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (١٩٤)
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لَا أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ
فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ
حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ (١٩٦) مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٩٧) لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ (١٩٨) وَإِنَّ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ
بِاٰيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (١٩٩) يَاأَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٢٠٠)

(সূরা আলে ইমরান : ১৯০-২০০)

বৈশিষ্ট্য : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাজের পর উক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতেন। এর চেয়ে বেশি ফযীলত আর কী হতে পারে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতেন!

সুতরাং তাহাজ্জুদ নামাযের পর এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে যে কোনো বিষয়ে দু'আ করলে তা কবুল হবে।

সকল প্রকার রোগমুক্তির আমল

فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا

(সূরা নিসা : ৪)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াত থেকে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটি আশ্চর্যজনক রোগ প্রতিশেধক আবিষ্কার করেছেন। তা হলো, কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তার মহর বাবদ কিছু টাকা দিবে। স্ত্রী ঐ টাকা গ্রহণ করে পুনরায় তার স্বামীকে দান করে দিবে। স্বামী এই টাকা দিয়ে মধু ক্রয় করে তার মধ্যে বৃষ্টির পানি মিশিয়ে যে কোনো রোগীকে পান করালে, ইনশাআল্লাহ রোগী আরোগ্য লাভ করবে। এটি পরীক্ষিত একটি আমল।

যালেম থেকে মুক্তি লাভের আমল

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

(সূরা নিসা : ৭৫)

বৈশিষ্ট্য : কোনো ব্যক্তি যালেম বা দুস্কৃতিকারীর হাতে ধরা পড়লে যদি সেখান থেকে মুক্তির কোনো উপায় না থাকে, তাহলে উক্ত আয়াত বেশি বেশি তিলাওয়াত করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে মুক্তির জন্য দু'আ করবে। ইনশাআল্লাহ অতি শিঘ্রই সে মুক্তি লাভ করবে।

ভালোবাসা লাভের আমল

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

(সূরা মায়েদা : ৫৪)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতটি পড়ে মিষ্টি দ্রব্যে ফুঁক দিয়ে কাউকে খাওয়ালে ইনশাআল্লাহ তার সাথে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

শত্রুতা ও বিচ্ছেদের আমল

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(সূরা মায়েদা : ৬৪)

বৈশিষ্ট্য : দু'জনের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ লাগাতে ও বিচ্ছেদ করতে চাইলে উক্ত আয়াত ভুজ পাতায় লিখে তার নিচে নিম্নের নকশাটি লিখবে-

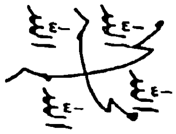

এবং নকশার নিচে লিখবে, অমুক এবং অমুকের মাঝে তাফরীক (বিচ্ছিন্ন) সৃষ্টি হোক। 'অমুক' এর স্থলে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের নাম লিখবে। এরপর তা তাবিজ বানিয়ে পুরাতন দুই কবরের মাঝখানে পুঁতে রাখবে। সাবধান! এই তদবীর অন্যায়ভাবে করলে মারাত্মক গোনাগার হবে।

সূরা আনআমের বৈশিষ্ট্য

যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে সূরা আনআম তিলাওয়াত করে দুআ করলে ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

দুআ কবুল হওয়ার আমল

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

(সূরা আনআম : ১২৪)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতে اَللّٰهِ শব্দটি এক স্থানে দু'বার এসেছে। এই দু'টি শব্দের মধ্যস্থলে মনে মনে যে দুআ করা হবে, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তা কবুল হবে।

গোনাহ মাফের আমল

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(সূরা আরাফ : ২৩)

বৈশিষ্ট্য : প্রত্যেক ফরয নামাযের পর উক্ত আয়াত একবার পাঠ করে আল্লাহ তাআলার নিকট মাগফিরাতের দুআ করলে, যাবতীয় গোনাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত

হবে। এটি হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর দুআ। হযরত আদম আলাইহিস সালাম এ দুআর বরকতে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

জ্বর ভালো হওয়ার আমল

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

(সূরা আরাফ : ২০১)

বৈশিষ্ট্য : গরমের থেকে জ্বরে আক্রান্ত হলে উক্ত আয়াতটি পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে অথবা চিনা মাটির পাত্রে লিখে ধৌত করে সে পানি পান করালে ইনশাআল্লাহ জ্বর ভালো হবে।

হার্ট দুর্বলতা দূর হওয়ার আমল

وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

(সূরা আনফাল : ১১)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতটি লিখে তাবীজে মুড়িয়ে এমনভাবে গলায় বাঁধবে যেন তাবিজটি হৃদযন্ত্রের উপর ঝুলে থাকে। তাবিজটি সুতা বা কাপড় দিয়ে এমনভাবে বাঁধবে যেন তা বুকের উপর থেকে সরে না যায়। হার্টের রোগীর জন্য এ আমলটি পরীক্ষিত।

ভালোবাসা লাভের আমল

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٦٢) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(সূরা আনফাল : ৬২-৬৩)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতটি পড়ে মিষ্টি দ্রব্যে ফুঁক দিয়ে কাউকে খাওয়ালে ইনশাআল্লাহ আমলকারীর প্রতি তার ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

ব্যবসায় উন্নতি হওয়ার আমল

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(সূরা তাওবা : ১১১)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতটি লিখে ব্যবসায়িক পণ্যের মাঝে রেখে দিলে, সেই পণ্য দ্বারা ব্যবসায় অনেক উন্নতি হবে।

রাসূল (সা.) এর শাফাআত লাভের আমল

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ (١٢٨) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

(সূরা তাওবা : ১২৮-১২৯)

বৈশিষ্ট্য : প্রত্যেক নামাযের পর উপরোক্ত আয়াত দু'টি একবার করে পাঠ করলে, হাশরের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলালাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের নিকট তার জন্য শাফাআত করবেন। বিপদাপদের সময় এ আয়াতগুলো অধিক পরিমাণে পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তার বিপদাপদ দূর করে দিবেন।

দুঃস্বপ্ন থেকে পরিত্রাণের আমল

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

(সূরা ইউনুস : ৬৪)

বৈশিষ্ট্য : কারো ভীতিকর/দুঃস্বপ্ন দেখার অভ্যাস থাকলে নিম্নের আয়াতটি লিখে গলায় বাঁধবে অথবা ঘুমানোর পূর্বে আয়াতটি পাঠ করে ঘুমাবে। ইনশাআল্লাহ ভীতিকর/দুঃস্বপ্ন থেকে পরিত্রাণ পাবে।

যাদুর ক্রিয়া বিনষ্ট করার আমল

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ (٨١) وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

(সূরা ইউনুস : ৮১-৮২)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলি চিনা মাটির পাত্রে লিখে তা ধুয়ে কঠিন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে পান করালে বা তাবিজ বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দিলে, ইনশাআল্লাহ যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। এটি পরীক্ষিত আমল।

নিরাপদে ভ্রমণ করার আমল

بِسۡمِ اللّٰهِ مَجۡرٖىهَا وَمُرۡسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّیۡ لَغَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ

(সূরা হুদ : ৪১)

বৈশিষ্ট্য : নৌকা অথবা অন্য কোনো যানবাহনে ভ্রমণের সময় উক্ত আয়াত পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ রাস্তার বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

কেউ ঠাণ্ডা জনিত জ্বরে আক্রান্ত হলে, উক্ত আয়াত কুলের কাঠে লিখে রোগীর গলায় বেঁধে দিলে, ইনশাআল্লাহ সে আরোগ্য লাভ করবে।

অবাধ্য কর্মচারীকে বাধ্য করার আমল

اِنِّیۡ تَوَکَّلۡتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیۡ وَرَبِّکُمۡ ؕ مَا مِنۡ دَآبَّۃٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِیَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّیۡ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ

(সূরা হুদ : ৫৬)

বৈশিষ্ট্য : অবাধ্য কর্মচারীর কপালের চুল ধরে তিনবার এ আয়াতটি পাঠ করে তার দেহে ফুঁক দিলে, ইনশাআল্লাহ সে পূর্ণ আনগত্যকারী হয়ে যাবে।

মনের অস্থিরতা দূর করার আমল

فَاسۡتَقِمۡ کَمَاۤ اُمِرۡتَ وَمَنۡ تَابَ مَعَکَ

(সূরা হুদ : ১১২)

বৈশিষ্ট্য : মনের অস্থিরতা দূর করার জন্য প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াতটি ১১ বার পাঠ করবে।

ভালোবাসা সৃষ্টির আমল

یُوۡسُفُ اَعۡرِضۡ عَنۡ هٰذَا وَاسۡتَغۡفِرِیۡ لِذَنۡۢبِکِ اِنَّکِ کُنۡتِ مِنَ الۡخٰطِـِٕیۡنَ (٢٩) وَقَالَ نِسۡوَۃٌ فِی الۡمَدِیۡنَۃِ امۡرَاَتُ الۡعَزِیۡزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنۡ نَّفۡسِهٖ قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ

(সূরা ইউসুফ : ২৯-৩০)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতটি পড়ে মিষ্টি দ্রব্যে ফুঁক দিয়ে কাউকে খাওয়ালে ইনশাআল্লাহ আমলকারীর প্রতি তার ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

দুশমনের দুশমনি থেকে নিরাপদ থাকার আমল

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

(সূরা ইউসুফ : ৬৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতটি বেশি বেশি পাঠ করলে, ইনশাআল্লাহ দুশমনের দুশমনি ও সব রকম বালা-মছীবত থেকে নিরাপদ থাকবে। সব মুশকিল আসান হবে।

গর্ভ স্থিতির আমল

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ

(সূরা রা'দ : ৮)

বৈশিষ্ট্য : যদি কোনো স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা গর্ভ না টিকে, তাহলে فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ এর সাথে উপরোক্ত আয়াতটি লিখে স্ত্রীলোকের তল পেটে বেঁধে দিলে, ইনশাআল্লাহ তার গর্ভ সংরক্ষিত থাকবে।

মেঘ গর্জনকালের আমল

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ

(সূরা রা'দ : ১৩)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকানোর সময় উক্ত আয়াতটি পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে নিরাপদ রাখবেন।

হার্ট দূর্বলতা দূর হওয়ার আমল

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

(সূরা রা'দ : ২৮)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতটি লিখে তাবীজে মুড়িয়ে এমনভাবে গলায় বাঁধবে যেন তাবিজ টি হৃদযন্ত্রের উপর ঝুলে থাকে। তাবিজ টি সুতা বা কাপড় দিয়ে এমনভাবে বাঁধবে যেন তা বুকের উপর থেকে সরে না যায়। হার্টের রোগীর জন্য এ আমলটি খুবই উপকারী।

সফরে বের হওয়ার আমল

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

(সূরা বনী ইসরাঈল : ৮০)

বৈশিষ্ট্য : সফরে বের হওয়ার সময় অথবা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় উক্ত আয়াতটি পাঠ করলে, ইনশআল্লাহ লোক-সমাজে অনেক সম্মান লাভ হবে।

সকল প্রকার রোগ ও ব্যাথা উপশম হওয়ার আমল

وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا

(সূরা বনী ইসরাঈল : ১০৫)

সকল প্রকার রোগ ও ব্যাথার স্থানে হাত রেখে উক্ত আয়াত তিন বার পাঠ করে ফুঁক দিবে। ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুত আরোগ্য লাভ হবে।

কুকুর বা হিংস্র প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার আমল

وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ

(সূরা কাহাফ : ১৮)

বৈশিষ্ট্য : রাস্তায় যদি কুকুর, বাঘ বা কোনো হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করে কিংবা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, তাহলে উক্ত আয়াত পাঠ করলে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে।

অন্তরে নূর সৃষ্টির আমল

প্রতি জুমার দিন একবার সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করলে এক জুমা থেকে অপর জুমা পর্যন্ত অন্তর নূরে নূরান্বিত থাকবে।

সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত প্রতিদিন একবার তিলাওয়াত করলে দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে।

সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত হলো,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا (١) قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

(٢) مَاكِثِيْنَ فِيْهِ أَبَدًا (٣) وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا (٤) مَّا لَهُمْ بِهٖ مِنْ
عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَّقُوْلُوْنَ إِلَّا كَذِبًا (٥) فَلَعَلَّكَ
بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا (٦) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى
الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (٧) وَإِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا
جُرُزًا (٨) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيَاتِنَا عَجَبًا (٩) إِذْ أَوَى
الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (١٠)

(সূরা কাহাফ : ১-১০)

ভালোবাসা সৃষ্টির আমল

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

(সূরা মারয়াম : ৯৬)

বৈশিষ্ট্য : এটি মুহাব্বতের আয়াত। আয়াতটি পড়ে মিষ্টি দ্রব্যে ফুঁক দিয়ে কাউকে খাওয়ালে ইনশাআল্লাহ তার সাথে ভালোবাসা হবে।

ইল্‌মে উন্নতি লাভের আমল

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ (٢٧)
يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ

(সূরা ত্ব-হা : ২৫-২৮)

বৈশিষ্ট্য : প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর উপরোক্ত আয়াতগুলো একুশবার পাঠ করলে ইল্‌মে উন্নতি লাভ হবে। এটা পরীক্ষিত আমল।

‘হামযাদ’ শয়তান দাফন করার আমল

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى

(সূরা ত্ব-হা : ৫৫)

বৈশিষ্ট্য : মাশায়েখদের থেকে বর্ণিত আছে, যদি মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় উক্ত আয়াত তিনবার পাঠ করে মাটি দেয়, তাহলে তার সাথে ‘হামযাদ’ শয়তানও চিরদিনের জন্য দাফন হয়ে যাবে।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

(সূরা ত্ব-হা : ১১৪)

বৈশিষ্ট্য : প্রত্যেক নামাযের পর উক্ত আয়াতটি বেশি বেশি পাঠ করলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হবে।

জ্বর থেকে আরোগ্য লাভের আমল

يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ

(সূরা আম্বিয়া : ৬৯)

বৈশিষ্ট্য : কেউ গরম থেকে জ্বরে আক্রান্ত হলে উক্ত আয়াতটি লিখে তাবিজ বানিয়ে তার গলায় বাঁধবে। ইনশাআল্লাহ জ্বর ভালো হয়ে যাবে।

বিপদাপদ দূর হওয়ার আমল

أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

(সূরা আম্বিয়া : ৮৩)

বৈশিষ্ট্য : বিপদাপদের সময় উক্ত আয়াত পড়লে, ইনশাআল্লাহ বিপদাপদ দূর হয়ে যাবে।

মুসীবত দূর হওয়ার আমল

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

(সূরা আম্বিয়া : ৮৭)

বৈশিষ্ট্য : আয়াতেটিতে ইসমে আযম লুকায়িত আছে। মুসীবতের সময় আয়াতটি পাঠ করলে বিরাট উপকার পাওয়া যায়।

সন্তান লাভের আমল

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

(সূরা আম্বিয়া : ৮৯)

বৈশিষ্ট্য : যারা সন্তান থেকে নৈরাশ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ নিঃসন্তান। তারা প্রত্যেক নামাযের পর উক্ত আয়াতটি তিনবার করে পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাকে সন্তানের জনক/জননী বানিয়ে দিবেন।

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম এ দোয়া পাঠ করার উসিলায় বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী থেকে সন্তান লাভ করে ছিলেন।

গর্ভ নিরাপদ থাকার আমল

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

(সূরা হজ্জ : ১)

বৈশিষ্ট্য : এটি গর্ভের নিরাপত্তার জন্য একটি উপকারী আমল। আয়াতটি প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার করে পাঠ করলে গর্ভ বিনষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে।

শহরে প্রবেশের আমল

رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ

(সূরা মুমিনুন : ২৯)

বৈশিষ্ট্য : কোনো শহরে প্রবেশের সময় উক্ত আয়াত পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ সেখানে সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারবে।

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষার আমল

رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (٩٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ (٩٨)

(সূরা মুমিনুন : ৯৭-৯৮)

বৈশিষ্ট্য : যারা ওয়াসওয়াসার রোগী। তারা উক্ত আয়াত দু'টি অধিক পরিমাণে পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ ওয়াসওয়াসার রোগ দূর হয়ে যাবে। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবে।

জীনের আছর দূর করার আমল

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (١١٦) وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ

(সূরা মুমিনুন : ১১৫-১১৭)

বৈশিষ্ট্য : কারো উপর জীন বা ভূতের আছর হলে উক্ত আয়াতগুলো তিনবার পড়ে তার মুখে পানি ছিটা দিবে অথবা কানে ফুঁক দিবে। ইনশাআল্লাহ সাথে সাথে জীন বা ভূতের আছর দূর হয়ে যাবে।

বিষাক্ত প্রাণীর বিষ নষ্ট করার আমল

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ

(সূরা শু'আরা : ১৩০)

বৈশিষ্ট্য : কাউকে কোনো বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে ক্ষত স্থানের চতুর্পাশে আঙ্গুল ঘুরাতে থাকবে এবং উক্ত আয়াত এক শ্বাসে সাতবার পড়ে ফুঁক দিবে। ইনশাআল্লাহ বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে।

পরিবার-পরিজন ধার্মিক হওয়ার আমল

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

(সূরা ফুরকান : ৭৪)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এ আয়াতটি একবার পাঠ করবে, তার স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার-পরিজন ধার্মিক হবে।

পিঁপড়া তাড়ানোর আমল

يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

(সূরা নামল : ১৮)

বৈশিষ্ট্য : যদি কোনো স্থানে পিঁপড়ার উপদ্রব হয়, তাহলে এ আয়াতটি লিখে পিঁপড়ার গর্তের পাশে রেখে দিবে। ইনশআল্লাহ সমস্ত পিঁপড়া গর্তে প্রবেশ করবে।

পলাতক ফিরে আসার আমল

فَرَدَدْنٰهُ إِلٰى أُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

(সূরা কাছাছ : ১৩)

আমল : ১

বৈশিষ্ট্য : যদি কেউ পলায়ন করে, তাহলে এ আয়াতটি লিখে চরকায় বেঁধে দিবে। এরপর সে চরকাটি চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ষাটবার করে উল্টাদিকে ঘুরাবে। ইনশাআল্লাহ এ আমলের উসিলায় সে ব্যক্তি শীঘ্রই ফিরে আসবে।

আমল : ২

إِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ إِلٰى مَعَادٍ

(সূরা কাসাস : ৮৫)

বৈশিষ্ট্য : চল্লিশদিন পর্যন্ত প্রতিদিন দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে উপরোক্ত আয়াতটি একশ' উনিশবার করে পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ পলাতক ফিরে আসবে।

আমল : ৩

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

(সূরা লোকমান : ১৬)

বৈশিষ্ট্য : চল্লিশদিন পর্যন্ত প্রতিদিন দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে এ আয়াতটি একশ' উনিশবার করে পাঠ করলে, ইনশাআল্লাহ আয়াতের বরকতে পলাতক ফিরে আসবে।

নামায কবুল হওয়ার আমল

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

(সূরা ফাতির : ১০)

বৈশিষ্ট্য : ওলামায়ে কেরাম এ আয়াতের আলোকে লিখেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের পর তিনবার কালিমায়ে তাওহীদ (তায়্যিবা) পাঠ করবে, ইনশাআল্লাহ তার নামায কবুল হবে।

প্লীহা রোগ নিরাময়ের আমল

إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوْرًا

(সূরা ফাতির : ৪১)

আয়াতটি লিখে তাবিজ বানিয়ে প্লীহার উপর বেঁধে রাখবে। ইনশাআল্লাহ অল্প দিনেই আরোগ্য লাভ করবে।

নাভীর যন্ত্রণা মুক্তির আমল

ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

(সূরা বাকারা : ১৭৮)

বৈশিষ্ট্য : কারো নাভী উল্টে গেলে কিংবা যন্ত্রণা করলে, উক্ত আয়াতে কারীমা লিখে নাভীর উপর বেঁধে দিবে। ইনশাআল্লাহ সে সুস্থ হয়ে যাবে।

সূরা ইয়াসীনের বৈশিষ্ট্য

হাদীস শরীফে সূরায়ে ইয়াসীনের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। একবার তিলাওয়াত করলে চারবার কুরআন মাজীদ খতম করার সমতুল্য সওয়াব হয়। অবশ্য এর দ্বারা কেউ যেন এমন না বুঝে যে, কুরআন মাজীদ খতম করার প্রয়োজন নেই। কারণ কুরআন মাজীদে এমন ফযীলতের আরো অনেক সূরা আছে। যখন একটি মাত্র সূরা তিলাওয়াত করার ফযীলত এতো, তাহলে পুরা কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার ফযীলত কেমন হতে পারে! তাছাড়া কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের দ্বারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ হয়।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল বেলা সূরায়ে ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে, সারাদিন তার জন্য মঙ্গল আর কল্যাণকর হবে। কোনো বৈধ প্রয়োজনে এ সূরাটি একচল্লিশবার পাঠ করলে, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। ভীতিগ্রস্ত হলে নিরাপত্তা লাভ করবে। রোগাক্রান্ত হলে সুস্থতা লাভ করবে। ক্ষুধার্ত হলে ক্ষুধা নিবারণ হবে।

ভালোবাসা লাভের আমল

إِنِّيٓ أَحۡبَبۡتُ حُبَّ ٱلۡخَيۡرِ عَن ذِكۡرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتۡ بِٱلۡحِجَابِ (٣٢) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسۡحَۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلۡأَعۡنَاقِ (٣٣)

(সূরা সোয়াদ : ৩২-৩৩)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতটিও আয়াতে হুব্ব। যে বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত গত হয়েছে। (আয়াতটি পড়ে মিষ্টি দ্রব্যে ফুঁক দিয়ে কাউকে খাওয়ালে ইনশাআল্লাহ তার অন্তরে আমলকারীর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।)

যে কোনো রোগ মুক্তির আমল

وَيَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمٖ مُّؤۡمِنِينَ (সূরা তাওবা : ১৪) وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ (সূরা ইউনূস : ৫৭) يَخۡرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٞ مُّخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٞ لِّلنَّاسِ (সূরা নাহল : ৬৯) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮২) وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ (সূরা শুআরা : ৮০) قُلۡ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وَشِفَآءٞ (সূরা হা-মীম আসসাজদা : ৪৪)

বৈশিষ্ট্য : এই আয়াতগুলোকে আয়াতে শেফা বলে। উক্ত আয়াতে শেফাগুলো যে কোনো রোগের জন্য চিনা মাটির পাত্রে লিখে ধৌত করে রোগীকে পান করালে অথবা লিখে তাবিজ বানিয়ে গলায় বাঁধলে, ইনশআল্লাহ যতো কঠিন রোগ হোক না কেন, আরোগ্য লাভ করবে।

হাকীম সদয় হওয়ার পরীক্ষিত আমল

যদি কোনো হাকিম বা মহাজন কারো প্রতি অসন্তুষ্ট কিংবা রাগন্বিত হয়, তাহলে তার নিকট যাওয়ার পর প্রথমে তিনবার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে। অতঃপর كٓهٰيٰعٓصٓ পড়বে এবং প্রতিটি হরফ পড়ার সময় ডান হাতের একটি করে আঙ্গুল বন্ধ করবে। অনুরুপভাবে (২) عٓسٓقٓ (১) حٰمٓ পড়বে এবং প্রতিটি হরফ পড়ার সময় বাম হাতের একটি করে আঙ্গুল বন্ধ করবে।

আবার كٓهٰيٰعٓصٓ পড়বে এবং প্রতিটি হরফ পড়ার সময় ডান হাতের একটি করে আঙ্গুল খুলবে। অনুরূপভাবে (২) عٓسٓقٓ (১) حٰمٓ পড়বে এবং প্রতিটি হরফ পড়ার সময় বাম হাতের একটি করে আঙ্গুল খুলবে। এরপর চুপিসারে হাকীমের দিকে ফুঁক দিবে। ইনশাআল্লাহ হাকীম সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

উভয় হাতের আঙ্গুল বন্ধ করা এবং খোলা উভয়টি কনিষ্ট আঙ্গুল থেকে শুরু করবে।

রিযিক বৃদ্ধির আমল

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ

(সূরা শূরা : ১৯)

বৈশিষ্ট্য : যদি কেউ এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর অধিক পরিমাণে পাঠ করে, তাহলে তার রিযিক বৃদ্ধি পাবে।

যানবাহনে নিরাপদ থাকার আমল

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ

(সূরা যুখরুফ : ১৩)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি ঘোড়া, গাড়ী প্রভৃতি যানবাহনে আরোহনের সময় উক্ত আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে যানবাহনের যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখবেন।

সূচীপত্র

জাহান্নাম থেকে মুক্তির আমল

حٰمٓ (١) تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (٢) (সূরা মু'মিন : ১-২) حٰمٓ (١) تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢) (সূরা হা-মীম আসসাজদা : ১-২) حٰمٓ (١) عٓسٓقٓ (٢) (সূরা শুরা : ১-২) حٰمٓ (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ (٢) (সূরা যুখরুফ : ১-২) حٰمٓ (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ (٣) (সূরা দুখান : ১-৩) حٰمٓ (١) تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (٢) (সূরা জাছিয়া : ১-২) حٰمٓ (١) تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (٢) (সূরা আহকাফ : ১-২)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি حٰمٓ বিশিষ্ট উক্ত সাতটি আয়াত সব সময় পাঠ করতে থাকবে, তার জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে।

অবাধ্য সন্তান বাধ্য করার আমল

وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

(সূরা আহক্বাফ : ১৫)

বৈশিষ্ট্য : প্রতি নামাযের পর উক্ত আয়াতটি পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ অবাধ্য সন্তান বাধ্য হয়ে যাবে। আয়াতটি পাঠকালে ذُرِّيَّتِيْ শব্দটি পাঠ করার সময় স্বীয় অবাধ্য সন্তানকে স্মরণ করবে।

দৃষ্টিশক্তি রক্ষার আমল

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

(সূরা ক্বাফ : ২২)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতটি প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার পাঠ করে আঙ্গুলের উপর ফুঁক দিয়ে তা চোখে বুলালে ইনশাআল্লাহ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাবে না। আর যা হ্রাস পেয়েছে তা আস্তে আস্তে ফিরে আসবে।

গর্ভধারণ করার আমল

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ (٤٧) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ

(সূরা যারিয়াত : ৪৭-৪৮)

বৈশিষ্ট্য : নিঃসন্তান দম্পতি, যারা সন্তানলাভের আশা ছেড়ে দিয়েছে, তারা দু'টি ডিম সেদ্ধ করে খোসামুক্ত করে একটিতে وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ লিখে পুরুষ খাবে। অপরটিতে وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ লিখে স্ত্রী খাবে। এভাবে চল্লিশদিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এ আমলটি করবে এবং স্বামী স্ত্রী নিয়মিত সহবাস করবে। ইনশাআল্লাহ স্ত্রী গর্ভধারণ করবে।

রিযিক বৃদ্ধির আমল

যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা ওয়াকিয়াহ (২৭তম পারা) নিয়মিত তিলাওয়াত করবে, কখনো তার রিযিকে কমতি হবে না। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন মাগরিবের নামাযের পর একবার এ সূরা পাঠ করবে তার অভাব অনটন দূর হয়ে যাবে।

মাথা ব্যাথা দূর হওয়ার আমল

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ

(সূরা ওয়াকিয়াহ : ১৯)

বৈশিষ্ট্য : এ আয়াতটি তিনবার পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিলে ইনশাআল্লাহ মাথা ব্যাথা দূর হয়ে যাবে।

কিয়ামতের দিন চেহারা উজ্জল হওয়ার আমল

إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ

(সূরা তুর : ২৮)

বৈশিষ্ট্য : প্রত্যেক নামাযের পর উক্ত আয়াতটি ১১ বার পাঠ করে আঙ্গুলের উপর ফুঁক দিবে তারপর সে আঙ্গুল কপালে বুলালে ইনশাআল্লাহ! কিয়ামতের দিন তার চেহারা উজ্জল হবে।

ইসমে আযম

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٤)

(সূরা হাশর : ২২-২৪)

বৈশিষ্ট্য : সূরায়ে হাশরের উক্ত তিনটি আয়াতের মাঝে ইসমে আযম লুকায়িত আছে। উক্ত আয়াত ৩টি সকালে সাতবার পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশতাগণ মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে এবং সে যদি ওই দিন মৃত্যুবরণ করে তাহলে শহীদের মর্যাদা পাবে। আর যদি সন্ধ্যায় পড়ে তাহলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশতাগণ মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে এবং সে ঐ রাতে মৃত্যুবরণ করলে শহীদের মর্যাদা পাবে।

অর্থ সংকট দূর হওয়ার আমল

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

(সূরা ত্বলাক : ৩)

বৈশিষ্ট্য : অর্থ সংকটের সময় এ আয়াতটি অধিক পরিমাণে পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ তার অর্থ সংকট দূর হবে। যে কোনো দুঃখ-কষ্ট ও প্রয়োজনের সময় অধিক পরিমাণে পাঠ করলে দুঃখ-কষ্ট দূর হবে এবং প্রয়োজন পুরা হবে।

কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল

যে ব্যক্তি প্রতিদিন রাতের বেলা সূরায়ে মুলক পাঠ করবে, ইনশাআল্লাহ সে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাবে।

সকল প্রয়োজন পুরা হওয়ার আমল

যে ব্যক্তি نٓ وَالْقَلَمِ এবং কুরআনের সমস্ত হরফে মুকাত্ত্বা'আতগুলো লিখে তাবীজ বানিয়ে নিজের কাছে রাখবে। ইনশাআল্লাহ তার সমস্ত প্রয়োজন পুরা হবে এবং খুব স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করবে।

বদ নযর থেকে বাঁচার আমল

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ (٥١) وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (٥٢)

(সূরা আল ক্বলম : ৫১-৫২)

বৈশিষ্ট্য : হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাই বলেছেন, উক্ত আয়াতদ্বয় বদ নযর থেকে মুক্তির জন্য খুবই উপকারী।

সকল প্রয়োজন পুরা হওয়ার আমল

বৈশিষ্ট্য : একবার কিছু লোক হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাই'র নিকট গিয়ে তাদের মধ্যে কেউ বৃষ্টি না হওয়ার অভিযোগ করলো, কেউ

সন্তান না হওয়ার অভিযোগ করলো, আবার কেউ তাদের অন্যান্য প্রয়োজন তুলে ধরলো। হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাই উত্তরে সকলকে বেশি বেশি ইস্তেগফার পড়তে বললেন। জনৈক ব্যক্তি বললো, হযরত! সকলকে ইস্তেগফার পড়তে বললেন কেন? তখন তিনি নিম্নের আয়াতগুলো পড়লেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا (١١)
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا (١٢)

এবং বললেন, লক্ষ্য করো! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকে এ আয়াতটির মাঝে ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি বড় ক্ষমাশীল। তোমাদের উপর তিনি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদের মাল দৌলত সন্তানাদি দান করত তোমাদের সহায়তা করবেন। তোমাদের জন্য বাগানসমূহ এবং পানির নহরসমূহ দিবেন।'[১]

কেউ যদি ঘুমানোর পূর্বে সম্পূর্ণ সূরা নূহ পাঠ করে, তাহলে সে স্বপ্নদোষ থেকে নিরাপদ থাকবে।

জীন ভূতের আছর দূর করার আমল

যার উপর জীন-ভূতের আছর হয়, সূরায়ে জীন পাঠ করে তার উপর ফুঁক দিবে অথবা লিখে তার বাহুতে বেঁধে দিবে। ইনশাআল্লাহ জীন ভূতের আছর দূর হয়ে যাবে।

উত্তম রিযিক প্রাপ্ত হওয়ার আমল

সূরা মুজ্জাম্মিল উত্তম রিযিকের জন্য খুবই উপকারী। যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ১১ বার দরুদ শরীফ পড়ে ১১১১বার يَا مُغْنِيْ পড়বে। অতঃপর ১১ বার সূরায়ে মুজ্জাম্মিল তিলাওয়াত করবে এবং শেষে ১১ বার দরুদ শরীফ পড়বে, সে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সাহায্য সহযোগীতা প্রাপ্ত হবে।

আমল ঠিক রাখা

যে ব্যক্তি কোনো আমল করার সময় সূরা আবাসা পুরাটা পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ তার সে আমল ধারাবাহিক হবে এবং আমলহীন হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

---

[১] *সূরা নূহ:১০-১২*

সহজে বাচ্চা প্রসব হওয়ার আমল

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (٤)

(সূরা ইনশিকাক: ১-৪)

বৈশিষ্ট্য : সহজে সন্তান প্রসবের জন্য উক্ত আয়াতগুলো লিখে গর্ভবতী মহিলার বাম রানে বেঁধে দিলে ইনশাআল্লাহ অনেক সহজেই সন্তান প্রসব হবে। তবে সন্তান প্রসব হওয়ার সাথে সাথে তাবিজটি খুলে ফেলতে হবে।

দৃষ্টি শক্তি অটুট রাখার আমল

যে ব্যক্তি ওযু শেষ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার সূরা কদর (ইন্না আংযালনাহু) পাঠ করবে ইনশাআল্লাহ! তার দৃষ্টি শক্তি কখনো কমবে না।

অর্ধ কুরআন পাঠের সওয়াব

হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি সূরায়ে যিলযাল (ইযা যুলযিলাত) একবার পাঠ করবে, সে অর্ধেক কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব লাভ করবে।

কবরস্থানে পড়ার দু'আ

কবরস্থানে গিয়ে সূরা তাকাছুর (আলহাকুমুত্-তাকাছুর) পড়া সুন্নাত।

রাসূল (সা.) এর মা'মুল

রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় ফজর ও মাগরিবের সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাছ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) পড়তেন।

এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ার সওয়াব

হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি একবার সূরা এখলাছ পাঠ করবে সে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ার সওয়াব পাবে।

জ্বর ও অন্যান্য রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আমল

১১ বার দরুদ শরীফ পড়ে ৭বার সূরায়ে ফাতেহা পড়ে ফুঁক দিবে কিংবা পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করাবে অথবা লিখে তা ধুয়ে খাওয়াবে। ইনশআল্লাহ! জ্বর ও অন্যান্য রোগ আরোগ্য হবে।

কয়েকটি উপকারী তাবিজ

কানপুর জামে মসজিদের ইমাম হাফেয মুহাম্মাদ আব্‌দুল্লাহ সাহেবের প্রিয়ভাজন এবং অনেক বুযুর্গের সাক্ষাত লাভে ধন্য কুতুবে যামান হযরত শাহ গোলাম রাসূল রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র খলীফা মাওলানা হাজী হাফেয সাইয়্যেদ শাহ মুহাম্মাদ আবদুল হক সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ তাবিজগুলো ছাপানোর এজাযত দিয়েছেন। যাতে সর্বসাধারণ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

তবে সম্মানিত পাঠকগণের কাছে আরজ! আপনারা এ তাবিজগুলো দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম বানাবেন না এবং শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজে ব্যবহার করবেন না। ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা অনেক বেশি উপকৃত হতে পারবেন।

বসন্ত রোগ আরোগ্য হওয়ার তাবিজ

নিম্নলিখিত তাবিজটি লিখে মোম দ্বারা মুখ বন্ধ করে গলায় বাঁধবে। আর তাবিজ গ্রহণকারী কিছু টাকা পয়সা দান খায়রাত করবে।

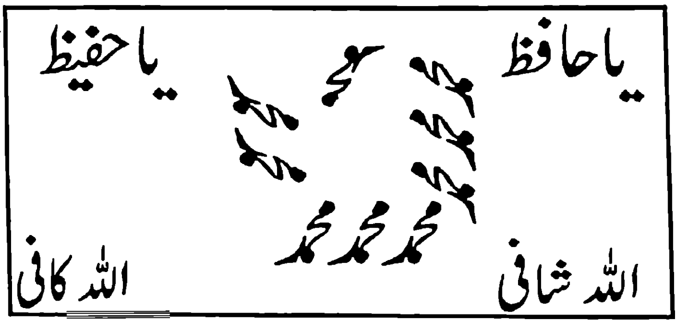

ডায়রিয়া রোগ আরোগ্য হওয়ার তাবিজ

নিম্নের তাবিজটি লিখে বাহুতে বাঁধবে এবং রোগীর পক্ষ থেকে কিছু দান খায়রাত করে দিবে। ইনশাআল্লাহ ডায়রিয়া রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

الٰہی بحرمت حضرت شیخ محمد صادق اکابر اولیا
ولد حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی
رضی اللہ عنہ از شر بلائے اللہ شافی اللہ کافی

সন্তানদের নিরাপদ থাকার তাবিজ

নিম্নের তাবিজটি লিখে মোম দ্বারা মুখ বন্ধ করে সন্তানের গলায় বাঁধবে। ইনশাআল্লাহ! এর বরকতে সন্তান নিরাপদ থাকবে।

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلہا من شر
ما خلق بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض ورب السماء
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو
السمیع العلیم

সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি ও
মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকার আমল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

কাউকে কোনো মারাত্মক রোগ-ব্যাধি, বালা মুসীবতে আক্রান্ত বা কোনো গোনাহে লিপ্ত দেখলে উক্ত দু'আটি পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ এর বরকতে পাঠকারী সে রোগ-ব্যাধি, বালা মুসীবত ও গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকবে।

ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হওয়ার তাবিজ

মরহুম কাজী শাহ মুহাম্মাদ ওলী উল্লাহ সাহেব সূত্রে পাওয়া এ তাবিজটি ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসায় খুব উপকারী। পিপুল গাছের পাতায় নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখে তিন দিন পর্যন্ত রোগীকে ঝাড়বে। ইনশাআল্লাহ জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করবে।

মুসলমান রোগীর জন্য

كهيعص حم عسق

অমুসলিম রোগীর জন্য

الاسلام حق والكفر باطل الاسلام نور والكفر ظلمة

দ্রুত সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার তাবিজ

শরীয়তের অনুসারী এক দরবেশ থেকে বর্ণিত, ج ح خ ط ظ ع غ ق ى ك ل م উক্ত হরফগুলো এবং নিম্নের নকশাটি লিখে প্রসব ব্যাথায় আক্রান্ত মহিলার ডান হাতে রাখবে। মহিলা অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে নকশাটির দিকে তাকিয়ে থাকবে। ইনশাআল্লাহ! দ্রুত সন্তান প্রসব হবে। নকশাটি হলো,

اششم اسوك ل د

ফোঁড়া বাগি ভালো হওয়ার আমল

بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا وَيَشْفِيْ سَقِيْمَنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا

উক্ত দু'আটি ৭ বার পড়ে সাদা মাটির উপর ফুঁক দিয়ে তাতে মুখের কিছু লালা লাগাবে। অতঃপর শুকালে তা পিষে চুর্ণ করে ফোঁড়ার উপর প্রলেপ দিবে। এভাবে কয়েকদিন করলে ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।

গেঁটে বাত ভালো হওয়ার আমল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِىَ اللهُ هُوَ يُوْكَعُ فِى اللَّحْوِ

সোমবার অথবা শুক্রবারে উক্ত তাবিজটি লিখে গলায় বাঁধবে। ইনশাআল্লাহ অনেক দ্রুত গেঁটে বাত থেকে মুক্তি পাবে।

অর্শ্বরোগ ভালো হওয়ার আমল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا رَحِيْمُ كُلِّ صَرِيْخٍ وَمَكْرُوْبٍ يَا رَحِيْمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সোমবার অথবা শুক্রবার উক্ত দু'আটি লিখে তাবিজ বানিয়ে কোমরে বাঁধবে। ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।

পাগল কুকুর কামড়ালে

إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيْدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧)

(সূরা আত্ তারিক : ১৫-১৭)

মালুমাতে মাজহারী থেকে জানা যায়, পাগলা কুকুর কামড়ানোর কারণে কেউ পাগল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে উক্ত আয়াতগুলো চল্লিশ টুকরা রুটির উপর লিখে প্রতিদিন এক টুকরা করে রোগীকে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না।

হাজত পুরা হওয়ার আমল

ইমাম জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, কারো কোনো বৈধ প্রয়োজন দেখা দিলে, নিম্নোক্ত কথা গুলো একটুকরা কাগজে লিখে প্রবাহমান পানিতে নিক্ষেপ করবে-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنَ الْعَبْدِ الذَّلِيْلِ اِلَى الرَّبِّ الْجَلِيْلِ رَبِّ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

পানিতে নিক্ষেপ করার সময় বলবে, اَللّٰهُمَّ بِحَمْدٍ وَّاٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَصَحْبِهِ الْمَرْضِيِّيْنَ اقْضِ حَاجَتِيْ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ এবং নিজের হাজতের কথা স্মরণ করবে। ইনশাআল্লাহ তার হাজত পুরা হবে।

তিনদিন অন্তর অন্তর আসা জ্বর ভালো হওয়ার তাবিজ

তিন দিন পর পর যে জ্বর আসে, তার জন্য নিম্নোক্ত তাবিজটি অত্যন্ত উপকারী। নতুন পাত্রের দুটি চাঁড়ায় নিম্নোক্ত দুটি নকশা লিখবে এবং তিনবার شاہ شفا کل بلا دفع পড়ে তাতে ফুঁক দিবে। একটি চাঁড়া ডান বাহুতে এবং অপরটি বাম বাহুতে বাঁধবে। তিনদিন পর্যন্ত প্রতিদিন ভোরে ডান হাতেরটি বাম হাতে এবং বাম হাতেরটি ডান হাতে পরিবর্তন করে বাঁধবে। ইনশাআল্লাহ জ্বর ভালো হয়ে যাবে।

নকশা দুটি হলো,

الله شافی	تے
	یت

	تے
الله شافی	یت

সূচীপত্র

আমালে কুরআনী

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

মর্যাদা বৃদ্ধির আমল

শায়খ আবু বকর সিরাজ কয়েকজন বুযুর্গের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ৬২৫ বার লিখে নিজের কাছে রাখবে, মানুষের অন্তরে তার মর্যাদা সৃষ্টি হবে। কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এটি পরীক্ষিত।

হাজত পুরা হওয়ার জন্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কে ১২ হাজার বার এমনভাবে পড়বে যে, প্রত্যেক ১ হাজার বার পড়ার পর দুই রাকাত করে নামায পড়ে নিজের হাজতের জন্য দু'আ করবে। এভাবে প্রত্যেক ১ হাজার বার পর পর দুই রাকাত করে নামায পড়ে হাজত পুরা হওয়ার দুআ করবে। ইনশাআল্লাহ তার হাজত পুরা হবে।

সম্পদ ও সন্তান নিরাপদ থাকার আমল

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, জুমার দিন ইমাম সাহেব জুমার নামাযের সালাম ফিরানোর পর যদি কেউ সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস সাত বার করে পড়ে, তাহলে তার সম্পদ ও সন্তানাদি পরবর্তী জুমা পর্যন্ত হেফাজতে রাখবেন।

জ্বরের আমল

হযরত ইমাম জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, সূরায়ে ফাতেহা চল্লিশ বার পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির চেহারায় ছিটিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ জ্বর সেরে যাবে।

শয়তান এবং যালেম থেকে রক্ষার আমল

বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসী পড়ে ঘুমালে আল্লাহ তাআলা সারা রাত তার জন্য একজন নিরাপত্তাকর্মী নিযুক্ত করেন। শয়তান তার কাছে আসতে পারে না।

সর্বপ্রকার যুলুম ও চুরি থেকে রক্ষার আমল

আবু জাফর নাহ্হাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত যে, যদি কোনো ব্যক্তি আয়াতুল করসী,

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

সূরা আ'রাফের ৫৪-৫৬ নং আয়াত পর্যন্ত,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهٖ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٥٤) اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

এবং সূরায়ে সাফ্ফাত এর প্রথম ১০ আয়াত,

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣) إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥) إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ (٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠)

এবং সূরা আর রহমানের ৩১-৩৫ নং আয়াত পর্যন্ত,

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (٣١) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٢) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٤) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥)

উক্ত আয়াতগুলো দিনের বেলায় পাঠ করে তাহলে সারা দিন এবং রাতের বেলায় পাঠ করলে সারা রাত অবাধ্য শয়তান, যাদুর ক্রিয়া, অত্যাচারী শাসক এবং সকল প্রকার চোরের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে।

হুরুফে মুকাত্তাআত

الٓمٓ (সূরা বাকারা : ১) الٓمٓصٓ (সূরা আরাফ : ১) الٓرٰ (সূরা ইউনুস : ১) الٓمٓرٰ (সূরা রাদ : ১) كٓهٰيٰعٓصٓ (সূরা মারইয়াম : ১) طٰهٰ (সূরা ত্বহা : ১) طٰسٓمٓ (সূরা শুআরা : ১) يٰسٓ (সূরা ইয়াসীন : ১) ص (সূরা ছোয়াদ : ১) حٰمٓ (সূরা হা-মসীম সাজদা : ১) حٰمٓ (১) عٓسٓقٓ (২) (সূরা শূরা : ১-২) قٓ (সূরা ক্বাফ : ১) ن (সূরা ক্বলম : ১) এ আয়াতগুলোর মাঝে এসেছে, الف، حا، صاد، سين، كاف، عين، طا، قاف، را، ها، نون، ميم، لام، يا এ হরফগুলো। পরিভাষায় এ হুরুফগুলোকে হুরুফে নূরানীও বলা হয়। এর প্রত্যেকটি হরফ আল্লাহর কিছু নামের সাথেও সংশ্লিষ্ট।

الف এর সাথে اَللّٰهُ، اَحَدُ، اَوَّلُ، اٰخِرُ। حا এর সাথে حَيٌّ। صاد এর সাথে صَمَدٌ। سين এর সাথে سَمِيْعٌ، سُبُّوْحٌ، سَلَامٌ। كاف এর সাথে كَرِيْمٌ। عين এর সাথে عَلِيْمٌ، عَظِيْمٌ، عَزِيْزٌ। طا এর সাথে طَيِّبٌ। قاف এর সাথে قَيُّمٌ। را এর সাথে رَحْمٰنُ، رَحِيْمٌ। ها এর সাথে هَادِىْ। نون এর সাথে نَافِعٌ، نُوْرٌ। لام। مُحْيِ، مُمِيْتُ، مَالِكٌ، يَوْمُ الدِّيْنِ، مَالِكُ الْمُلْكِ। ميم এর সাথে لَطِيْفٌ। يا এর সাথে يَوْهُ।

ধন-সম্পদ সকল নিরাপদ থাকার আমল

উক্ত হুরুফে নূরানী লিখে ধন-সম্পদ, শস্য ক্ষেত এবং ঘর-বাড়ি ইত্যাদিতে রেখে দিলে তা সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকে।

শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল

শত্রুর সাথে মোকাবেলা করার সময় الٓمٓصٓ ، كٓهٰيٰعٓصٓ ، قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ، نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ বেশি করে পাঠ করলে শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়া যায়।

সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার আমল

কয়েকজন বুযুর্গ দজলা নদী পার হওয়ার সময় হুরুফে নূরানী পাঠ করে নিতেন। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বলেন, যে স্থানে এ

হুরুফগুলো লিখা বা পড়া হয়, ঐ স্থান এবং পাঠকারী সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকে।

রিযিকে বরকত হওয়া ও বিষাক্ত প্রণী থেকে নিরাপদ থাকার আমল

কোনো এক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে যে, হুরুফে নূরানী লিখে সাথে রাখলে সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা যায়, রিযিকে বরকত হয়, প্রয়োজন পুরা হয়, শত্রু এবং বিষাক্ত প্রাণী থেকে নিরাপদ থাকা যায়। সফরের থাকাবস্থায় পড়লে সুস্থাতার সাথে বাড়ি ফেরা যায়।

মৃগী রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ، الٓمّٓصٓ ، طٰسٓمٓ ، كٓهٰيٰعٓصٓ ، يٰسٓ وَالۡقُرۡاٰنِ الۡحَكِيۡمِ ، حٰمٓ عٓسٓقٓ ، نٓ وَالۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُوۡنَ

বৈশিষ্ট্য : এক বুযুর্গের দাসীর মৃগী রোগ ছিলো। একদিন তিনি সে দাসীর কানে উক্ত আয়াতসমূহ পড়ে ফুঁক দেন, এতে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। পরবর্তীতে আর কখনো তার এ রোগ দেখা দেয়নি।

দাঁত ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

বসরা নগরে এক ব্যক্তি দাঁত ব্যথার ঝাড়-ফুঁক করতেন। লোকটি খুব কৃপণ হওয়ার কারণে সে কাউকে এ দোয়া শিখাতো না। তার মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসলো, তখন সে নিজেই দোয়াত কলম নিয়ে দোয়াটি লিখে যান। তা হলো,

الٓمّٓصٓ (١) طٰسٓمٓ (١) كٓهٰيٰعٓصٓ (١) حٰمٓ (١) عٓسٓقٓ (٢) اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِيۡمِ (٢٦) اُسۡكُنۡ بِكٓهٰيٰعٓصٓ ذِكۡرُ رَحۡمَتِ رَبِّكَ عَبۡدَهٗ زَكَرِيَّا اُسۡكُنۡ بِالَّذِىۡ اِنۡ يَّشَاۡ يُسۡكِنِ الرِّيۡحَ فَيَظۡلَلۡنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهۡرِهٖ اُسۡكُنۡ بِالَّذِىۡ سَكَنَ لَهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الۡاَرۡضِ وَهُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ

যাবতীয় প্রয়োজন পুরা হওয়ার আমল

الٓمّٓ (١) ذٰلِكَ الۡكِتَابُ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ (٢) اَلَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَيۡبِ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ (٥)

(সূরা বাকারা : ১-৫)

الٓمٓ (١) اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (٢) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ (٣) مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ

(সূরা আলে ইমরান : ১-১৪)

الٓمٓصٓ (١) كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ
لِلْمُؤْمِنِينَ (٢)

(সূরা আরাফ : ১-২)

الٓمٓرٰ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يُؤْمِنُونَ (١)

(সূরা রাদ : ১)

كٓهيعٓصٓ (١) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (٢)

(সূরা মারইয়াম : ১-২)

طه (١) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ (٢)

(সূরা ত্ব-হা : ১-২)

طسٓمٓ (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢)

(সূরা শুআরা : ১-২)

طسٓ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ (١)

(সূরা নামল : ১)

يسٓ (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢)

(সূরা ইয়াসীন : ১-২)

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ (١) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ (٢)

(সূরা ছোয়াদ : ১-২)

حٰمٓ (١) تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ
شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (٣)

(সূরা মু'মিন : ১-৩)

حٰمٓ (١) عٓسٓقٓ (٢) كَذٰلِكَ يُوْحِيْ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

(সূরা শূরা : ১-৩)

قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ (١)

(সূরা ক্বাফ : ১)

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ (١)

(সূরা ক্বলম : ১)

বৈশিষ্ট্য : শায়খ শরফুদ্দীন বুনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, উক্ত আয়াতসমূহ পূর্ণিমার রাতে ইশার নামাযের পর গোলাব ও যাফরান দ্বারা হরিণের পাতলা চামড়ায় লিখে একটি নলের মধ্যে রেখে নলের মুখ মৌমাছির সদ্যসংগৃহিত মোম দ্বারা বন্ধ করে দিবে। তারপর তা চামড়া দ্বারা সেলাই করে তাবিজরূপে ডান হাতের বাহুতে বাঁধবে।

এর দ্বারা অন্তরে সাহসিকতা সৃষ্টি হবে, শত্রুর মনে তার প্রভাব পড়বে, লোকসমাজে মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে, দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হবে, ভয়ভীতি দূর হবে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা হবে, চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির চিন্তা দূর হবে, সফর থেকে নিরাপদে বাড়ি ফিরবে।

অবিবাহিত মেয়ে এ তাবিজ নিজের সাথে ধারণ করলে তার বিবাহের প্রস্তাব আসবে। দোকানে রাখলে ব্যবসায় উন্নতি হবে। বাচ্চার সাথে থাকলে সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি এ তাবিজ সাথে রাখবে, সে যে কোনো হাজত পুরা হওয়ার জন্য দোয়া করলে তার দোয়া কবুল হবে।

যাবতীয় প্রয়োজন পুরণের আমল

الٓمٓ ، الٓمٓصٓ ، الٓرٰ ، الٓمٓرٰ ، كٓهٰيٰعٓصٓ ، طٰهٰ ، طٰسٓمٓ ، يٰسٓ ، صٓ

বৈশিষ্ট্য : রজব মাসের বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উক্ত হরফ ও আয়াতগুলো রূপার আংটিতে লিখে পরিধান করলে সকল প্রকার ভয়ভীতি হতে নিরাপদ থাকবে। কোনো বিচারকের কাছে গেলে তাকে সম্মান করবে এবং তার সকল প্রকার কাজ সমাধা হবে।

উক্ত তাবিজ ধারণকারী কোনো রাগী লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তার রাগ দূর হবে। পিপাসায় কাতর অবস্থায় আংটিটি চুষলে প্রশান্তি লাভ করবে। রাতের বেলা বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে সে পানি পান করলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে। কোনো বেকার মানুষ তা পরিধান করলে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। মৃগী রোগী ধারণ করলে রোগ আরোগ্য হবে।

চোখের পানি পড়া রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

الٓمٓ ، الٓمٓصٓ ، الٓمٓرٰ ، الٓرٰ ، كٓهٰيٰعٓصٓ ، طٰهٰ ، طٰسٓمٓ ، طٰسٓ ، يٰسٓ ، صٓ ، قٓ ، نٓ

বৈশিষ্ট্য : উক্ত হরফগুলো নিয়মিত প্রত্যেক চন্দ্রমাসের প্রথম সপ্তাহে লিখে তা পানিতে ভিজিয়ে পান করলে সারা বছর চোখের পানি পড়া রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।

ইলম অর্জন ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল

الٓمٓ (١) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (٢) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (٤) أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٥)

বৈশিষ্ট্য : বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে উক্ত আয়াতগুলো কোনো পবিত্র পাত্রে মেশ্‌ক ও জাফরান দ্বারা লিখে মিষ্টি পানি দ্বারা ধুয়ে রাতে পান করবে এবং দিনের বেলায় রোযা রাখবে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে তিন দিন কিংবা পাঁচ দিন এ আমল করবে। ইনশাআল্লাহ স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে। আত্মিক শক্তিও বৃদ্ধি পাবে। অন্তরে ইলম বসে যাবে। মা'রেফত অর্জিত হবে।

সূচীপত্র

দুষ্ট জীন, হিংস্র প্রাণী ও
বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকার আমল

الٓمّٓ (١) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (٢) اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (٤) أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ (٥)

(সূরা বাকারা : ১-৫)

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ إِلَّا بِإِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (٢٥٥) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٥٦) اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ (٢٥٧)

(সূরা বাকারা : ২৫৫-২৫৭)

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ
اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٨٤) اٰمَنَ
الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا
نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (٢٨٥)
لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا

وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)

(সূরা বাকারা : ২৮৪-২৮৬)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٥٤) اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

(সূরা আরাফ : ৫৪-৫৬)

قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا (١١٠) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

(সূরা বনী ইসরাঈল : ১১০-১১১)

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣) إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥) إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ (٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ (١١)

(সূরা সাফ্ফাত : ১-১১)

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٤) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥)

(সূরা আর রহমান : ৩৩-৩৫)

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ
الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (٢١) هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (٢٢) هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ (٢٣) هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٢٤)

(সূরা হাশর : ২১-২৪)

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِيْ إِلَى
الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٢) وَأَنَّهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا
وَلَدًا (٣) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا (٤)

(সূরা জ্বিন : ১-৪)

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ
(١٦) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ (١٧) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (١٨) أَوْ
كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ يَّجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ فِيْ آذَانِهِمْ مِّنَ
الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ (١٩) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ
كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيْهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا

(সূরা বাকারা : ১৬-২০)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলোকে আয়াতুল হারস তথা নিরপত্তার আয়াত বলা হয়। আয়াতুল হারস পাঠ করলে দুষ্ট জীন, হিংস্র প্রাণী এবং যাবতীয় রোগ বালা মুসীবত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শত্রু দমনের আমল

বৈশিষ্ট্য : শরীয়তের দৃষ্টিতে যে দুশমন দমন করা জায়েয আছে এমন

দুশমনের পরিধেয় কাপড়ে সাতবার করে তার ও তার মায়ের নাম লিখবে। এরপর নামগুলোর পাশে একটি বৃত্ত বানিয়ে এর ভেতর উপরোক্ত আয়াতগুলো (সূরা বাকারা : ১৬-২০) লিখবে। এরপর তার উপর আরেকটি বৃত্ত বানাবে। এভাবে তিনটি বৃত্ত বানাবে। অতঃপর কাপড়টি ভাজ করে একটি নতুন মাটির হাড়িতে ভরে শনিবার দিন দুশমনের ঘরের এমন স্থানে পুতে রাখবে, যেখানে কারো পা পড়বে না।

বাগান ও শস্যক্ষেত হেফাযতের আমল

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢)

(সূরা বাকারা : ২১-২২)

বৈশিষ্ট্য : বাগান ও শস্যক্ষেত সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখবে এবং পরদিন শুক্রবার বাগান বা শস্য ক্ষেতের চার কোণে দু'রাকাত করে নফল নামায আদায় করবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা وَالتِّينِ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা أَلَمْ تَرَ كَيْفَ বা لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ পড়বে। এভাবে বাগান বা ক্ষেতের মাঝখানেও দু'রাকাত নামায আদায় করবে।

এরপর যয়তুন কাঠের কলম দিয়ে জাফরানসহ সেখানের কোনো গাছের সবুজ পাতায় উপরোক্ত আয়াতদ্বয় লিখবে এবং উদের ধুনি দিয়ে ক্ষেত বা বাগানের ভেতর যেদিক দিয়ে পানি আসে সেদিকে পুতে রাখবে। আরেকটি পাতায় লিখে যেদিক গিয়ে পানি শেষ হয় সেদিক পুতে রাখবে। তৃতীয় আরেকটি পাতায় লিখে সেখানে কোনো গাছের উঁচু ডালে ঝুলিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ বাগান বা শস্যক্ষেত সবরকমের আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

ফলে বরকত হওয়ার আমল

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(সূরা বাকারা : ২৫)

বৈশিষ্ট্য : বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখবে। কদু দ্বারা ইফতার করবে। মাগরিবের নামাযের পর এ আয়াতগুলো লিখবে। কারো সাথে কোনো কথা বলবে না। এরপর এ কাগজটি নিয়ে বাগানে যাবে। সেখানে গাছের কোনো একটি ডালে এ তাবিজটি ঝুলিয়ে দিবে। অতপর সেই গাছ বা তার নিকটবর্তী গাছ থেকে একটি ফল ভক্ষণ করবে। এরপর তিন ঢোক পানি পান করে চলে আসবে। ইনশাআল্লাহ বাগানের ফলে প্রচুর বরকত হবে।

জ্বিন সাধনার আমল

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَآئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢)

(সূরা বাকারা : ৩০-৩২)

বৈশিষ্ট্য : যে চন্দ্র মাসের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার হয়, সে দিন গোসল করে রোযা রাখবে। যবের রুটি, চিনি এবং কোনো এক প্রকার শাক দ্বারা ইফতার করবে। এরপর অর্ধ রজনীতে জাগ্রত হয়ে অযূ করে কেবলামূখী হয়ে বসে উপরোক্ত আয়াতগুলো ৩৩ বার পাঠ করবে। এরপর মেশক, জাফরান ও গোলাপজল দ্বারা প্লেটে এ আয়াতগুলো লিখে শিলাবৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে পান করে ঘুমিয়ে যাবে। এভাবে সাতদিন আমলটি করবে। শেষ দিন এ আমল করার পর উক্ত আয়াতগুলো সত্তরবার পড়বে। তবে আমলকারী ঘরে একা অবস্থান করতে হবে। ঘরে আগর বাতির ধোঁয়া দিয়ে পবিত্র কাপড়ে পবিত্র বিছানায় ঘুমিয়ে যাবে।

ঘুমন্ত স্ত্রীর গোপন রহস্য অবগত হওয়ার আমল

يَا بَنِيَّ إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٤٠) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَّإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤١) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢)

(সূরা বাকারা : ৪০-৪২)

বৈশিষ্ট্য : রবিবার দিবাগত রাতের পাঁচ ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর নাবালেগ মেয়ের ব্যবহৃত কাপড়ে আয়াতগুলো লিখবে। এরপর যে মহিলার গোপন রহস্য জানতে চায় তার বুকের উপর কাপড়টি রেখে দিবে। তাহলে সে যা কিছু করেছে সব বলে দিবে। শরীয়ত বিরোধী কোনো স্থানে এ আমল করা হারাম।

পিপাসা নিবারণ হওয়ার আমল

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

(সূরা বাকারা : ৬০)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি সফরে পানি না পায় বা এমন রোগে আক্রান্ত যে, পানি যত পান করে পিপাসা নিবারণ হয় না। সে উপরোক্ত আয়াতটি প্লেটে লিখে বসন্ত কালের বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে একটি শিশিতে রাখবে। সেই পানিতে লাল ছাগলের দুধ মিশ্রিত করে আগুনে জাল দিয়ে তা ঘন করবে। এরপর পানির সংকটের শিকার ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে ছয় গ্রাম পরিমাণ পানি পান করবে। আর পিপাসা নিবারণ না হওয়ার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ঘুমানোর পূর্বে ছয় গ্রাম পরিমাণ পানি পান করবে।

আশানুরূপ বস্তু ক্রয় করার আমল

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠)

(সূরা বাকারা : ৬৮-৭০)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি কোনো যন্তু, পোশা, ফল বা অন্য কোনো বস্তু ক্রয় করার সময় উপরোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করবে, ইনশাআল্লাহ সে তা আশানুরূপ বস্তু ক্রয় করতে পারবে।

ঘুমন্ত ব্যক্তির গোপন রহস্য অবগত হওয়ার আমল

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٣)

(সূরা বাকারা : ৭২-৭৩)

বৈশিষ্ট্য : শরীয়ত সম্মত স্থানে এ আমলটি করলে ঘুমন্ত ব্যক্তির গোপন রহস্য অবগত হওয়া যায়।

গুপ্ত সম্পদের সন্ধান লাভের আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতদ্বয় (সূরা বাকারা : ৭২-৭৩) এবং সূরা শুআরা কাগজের উপর লিখে তা একটি বড় সাদা ঝুঁটিওয়ালা মোরগের গলায় ঝুলিয়ে দিবে। এরপর গুপ্ত সম্পদের সন্দেহের স্থানে মোরগটি ছেড়ে দিবে। মোরগটি যেখানে গিয়ে দাঁড়াবে সেখানেই গুপ্ত সম্পদ রক্ষিত আছে। তবে মোরগটি পরদিন মৃত্যুবরণ করবে। তাই নিরূপায় না হলে তদবীরটি করবে না।

চতুষ্পদ জন্তুর অসুস্থতার ঝাড়া

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতদ্বয় (সূরা বাকারা : ৭২-৭৩) জুমার দিন সূর্যোদয়ের সময় চল্লিশবার পড়ে বরনুফ কাঠের ছড়িতে ফুঁক দিবে। কোনো চতুষ্পদ জন্তু অসুস্থ হলে সেই ছড়িতে সাতবার থুথু দিয়ে এর দ্বারা জন্তুটিকে ঝাড়বে। শেষে পশুর উপরেও থুথু দিবে। ইনশাআল্লাহ জুন্তু সুস্থতা হয়ে যাবে।

মনের কঠোরতা দূর করার আমল

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

(সূরা বাকারা : ৭৪)

বৈশিষ্ট্য : যদি কারো অন্তর কারো প্রতি কঠোর হয়ে যায়, তখন একটি নতুন পবিত্র মাটির চাঁড়া নিয়ে তাতে সেই নিষ্ঠুর ব্যক্তির নাম লিখবে। সেই নামের পার্শ্বে কাঁচা মধু ও আঙ্গুরের সিরকা দ্বারা এ আয়াতটি লিখবে। এরপর ঐ লোক যে কূপ বা ঝর্ণার পানি পান করে, চাঁড়াটি সেই কূপ বা ঝর্ণায় ফেলে দিবে। ইনশাআল্লাহ তাকে দয়ালু পাবে।

বাদশাহকে দয়াবান পাওয়ার আমল

বৈশিষ্ট্য : যদি কোনো বাদশাহ জনগণের প্রতি কঠোর হয়, সেক্ষেত্রে উপরোক্ত আয়াতটি (সূরা বাকারা : ৭৪) একটি কাগজে লিখবে। তার সাথে বাদশার নাম ও তার মায়ের নাম লিখবে। এরপর সেই কাগজটি পাহাড়ের একটি উঁচু স্থানে রেখে দিবে। ইনশাআল্লাহ বাদশাহকে জনগণের প্রতি দয়াবান পাবে।

গাভীর দুধে বরকত হওয়ার আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতটি (সূরা বাকারা : ৭৪) পিতলের পাত্রে লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে দুধের গাভীকে পান করালে, ইনশাআল্লাহ দুধ বৃদ্ধি পাবে।

কূপের পানি বৃদ্ধি পাওয়ার আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতটি (সূরা বাকারা : ৭৪) ভাঙ্গা চাঁড়ায় লিখে কূপ বা ঝর্ণায় চাঁড়াটি নিক্ষেপ করলে, ইনশাআল্লাহ কূপ বা ঝর্ণার পানি বৃদ্ধি পাবে।

যালেমের জ্ঞান হরণ করার আমল

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَا اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(সূরা বাকারা : ৯৩)

বৈশিষ্ট্য : কোনো যালেম যদি নানাধরনের কুবুদ্ধি দ্বারা লোকদেরকে কষ্ট দেয়, তাহলে যালেমের বুদ্ধি নষ্ট করে লোকদেরকে তার কুচক্র থেকে রক্ষা করতে চাইলে, উপরোক্ত আয়াত শনিবার দিন কোনো মিষ্টি দ্রব্যের উপর লিখে তাকে ভোর বেলা খালি পেটে খাওয়াবে। এতে তার বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে যাবে। কোনো রকম চক্রান্ত করতে পারবে না।

যাদু ও বদ নযর দূর করার আমল

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ

بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا
شَرَوْا بِهٖٓ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (١٠٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ
خَيْرٌ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (١٠٣)

(সূরা বাকারা : ১০২-১০৩)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতটি তামার নতুন পাত্রে লিখে কুন্দূরের ধুনি দিয়ে পানিতে ধৌত করে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে পান করালে ও ঘরে ছিঁটিয়ে দিলে যাদুর আছর দূর হবে এবং সে ঘরে কারো উপর যাদু তাছির করবে না। যাদু বা বদনযরগ্রস্ত ব্যক্তিকে সে পানি দ্বারা গোসল করালে, ইনশাআল্লাহ যাদু বা বদনযর দূর হবে।

সময় মতো ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার আমল

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَآ
إِلٰٓى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

(সূরা বাকারা : ১২৫)

বৈশিষ্ট্য : কোনো এক বুযুর্গ বলেছেন, ঘুমানোর পূর্বে উক্ত আয়াত পড়ে ঘুমালে, যে সময় জাগ্রত হওয়ার ইচ্ছা ইনশাআল্লাহ সে সময় ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

অর্শ্ব রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا
مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا
مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ (١٢٩)

(সূরা বাকারা : ১২৭-১২৯)

বৈশিষ্ট্য : কোনো কোনো বুযুর্গ বলেছেন, কাঁচের প্লেটে উক্ত আয়াতসমূহ জাফরান ও গোলাপজল দ্বারা লিখে, কালো আঙ্গুরের রস দ্বারা ধৌত করে

তাতে কিছু কাহরুবা, (এক প্রকার গাছের রস) চিনি ও কিছু কর্পুল মিশিয়ে পান করলে অর্শ্ব রোগ আরোগ্য হয়।

শূল বেদনা, পক্ষাঘাত ও গ্যাসট্রিক আরোগ্য হওয়ার আমল

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهٗ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

(সূরা বাকারা : ১৪৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত শুল বেদনা, মুখ ঝলসানো ও গ্যাসট্রিক রোগ নিরাময়ে খুবই উপকারী। কেউ উক্ত রোগে আক্রান্ত হলে বার্নিশ করা একটি তামার পাত্র নিয়ে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে গোলাব ও জাফরান দ্বারা তাতে উক্ত আয়াতটি মেশক ও গোলাপজল দ্বারা লিখবে। এরপর পবিত্র পানি দ্বারা মুখ ধুয়ে সে পানি দ্বারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির চেহারা ধুয়ে দিবে। এরপর ধারাবাহিক তিন ঘন্টা পর্যন্ত উক্ত পাত্রে দিকে তাকিয়ে থাকবে। এভাবে তিন দিন এ আমলটি করলে তৎক্ষণাৎ উপকার পাবে।

আর শূল বেদনা ও গ্যাসট্রিকের রোগীর উপর ঐ পানি ছিটিয়ে দিলে, ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে। এ পানি অর্ধাঙ্গ রুগীর দেহে ছিটিয়ে দিলে, ইনশাআল্লাহ সেও শেফা লাভ করবে।

চুরি যাওয়া মাল ফেরত পাওয়া ও পলাতক ব্যক্তি ফিরে আসার আমল

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا إِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(সূরা বাকারা : ১৪৮)

বৈশিষ্ট্য : নতুন কাপড় গোল করে কেটে টুকরা বানিয়ে তাতে এ আয়াত লিখবে। এরপর তাতে চোর বা পলাতক ব্যক্তির নাম লিখে যে ঘর থেকে চুরি হয়েছে বা পালিয়েছে, সে ঘরের দেয়ালে পেরেক দ্বারা লাগিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ চুরি যাওয়া মাল অথবা পলাতক ব্যক্তি ফিরে আসবে।

সূচীপত্র

বিষাক্ত প্রাণী ধ্বংস করার আমল

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا
ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ

(সূরা বাকারা : ২৪৩)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত কালো কালি দ্বারা থালায় লিখে বরনুফের রস অথবা যায়তুন পাতার রস দ্বারা ধুয়ে ঘরে ছিটিয়ে দিলে, ঘরের সাপ, বিচ্ছুসহ যতো বিষাক্ত পোকামাকড় ও ছারপোকা আছে ইনশাআল্লাহ সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চারটি যায়তুন পাতায় লিখে ঘরের চার কোণায় চারটি পাতা পুঁতে দিলে, ইনশাআল্লাহ সে ঘরে কোনো মশা থাকবে না।

শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়া ও
নেতৃস্থানীয়দের থেকে সম্মান পাওয়ার আমল

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى إِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا
نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا
لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ

(সূরা বাকারা : ২৪৬)

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا
وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

(সূরা আলে ইরমান : ১৮১)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوْا
رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلٰٓى أَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ
وَّالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

(সূরা নিসা : ৭৭)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

(সূরা মায়েদা : ২৭)

বৈশিষ্ট্য : ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, কুরআনুল কারীমের উক্ত চারটি আয়াত, যার প্রত্যেকটিতে দশটি করে চার আয়াতে মোট চল্লিশটি 'কাফ' হরফ আছে, এ আয়াতগুলো দ্বারা সম্মান লাভ হয় এবং শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়া যায়। যুদ্ধের সময় পতাকার উপর এ আয়াতগুলো লিখে দিলে, কখনো যুদ্ধে পরাজিত হবে না। কাগজে লিখে আংটিতে বেঁধে হাকিম বা নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে গেলে, তাদের থেকে সম্মান লাভ করবে।

সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভ ও রিযিক বৃদ্ধির আমল

اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (٢٥٥) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٥٦) اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ (٢٥٧)

(সূরা বাকারা : ২৫৫-২৫৭)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর উক্ত আয়াতগুলো পড়বে, সে শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা ও অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে। দরিদ্র হলে ধনী হয়ে যাবে এবং সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমনভাবে রিযিক প্রাপ্ত হবে, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।

সকাল-সন্ধ্যা ঘরে প্রবেশের সময় ও শোয়ার সময় নিয়মিত পাঠ করলে চুরি,

পানিতে ডোবা ও আগুনে পোড়াসহ সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি, দুশ্চিন্তা এবং শংকা থেকে নিরাপদ থাকবে।

আয়াতগুলো মাটির পাত্রের টুকরায় লিখে খাদ্য-শস্যের স্তূপে রেখে দিলে, শস্যস্তূপ চুরি ও পোকা-মাকড় থেকে হেফাজত থাকবে এবং তাতে বরকত হবে।

কেউ উক্ত আয়াতগুলো লিখে দোকন বা বসবাসের ঘরে উঁচু স্থানে রেখে দিলে রিযিক বৃদ্ধি পাবে, ঘরের অধিবাসী কখনো ক্ষুধার্ত থাকবে না এবং সে দোকান বা ঘরে চুরি হবে না।

সফর বা ভয়-ভীতিকর স্থানে এ আয়াতগুলোর সাথে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস এবং قُلْ لَنْ يُّصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (সূরা তাওবা : ৫১) এ আয়াতটি পড়ে নিজের চার দিকে একটি বৃত্ত টেনে দিলে, ইনশাআল্লাহ ক্ষতিকর কোনো জীব-জন্তু সেখানে পৌঁছতে পারবে না। মানুষ বা জ্বিন তার কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না।

শত্রু দমনের আমল

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ

(সূরা বাকারা : ২৬৪)

বৈশিষ্ট্য : যদি শত্রু খুব যালেম হয় আর তার ক্ষতি করা শরীয়তসম্মত হয়, তাহলে শনিবার দিন এক টুকরা কাঁচা চাঁড়া বানাবে এবং সেদিনই কোনো পুরাতন কবরস্থান ও বিরাণ ঘর থেকে কিছু মাটি সংগ্রহ করবে। আর কিছু মাটি এমন খালি ঘর থেকে সংগ্রহ করবে, যে ঘরের অধিবাসী ইন্তেকাল করেছে।

এ তিন প্রকার মাটি সংগ্রহ করার পর উপরোক্ত আয়াতটি চাঁড়ার উপর লিখে চাঁড়াটি খুব মিহিন করে পিষবে। এরপর ঐ তিন প্রকার মাটির সাথে মিশিয়ে শুক্রবার দিন সকালে শত্রুর ঘরে ছিটিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ শত্রু ধ্বংস হয়ে যাবে।

চর্ম রোগ নির্মূল হওয়ার আমল

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

(সূরা বাকারা : ২৬৬)

বৈশিষ্ট্য : চর্ম রোগের উপর উক্ত আয়াত লিখে দিলে, ইনশাআল্লাহ চর্ম রোগ নির্মূল হয়ে যাবে।

জ্বিনের আছর ও
বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার আমল

الٓمّٓ (١) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (٢) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ (٣) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ

(সূরা আলে ইমরান : ১-৪)

বৈশিষ্ট্য : মেশ্‌ক, জাফরান ও গোলাব জল দ্বারা উক্ত আয়াতগুলো লিখে সূর্যোদয়ের পূর্বে কাটা একটি কুঞ্চির মধ্যে ভরে মোম দ্বারা মুখ বন্ধ করে বাচ্চার গলায় বেঁধে দিলে, জ্বিন ভূতের আছর দূর হবে এবং যাবতীয় বিপদাপদ মুক্ত থাকবে।

নিজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও
শত্রু থেকে নিরাপদ থাকার আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতগুলো (সূরা আলে ইমরান : ১-৪) হরিণের পাতলা চামড়ায় চিকন কলম দ্বারা লিখে আংটির পাথরের নিচে রেখে ওযুর সাথে উক্ত আংটি পরিধান করে সভা-সমাবেশে গেলে, খুব ইজ্জত-সম্মান লাভ করবে। সব সময় ব্যবহার করলে মানুষের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং শত্রু থেকে নিরাপদ থাকবে।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ
فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشٰبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ
وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا
يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ (٧) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ
رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ (٨) رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (٩)

(সূরা আলে ইমরান : ৭-৯)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও তীক্ষ্ণ মেধা লাভের জন্য খুবই উপকারী। জুমার দিন সবুজ রং এর কাগজে জাফরান ও গোলাব জল দ্বারা আয়াতগুলো লিখে প্রবাহমান নদীর পানি দ্বারা ধুয়ে সে পানি সাত জুমা পর্যন্ত সূর্যোদয়ের পূর্বে খালি পেটে পান করবে। আর সে দিনগুলোতে কোনো প্রকার সন্দেহযুক্ত খাবার ও কোনো প্রকার গোশত খাবে না, ইনশাআল্লাহ আশা পূর্ণ হবে।

সম্পদে প্রাচুর্যতা আনয়ন ও দারিদ্রতা দূর হওয়ার আমল

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧)

(সূরা আলে ইমরান : ২৬-২৭)

বৈশিষ্ট্য : প্রত্যেক ফরয ও নফল নামাযের পর এবং শোয়ার সময় উক্ত আয়াত দুটি বেশি বেশি পড়লে, রুযি রোজগারে বরকত হবে, সম্পদে উন্নতি হবে এবং দারিদ্রতা দূর হবে।

দূর্লভ ও গুপ্ত বিদ্যা অর্জনের আমল

বৈশিষ্ট্য : কেউ যদি কোনো দূর্লভ ও গুপ্ত বিদ্যা অর্জন করতে চায়, তাহলে প্রথমে গোসল করবে। একাধারে চল্লিশদিন রোযা রাখবে এবং সন্দেহমুক্ত হালাল খাদ্য দ্বারা ইফতার করবে। প্রতি রাতে শোয়ার সময় সূরা وَالشَّمْسِ সূরা وَاللَّيْلِ সূরা وَالضُّحَى সূরা أَلَمْ نَشْرَحْ এবং উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয় (সূরা আলে ইমরান : ২৬-২৭) সাতবার করে পড়বে। তারপর দরূদ শরীফ পড়ে দোয়া করবে, হে আল্লাহ! অমুক বিদ্যা যা অধিকাংশ মাখলুক থেকে লুক্কায়িত, তা লাভ করা আমার জন্য সহজ করে দিন। ইনশাআল্লাহ জাগ্রত অবস্থায় অথবা স্বপ্নে কেউ তাকে এ গুপ্ত বিদ্যা জানিয়ে দিবে।

গুপ্তধন প্রাপ্তির আমল

বৈশিষ্ট্য : যদি কেউ গুপ্ত ধনের সন্ধান লাভ করতে চায়, তাহলে উপরোক্ত আয়াতদ্বয় (সূরা আলে ইমরান : ২৬-২৭) মেশক, জাফরান দ্বারা তামার

পাত্রে লিখবে। সবুজ হরিতকী এবং কোনো একটি সবুজ পাকা ফলের রস দ্বারা অক্ষরগুলো ধৌত করে কালো হাঁস বা মুরগীর পিত্ত এবং পাঁচ মেছকাল পরিমাণ ইস্পাহানী সুরমা নিয়ে উক্ত পানির সাথে খুব ভালোভাবে মিশ্রিত করে পিষবে, যাতে সবকিছু মিলে সুরমার মতো হয়ে যায়। আর পিষার কাজ রাতের বেলা করবে, যাতে রোদ না লাগতে পারে। যখন মিশানো বস্তুগুলো সুরমার মতো হয়ে যাবে, তখন তা একটি কাঁচের শিশিতে রেখে দিবে। এরপর 'আবনুস' গাছের কাঠি দ্বারা তা ব্যবহার করবে।

ব্যবহার পদ্ধতি : এ আমল সাত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত করবে। প্রতি বৃহস্পতিবার দিনের বেলা রোযা রাখবে। দিবাগত রাতের অর্ধ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর দরূদ শরীফ ইস্তিগফারসহ উক্ত আয়াত সত্তুর বার পাঠ করবে। তারপর আবনুসের কাঠি দ্বারা তৈরীকৃত সুরমা প্রথমে ডান চোখে তারপর বাম চোখে তিন বার করে ব্যবহার করবে।

এ নিয়মে আমলকারী কয়েকজন গায়েবী জীবাত্মাকে দেখতে পাবে, আমলকারী তাদের কাছে যা কিছু জানতে চাইবে, তারা তা বলে দিবে।

দুনিয়া ও আখেরাতের সামান ঠিক রাখার আমল

বৈশিষ্ট্য : اَلْمُلْكِ শব্দটির অক্ষরগুলি اَلْ مُ لْ كِ। এভাবে পৃথক করে লিখবে। এরপর প্রতিদিন উপরোক্ত আয়াতদ্বয় (সূরা আলে ইমরান : ২৬-২৭) চল্লিশ বার পড়বে। প্রত্যেকবার পড়ার পর اَلْمُلْكِ শব্দের মধ্যের অক্ষর (مُ) দেখবে। এ নিয়ম পালন করলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য দ্বীন দুনিয়ার সকল কাজ ঠিক করে দিবেন এবং সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে দিবেন।

গর্ভ রক্ষার আমল

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)

(সূরা আলে ইমরান : ৩৫-৩৭)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত গর্ভ রক্ষা, বাচ্চা বিপদাপদ এবং বদনজর থেকে নিরাপদ থাকার জন্য উপকারী। গোলাবজল ও জাফরান দ্বারা হরিণের পাতলা চামড়ার উপর উক্ত আয়াতগুলো লিখে গর্ভবতী মহিলার ডান পাঁজরে (পেটের নিচে যেখানে হাড্ডি নেই) বেঁধে দিবে। প্রসব হওয়া পর্যন্ত বেঁধে রাখবে। ইনশাআল্লাহ গর্ভবতী সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

শিশুর কান্নাকাটি ও ভয়ভীতির প্রতিকার এবং মায়ের দুধ বৃদ্ধির আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতগুলো (সূরা আলে ইমরান : ৩৫-৩৭) মেশক ও জাফরান দ্বারা লিখে, তামা বা লোহার তাবিজে ভরে শিশুর গলায় বেঁধে দিলে, শিশু কান্নাকাটি করা, ভয়ভীতি পাওয়া এবং দুস্বপ্ন দেখা থেকে নিরাপদ থাকবে। সামান্য দুধেই তৃপ্ত হবে। মায়ের দুধ কম হলে বৃদ্ধি পাবে। শিশু দ্রুত বেড়ে উঠবে।

ব্যবসায় উন্নতি লাভের আমল

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٧٣) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٧٤)

(সূরা আলে ইমরান : ৭৩-৭৪)

বৈশিষ্ট্য : বৃহস্পতিবার দিন ওযু অবস্থায় কোনো সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জামার টুকরায় এ আয়াত লিখে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, বাড়িতে বা বেচাকেনার জায়গায় ঝুলিয়ে দিলে ব্যবসায় খুব উন্নতি হবে।

বেকারত্ব দূর হওয়া ও বিয়ের প্রস্তাব মঞ্জুর হওয়ার আমল

বৈশিষ্ট্য : বেকার লোক উপরোক্ত আয়াত কাগজে লিখে বাহুতে বেঁধে রাখলে, তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, বেকারত্ব সমস্যা দূর হবে। কোথাও বিবাহের প্রস্তাব পেশ করার পর প্রস্তাবকারী উক্ত আয়াত লিখে বাহুতে বেঁধে রাখলে প্রস্তাব মঞ্জুর হবে।

হাঁপানী ভালো হওয়ার আমল

يُرْجَعُوْنَ (٨٣) قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (٨٤) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ (٨٥)

(সূরা আলে ইমরান : ৮৩-৮৫)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতগুলো হাঁপানী বা শ্বাস কষ্ট রোগীর জন্য খুবই উপকারী। মাটির নতুন পাত্রে এ আয়াতগুলো লিখে বৃষ্টির পানি বা যে কূপের পানি খুব ঠাণ্ডা, মিষ্ট এবং রোদ পড়ে না, এমন কূপের পানি দ্বারা ধৌত করে হাঁপানী রোগীকে পান করালে ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে।

কাউকে আসক্ত করার আমল

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (١٠٣) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (١٠٤)

(সূরা আলে ইমরান : ১০৩-১০৪)

বৈশিষ্ট্য : শুক্ল পক্ষের সোমবার দিন হরিণের পাতলা চামড়ায় তুঁতের (এক প্রকার ফল) নির্যাস দ্বারা উক্ত আয়াতদ্বয় লিখবে। তারপর يَا مُؤَلِّفَ الْقُلُوْبِ اَلِّفْ بَيْنَ فُلَان فُلَان লিখবে। প্রথম فُلَانٌ এর স্থানে ব্যবহারকারীর নাম আর দ্বিতীয় فُلَانٌ এর স্থানে যাকে আসক্ত করা উদ্দেশ্য তার নাম লিখে বাহুতে বাঁধলে, সে ব্যক্তি আসক্ত হয়ে যাবে।

উভয়ের মাঝে শত্রুতা থাকলে পরস্পর বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। অসন্তুষ্ট থাকলে সহানুভূতিশীল হবে। ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

কোনো বক্তা উক্ত আয়াতগুলো লিখে ব্যবহার করলে তার ওয়াজ শ্রুতার উপর খুব তাছির হবে।

শত্রুর উপর জয়লাভ করার আমল

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ إِلَّآ أَذًى وَإِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ (١١١) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ (١١٢)

(সূরা আলে ইমরান : ১১১-১১২)

বৈশিষ্ট্য : শনিবারদিন ছয় ঘটিকার সময় উক্ত আয়াতদ্বয় তরবারি, নেজা, বন্দুক বা অন্য কোনো হাতিয়ারের উপর খোদাই করে লিখবে। লিখক সেদিন রোযা রাখতে হবে। তারপর এ হাতিয়ার নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করলে ইনশাআল্লাহ জয় লাভ করবে।

জ্বিন ও জালেম বাদশার ভয় থেকে নিরাপদ থাকার আমল

إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١٢٢) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (١٢٣) إِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ أَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ (١٢٤) بَلٰى إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ (١٢٥) وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (١٢٦)

(সূরা আলে ইমরান : ১২২-১২৬)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত জালেম বাদশা, শত্রু এবং রাতের বেলা জ্বিন বা মানুষের ভয় থেকে নিরাপদ থাকার জন্য উপকারী। জুমার রজনীতে অর্ধ রাতের সময় ওযুর সাথে উক্ত আয়াতগুলো লিখবে। ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নামাযের স্থানে যিকির-আযকার ও তাসবীহ পাঠে মগ্ন থাকবে। সূর্যোদয়ের পর দুই রাকাত নফল নামায পড়বে।

নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত (اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ

أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ) তিলাওয়াত করবে। এরপর সাতবার ইস্তিগফার, সাতবার حَسْبِيَ اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (সূরা তাওবা : ১২৯) পড়বে। অতঃপর নতুন ওযু করে উপরোক্ত আয়াত লিখে নিজের নিকট রাখলে ইনশাআল্লাহ আশা পূরণ হবে, ভয়ভীতি দূর হবে।

মানসিক উগ্রতা, যুলুম ও শত্রুতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (١٣٤) وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (١٣٥) أُولٰئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ (١٣٦)

(সূরা আলে ইমরান : ১৩৪-১৩৬)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো উগ্র মেযাজ, ক্রোধ, জালেম বাদশা ও জাহেল দুশমন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপকারী। আয়াতগুলো জুমার রাতে এশার নামাযের পর কাগজে লিখে শরীরে বেঁধে সকাল বেলা যাদের নিকট যাবে, ইনশাআল্লাহ তাদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাবে।

নাক থেকে রক্ত পড়া, রক্তস্রাব নিরাময়ের আমল

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ

(সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতটি লিখে নাক দিয়ে রক্তপড়া রোগীর নাকের উপর দুই চোখের মধ্যখানে বেঁধে দিলে, ইনশাআল্লাহ রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

কোনো মহিলার অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক রক্তস্রাব হলে, উক্ত আয়াত টুকরা কাগজে লিখে এক টুকরা তার আঁচলের উপরের দিকে এক টুকরা নিচের দিকে এবং এক টুকরা নাভির নিচে বেঁধে দিলে, ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করবে।

জালেম হাকিম থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ (١٧٤)

(সূরা আলে ইমরান : ১৭৩-১৭৪)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি উক্ত আয়াত এক টুকরা কাগজে লিখে আংটির নাগিনার নিচে রেখে সে আংটি পরিধান করে কোনো জালেম বাদশার নিকট যাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সে জালেম বাদশার অনিষ্টতা থেকে হেফাযত করবেন।

ঈমান মজবুত করা ও অন্তর পবিত্র করার আমল

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ (١٩٢) رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (١٩٣) رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (١٩٤)

(সূরা আলে ইমরান : ১৯০-১৯৪)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি সর্বদা উক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করবে, তার ঈমান

মজবুত হবে, অন্তর পবিত্র হবে, দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও অপমানিত অপদস্থ হবে না।

কাঠের পাত্রে লিখে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে পান করলে, রাতের বেলা যখন জাগ্রত হতে চায় তখনই চোখ খোলে যাবে।

তর্কে জয়লাভ করার আমল

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (١٧٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (١٧٥)

(সূরা নিসা : ১৭৪-১৭৫)

বৈশিষ্ট্য : প্রতিপক্ষের সাথে তর্কে বিজয়ী হওয়ার জন্য রবিবার দিন রোযা রেখে এক টুকরা চামড়ায় উক্ত আয়াত লিখে নিজের শরীরে বেঁধে নিবে।

বর কনে গোলাব জল ও জাফরান দ্বারা লিখে পাগড়ি অথবা সামনের চুলের সাথে বেঁধে নিলে, খুব সম্মান ও আদর পাবে।

সুস্থতা, নিরাপত্তা ও অল্পতুষ্টি লাভের আমল

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٨) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَّلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَّنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٩) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَّآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ (٢٠) يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢١)

(সূরা মায়েদা : ১৮-২১)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি একাধারে সাতদিন উক্ত আয়াতগুলো সূর্যোদয়ের পূর্বে ডান হাতের তালুতে লিখে জিহ্বা দ্বারা চেটে খাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থতা, নিরাপত্তা, অল্পতুষ্টি, সবর, হৃদয়ের কোমলতা ও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে দিবেন।

স্থূল বুদ্ধি ও জুলুম থেকে মুক্তি লাভের আমল

قُلْ يَآ أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ اٰمَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُوْنَ (٥٩) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ (٦٠)

(সূরা মায়েদা : ৫৯-৬০)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত জালেমের জুলুম এবং স্থূল বুদ্ধি থেকে মুক্তির জন্য খুবই উপকারী। কোনো জালেম যদি অন্যায়ভাবে কারো উপর অত্যাচার করে, সবর এর নীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও তার অত্যাচর বন্ধ না হয়, তাহলে বৃহস্পতিবার দিন রোযা রেখে এশার নামাযের পর কোনো ওয়াক্ফকৃত ঘরের এক মুষ্টি মাটি নিয়ে উক্ত আয়াতদ্বয় ত্রিশবার পাঠ করে মাটিতে ফুঁক দিবে। তারপর সে মাটি জালেমের ঘরে নিক্ষেপ করলে, তার জান মালের তামাশা দেখতে পাবে।

অবৈধ ঐক্য বানচাল করে দেয়ার আমল

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (٦٤)

(সূরা মায়েদা : ৬৪)

বৈশিষ্ট্য : অসৎ উদ্দেশ্যে একমত হওয়া কোনো জনসমষ্টির মাঝে বিভেদ সৃষ্টি বা অবৈধ ঐক্য বানচাল করতে হলে, প্রথমে তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বয়স্ক এবং যে সবচেয়ে কম বয়স্ক এমন ব্যক্তির মাথার কিছু চুল সংগ্রহ করে আগুনে জ্বালিয়ে ছাই করে নিবে। তারপর একটি পবিত্র পাত্রে উক্ত আয়াত লিখবে এবং তা হারমালার পাতার নির্যাস দ্বারা ধুয়ে সে পানি এবং চুল পোড়ানো ছাইগুলো তাদের সমাবেশস্থলে রেখে দিবে, ইনশাআল্লাহ তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হবে এবং অবৈধ ঐক্য বানচাল হয়ে যাবে। তারা কখনো একত্রিত হতে পারবে না।

রিযিকে বরকত হওয়ার আমল

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١١٢) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (١١٣) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤)

(সূরা মায়েদা : ১১২-১১৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো রিযিকে প্রশস্ততা, বরকত লাভ ও ক্ষুধা নিবারণের জন্য খুবই উপকারী। ওযুর সাথে আয়াতগুলো ঝাউ কাঠের পাত্রে লিখে নিজের কাছে রাখবে। প্রয়োজনের সময় এ পাত্রে পানি ভরে যে ঘর, ক্ষেত বা বাগানে বরকত অর্জন করার উদ্দেশ্য, সেখানে ছিটিয়ে দিবে। একাধারে তিন সপ্তাহ সে পানি পান করলে, ইনশাআল্লাহ জান-মালে বরকত হবে।

গরু-ছাগল সর্বপ্রকার বালা-মুসীবত মুক্ত থাকার আমল

বৈশিষ্ট্য : পুরো সূরা আনআম লিখে গরু-ছাগলের গলায় বেঁধে দিলে, গরু-ছাগল সর্বপ্রকার বালা-মুসীবত থেকে মুক্ত থাকবে।

শরীর ব্যথা ও বালা-মুসীবত দূর হওয়ার আমল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (١)

(সূরা আনআম : ১)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা সাতবার পড়ে শরীরে হাত বুলালে, ইনশাআল্লাহ শরীরের সর্বপ্রকার ব্যথা এবং যাবতীয় বালা-মুসীবত দূর হয়ে যাবে।

ক্রোধ ও দুশ্চিন্তা দমন এবং পিপাসা নিবারণের আমল

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣)

(সূরা আনআম : ১৩)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত মেযাজ শান্ত করা, ক্রোধ ও দুশ্চিন্তা দমন করা এবং পিপাসা নিবারণের জন্য উপকারী। ক্রোধ অবস্থায় দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে আর বসা থাকলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং বেশি বেশি এ আয়াত পড়তে থাকবে।

পার্শ্ব ব্যথা ও দুশ্চিন্তা মুক্তির আমল

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٧) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ (١٨)

(সূরা আনআম : ১৭-১৮)

বৈশিষ্ট্য : কারো পার্শ্ব ব্যথা, বুক বা হাতে ব্যথা হলে উক্ত আয়াত কাগজে লিখে তাবিজরূপে ব্যবহার করলে ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে। আর কেউ কোনো কারণে বা বিনা কারণে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে, শোয়ার সময় উক্ত আয়াত সাতবার পড়ে ঘুমাবে, তাহলে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নিজেকে দুশ্চিন্তা মুক্ত মনে হবে।

চক্ষু রোগ নিরাময়ের আমল

إِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ (٣٦)

(সূরা আনআম : ৩৬)

বৈশিষ্ট্য : দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বা কোনো অঙ্গ শিথিল হয়ে গেলে একাধারে তিনদিন রোযা রাখবে। প্রতিদিন দুধ ও চিনি দ্বারা ইফতার করবে এবং অর্ধ রজনীতে উঠে পিতলের কলম দ্বারা জাফরান ও গোলাব জলসহ রোগী স্বয়ং নিজের ডান হাতে উক্ত আয়াত লিখবে বা অন্যের দ্বারা লিখিয়ে চেটে খাবে। ইনশাআল্লাহ দৃষ্টিশক্তি বা অঙ্গ শৈথিল্য ভালো হয়ে যাবে।

জালেম বরবাদ হওয়ার আমল

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰۤى إِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ أُوْتُوْۤا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ (٤٤) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (٤٥)

(সূরা আনআম : ৪৪-৪৫)

বৈশিষ্ট্য : জালেমের ঘর বিরান বা তার দলকে বিক্ষিপ্ত করতে হলে, উপরোক্ত আয়াত জবাইকৃত পশুর পুরনো হাড়ের উপর লিখে তা একেবারে মিহিন করে পিষে জালেমের ঘরে ফেলে দিবে।

মশা-মাছি দমন করার আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াত (সূরা আনআম : ৪৪-৪৫) রায়হান (সুগন্ধিযুক্ত এক প্রকার সবুজ ঘাস) ফলের রস দ্বারা পিতলের প্লেটে লিখবে। অতঃপর এশা থেকে ফজর পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখা জিরার পানি দ্বারা ধুয়ে যে ঘরে মশা-মাছি বা ছারপোকার উপদ্রব বেশি সে ঘরে ছিটিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ ঘরের সমস্ত মশা-মাছি এবং ছারপোকা দূর হয়ে যাবে।

সন্দেহযুক্ত গোপন বিষয় জানার আমল

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ
إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٥٩)
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ
أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٦٠) وَهُوَ الْقَاهِرُ
فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا
يُفَرِّطُونَ (٦١) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

(সূরা আনআম : ৫৯-৬২)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতসমূহ রেশমী কাপড়ে লিখে মাথার পাশে রেখে শুয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করবে, 'হে আল্লাহ! আমার অমুম গোপন বিষয় অবগত হওয়া প্রয়োজন, আপনার নিজ রহমতে আমাকে সে বিষয় স্বপ্নে জানিয়ে দিন।' ইনশাআল্লাহ স্বপ্নে সে বিষয়ের প্রকৃত তথ্য দেখতে পাবে।

আশ্চর্য সংবাদ জানার আমল

বৈশিষ্ট্য : কোনো আশ্চর্য সংবাদ জানতে চাইলে উপরোক্ত আয়াত (সূরা আনআম : ৫৯-৬২) ওযুর সাথে লিখে বাহুতে বেঁধে পবিত্র বিছানায় ঘুমিয়ে যাবে। সকাল বেলা সর্বপ্রথম যার সাথে দেখা হবে সে যে কোনো আশ্চর্য সংবাদ শোনাবে।

সমুদ্র শান্ত হওয়ার আমল

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ (٦٣) قُلِ اللهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ (٦٤)

(সূরা আনআম : ৬৩-৬৪)

বৈশিষ্ট্য : সমুদ্রে যদি ঝড় তুফান দেখা দেয়, তাহলে উক্ত আয়াত লিখে সমুদ্রে ফেলে দিবে। ইনশাআল্লাহ শান্ত হয়ে যাবে।

চোর শনাক্ত করা ও পলাতক ফিরে আসার আমল

قُلْ أَنَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗ أَصْحَابٌ يَّدْعُوْنَهٗ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدٰى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (٧١)

(সূরা আনআম : ৭১)

বৈশিষ্ট্য : যদি কারো কোনো কিছু চুরি হয়ে যায় অথবা কেউ পালিয়ে যায়, তাহলে পুরাতন মশকের টুকরা বা শুকনো কদুর ছালে পুরকার (অংকনযন্ত্র) দ্বারা বৃত্ত টেনে বৃত্তের ভিতরে উক্ত আয়াত লিখবে। বৃত্তের বাইরে মায়ের নামসহ চোর বা পলাতক ব্যক্তির নাম লিখবে। এরপর মানুষ চলাচল করে না এমন জায়গায় তা পুঁতে রাখবে। ইনশাআল্লাহ চোর বা পলাতক ব্যক্তি পেরেশান হয়ে ফিরে আসবে।

লোকদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা লাভের আমল

وَكَذٰلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ (٧٥) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأٰى كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِيْنَ (٧٦) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَأَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ (٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّآ أَفَلَتْ

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (٧٨) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٩)

(সূরা আনআম : ৭৫-৭৯)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াত সুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, সঠিক বুঝ, শান্তি-নিরাপত্তা, নেতৃস্থানীয় ও সর্বসাধারণের কাছে সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা, কথা, আলোচনা, তর্ক বিতর্কে বিজয়ী হওয়ার জন্য উপকারী।

গোলাব জল ও জাফরান দ্বারা চীনামাটির পাত্রে উক্ত আয়াত লিখে নদীর পানি দ্বারা ধুয়ে পান করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, ইনশাআল্লাহ তা সঠিক সিদ্ধান্তই হবে।

উক্ত আয়াত কাঁচের পাত্রে গোলাব জল ও জাফরান দ্বারা লিখে খাঁটি মধু দ্বারা ধুয়ে সাথে ইস্পাহানী সুরমা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে চোখে ব্যবহার করলে, নেতৃস্থানীয় ও জনসাধারণের দৃষ্টিতে সম্মানিত ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে উঠবে।

উনিশবার জোশ দেয়া হয়েছে এমন গোলাব জল এবং জাফরান দ্বারা উক্ত আয়াত লিখে 'আবে আস' দ্বারা ধুয়ে চার বুধবার দিনের শুরুতে পান করলে, ইনশাআল্লাহ আমলকারী কথা, আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হবে।

শত্রু বরবাদ হওয়ার আমল

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَآئِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمُ
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ
تَسْتَكْبِرُوْنَ (٩٣) وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَا
خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيْكُمْ
شُرَكَآءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ (٩٤)

(সূরা আনআম : ৯৩-৯৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত শত্রুকে বরবাদ ও তার ঘর বিরান করে দেয়ার জন্য উপকারী। কেউ যদি শত্রুর শত্রুতায় অতিষ্ঠ হয়ে যায়, তাহলে রবিবার দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে বেত গাছের তিনটি পাতা এমনভাবে সংগ্রহ করবে যেন কেউ তাকে না দেখে। তারপর প্রত্যেক পাতায় একদিকে উক্ত আয়াত লিখবে আর অপর দিকে শত্রুর নাম লিখবে। খেয়াল রাখবে, লিখার সময়ও যেন কেউ না

সূচীপত্র

দেখে। তারপর প্রতিদিন একটি করে পাতা তার খাওয়ার পানিতে দিয়ে দিবে বা তার ঘরের কোনো এক স্থানে রেখে দিবে।

শস্যক্ষেত ও বাগান হেফাযতের আমল

إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ (٩٥)

(সূরা আনআম : ৯৫)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত পবিত্র পাত্রে জাফরান এবং কাফুর দ্বারা লিখে কুপের পানি দ্বারা ধৌত করবে। তারপর সে পানিগুলোতে বীজ দানা বা বিচি ভেজানোর পর বপন করবে। বা সে পানিগুলো গাছের গোড়ায় ঢেলে দিবে। ইনশাআল্লাহ গাছের চারা ভালো হবে, কীট পতঙ্গ থেকে হেফাজত থাকবে, ফলন ভালো ও মিষ্টি হবে।

নৌকা বা জাহজ নিরাপদ থাকার আমল

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (٩٦) وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٩٧)

(সূরা আনআম : ৯৬-৯৭)

বৈশিষ্ট্য : জুমার দিন ওযুর সাথে সেগুন বা অন্য যে কোনো কাঠের উপর উক্ত আয়াত লিখে নৌকা বা জাহাজের সামনের অংশে বেঁধে দিলে সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

প্রয়োজন পূরণ ও

মান-সম্মান বৃদ্ধির আমল

উপরোক্ত আয়াত (সূরা আনআম : ৯৬-৯৭) স্ত্রী নেই এমন ব্যক্তির আংটির নাগিনার উপর খোদাই করে পরিধান করলে সর্বপ্রকার প্রয়োজন পূরণ হবে। জনসাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা, ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

গাছ ও ফলে বরকত হওয়ার আমল

وَهُوَ الَّذِيْٓ أَنْشَأَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ

يَفْقَهُوْنَ (٩٨) وَهُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَّمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَّجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اُنْظُرُوْا إِلٰى ثَمَرِهٖ إِذَا
أَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ إِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٩٩)

(সূরা আনআম : ৯৮-৯৯)

বৈশিষ্ট্য : জুমার দিন সূর্য একটু উদিত হওয়ার পর প্রথম বের হওয়া খেজুরের থোকার খোসার উপর উক্ত আয়াতটি লিখে যে কূপ থেকে সেচ দেয়া হয় সেই কূপের পানিতে ফেলে দিবে। তারপর সেই পানি গাছে এবং ফলে দিবে। এতে গাছ এবং ফলে বরকত হবে। ফলের পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পাবে। মানুষ ও জ্বিনের বদনজর থেকে হেফাযত থাকবে।

তুফানের তীব্রতা ও
দুষ্ট লোকের দৃষ্টি এড়ানোর আমল

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

(সূরা আনআম : ১০৩)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত বেশি বেশি পাঠ করলে তুফানের তীব্রতা কমে আসে এবং দুষ্ট লোকের দৃষ্টি এড়ানো যায়।

গোপন রহস্য জানার আমল

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمَاتِ
لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٢٢)

(সূরা আনআম : ১২২)

বৈশিষ্ট্য : আরবী বর্ণমালার সাতটি বর্ণ যা সূরা ফাতিহায় একত্রিত হয়েছে, তা উক্ত আয়াতেও একত্রিত হয়েছে। তা হলো, ث ، ج ، خ ، ز ، ش ، ف ، ظ

শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন, خ এর জন্য রবিবার দিন এবং উক্ত আয়াত। ش এর জন্য সোমবার দিন এবং আল্লাহ তাআলার শাকের নাম। ز এর জন্য মঙ্গলবার দিন এবং যাকি নাম। ظ এর জন্য বুধবার দিন এবং জাহের নাম।

ث এর জন্য বৃহস্পতিবার দিন এবং সাবেত নাম। ج এর জন্য জুমার দিন এবং জাব্বার নাম। ف এর জন্য শনিবার দিন এবং ফাতিহা নাম খাস।

কেউ যদি কোনো বিস্ময়কর গোপন রহস্য জানতে চায়, তাহলে প্রথমে সাতটি রোযা রাখবে এবং রোযা চলাকালে কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ায় মগ্ন থাকবে। রোযার শেষ তিন দিন ঠান্ডা পানি দ্বারা গোসল করে যিকিরে মগ্ন থাকবে। ফজরের নামায পড়ে সূরা ইয়াসীন, সূরা ত্বহা, সূরা তাবারাকাল্লাযী এবং দরূদ শরীফ পড়ে উক্ত আয়াত বা নাম যা প্রত্যেক দিনের সাথে খাস করে দেয়া হয়েছে, সাতবার পড়বে। ইনশাআল্লাহ সে আরাধ্য গোপন রহস্য জানতে পারবে।

দু'আ কবুল হওয়ার আমল

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

(সূরা আনআম : ১২৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতে اَللّٰهُ শব্দটি দুই বার মিলিতভাবে এসেছে, এ দুই আল্লাহ শব্দের মাঝে মনে মনে যে দুআ করা হোক না কেনো তা অবশ্যই কবুল হবে।

ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও চতুস্পদ জন্তু বিপদাপদ মুক্ত থাকার আমল

وَهُوَ الَّذِيْٓ أَنْشَأَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (١٤١)

(সূরা আনআম : ১৪১)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত যায়তুন গাছের তক্তার উপর লিখে বা খোদাই করে বাগানের দরজায় লাগিয়ে দিলে ফলন খুব ভালো হবে। আর জবাই করা ভেড়ার চামড়ায় লিখে কোনো চতুস্পদ জন্তুর গলায় বেঁধে দিলে, জন্তুর সৌন্দর্য বাড়বে এবং সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

আয়-রোজগারে স্বচ্ছলতা আসার আমল

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (١٠)

(সূরা আরাফ : ১০)

বৈশিষ্ট্য : আয়-রোজগার বৃদ্ধির জন্য জুমার দিন যখন সবাই নামায থেকে ফারেগ হয়ে যাবে, তখন উক্ত আয়াত লিখে দোকানে বা বাড়িতে রেখে দিলে আয়-রোজগার বৃদ্ধি পাবে।

তাওবা নসীব হওয়ার আমল

يَا بَنِيٓ اٰدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (٢٦)

(সূরা আরাফ : ২৬)

বৈশিষ্ট্য : বৃহস্পতিবার নতুন জামা পরিধান করে শোকর আদায়ের নিয়তে দুই রাকাত নামায আদায় করবে। তারপর উক্ত আয়াত কাঁচের পাত্রে চামেলী তেল দ্বারা লিখে গোলাব জল দ্বারা ধুয়ে উক্ত তেল চেহারায় মাখবে। এরপর যয়তুন পাতায় উক্ত আয়াত লিখে জামার কলারে ধারণ করলে ইনশাআল্লাহ জামা পরিধানকারী তাওবা ও ইবাদত আনুগত্যের তাওফীক লাভ করবে।

বিষক্রিয়া, বদনজর ও
যাদুর ক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল

يَا بَنِيٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٣٢) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٣٣)

(সূরা আরাফ : ৩১-৩৩)

বৈশিষ্ট্য : হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, উক্ত আয়াত

বদনজর দূর করার জন্য খুব উপকারী। যাদু, বদনজর ও বিষক্রিয়া ইত্যাদি দূর করার জন্য এ আয়াত সবুজ আঙ্গুরের রস ও জাফরান দ্বারা লিখে শিলাবৃষ্টির পানিতে ধুয়ে গোসল করলে বদনজর ও যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশিয়ে খেলে যাদুমন্ত্র ও বিষক্রিয়া এবং বদনজর থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

শত্রুর বন্দিত্বের মেয়াদ বৃদ্ধি করার আমল

قَالَ ادْخُلُوا فِيٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰٓ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ (٣٨)

(সূরা আরাফ : ৩৮)

বৈশিষ্ট্য : কারো শত্রু যদি জেলখানায় বন্দী থাকে এবং তার বন্দিত্বের মেয়াদ বৃদ্ধি করার শরীয়তসম্মত প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে লাল বর্ণের ছাগল ছানার পাতলা চামড়ায় উক্ত আয়াত এবং সে ব্যক্তি ও তার মায়ের নাম লিখবে। এরপর সে যে জেলখানায় বন্দী আছে সে জেলখানার দরজায় দাফন করে দিলে শত্রুর বন্দিত্বের মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে।

দ্বন্দ্ব মীমাংসা হওয়ার আমল

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُوْدُوْٓا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٤٣)

(সূরা আরাফ : ৪৩)

বৈশিষ্ট্য : নতুন কাটা কলম দ্বারা উক্ত আয়াত মিষ্টিদ্রব্যের উপর লিখে যাদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব রয়েছে সেই মিষ্টিদ্রব্য তাদেরকে খেতে দিবে। তাহলে তাদের মাঝে মিত্রতা, ভালোবাসা এবং ঐক্য সংহতি সৃষ্টি হবে। এমননিভাবে খোরমা, আঙ্গুর বা বরইয়ের উপর লিখে খাওয়ালেও অনুরূপ প্রভাব পড়ে।

বুক ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াত (সূরা আরাফ : ৪৩) সদ্য পোড়া মাটির নতুন পাত্রে লিখে কূপের পানিতে ধুয়ে পান করলে বুক ব্যথা ভালো হয়।

প্যারালাইসিস থেকে নিরাপদ থাকার আমল

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٥٤)

(সূরা আরাফ : ৫৪)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি শোয়ার সময় উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করবে সে শয়তানের অনিষ্টতা এবং প্যারালাইসিস ও মুখ বাঁকা হয়ে যাওয়া রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।

নিদ্রা দূর করার আমল

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٥٤) اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

(সূরা আরাফ : ৫৪-৫৬)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত পড়ে দোয়া করলে নিদ্রা দূর হয়।

দোকান, বাড়ি ও

মালপত্র হেফাযতের আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতের সাথে (সূরা আরাফ : ৫৪-৫৬) সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত (لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٢٨) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) লিখে দোকান, বাড়ি বা মালপত্রের মধ্যে রেখে দিলে সর্বপ্রকর বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

বদনজর থেকে বাঁচার আমল

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত (সূরা আরাফ : ৫৪-৫৬) গোলাব জল, জাফরান ও মেশক দ্বারা লিখে ধারণ করলে মানুষের বদনজর ও অনিষ্টতা, কলিজা ব্যথা, শত্রুর শত্রুতা ও সাঁপ বিচ্ছু থেকে হেফাযত থাকবে।

বাগান নিরাপদ থাকার আমল

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥٧) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (٥٨)

(সূরা আরাফ : ৫৭-৫৮)

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াত গাছপালা, পোকা-মাকড়, ইঁদুর প্রভৃতির আক্রমণ ও অনিষ্টতা ও পচন থেকে রক্ষা করার জন্য উপকারী। যায়তুনের কাঠে আপেল ও আঙ্গুরের রস এবং জাফরান দ্বারা উপরোক্ত আয়াতটি লিখবে। এরপর তা আঙ্গুরের রস দ্বারা ধুয়ে সামান্য পরিমাণ গাছের গোড়ায় ঢালবে এবং তার উপর ভালো পানি ঢালবে, ইনশাআল্লাহ গাছের সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

সাপ বিচ্ছু থেকে নিরাপদ থাকার আমল

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (٩٧) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (٩٨) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (٩٩)

(সূরা আরাফ : ৯৭-৯৯)

বৈশিষ্ট্য : মুহাররম মাসের প্রথম তারিখে উক্ত আয়াত কাগজে লিখে পানিতে ধুয়ে ঘরে ছিটিয়ে দিলে, সে ঘর সাপ বিচ্ছু ও অন্যান্য বিষাক্ত প্রণী থেকে নিরাপদ থাকবে।

জান্নাতের সুসংবাদ

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

(সূরা আরাফ : ১৮০)

বৈশিষ্ট্য : আসমাউল হুসনা মুখস্থ এবং আমল করার বরকতে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আসমাউল হুসনার মাধ্যমে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়। তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসের কিতাবে আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম বর্ণিত হয়েছে। নিম্নোক্ত বিন্যাস অনুযায়ী কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্ট নাম অথবা শাব্দিক পরিবর্ধনের মাধ্যমে উল্লেখিত হয়েছে।

সূরা বাকারায় আল্লাহ তাআলার ছাব্বিশটি নাম রয়েছে।

مُحِيْطٌ ، قَدِيْرٌ ، عَلِيْمٌ ، حَكِيْمٌ ، تَوَّابٌ ، بَصِيْرٌ ، وَاسِعٌ ، بَدِيْعٌ ، سَمِيْعٌ ، كَافِيْ ، رَءُوْفٌ ، شَاكِرٌ ، إِلٰهٌ ، غَفُوْرٌ ، حَلِيْمٌ ، قَابِضٌ ، بَاسِطٌ ، إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، اَلْحَيُّ ، اَلْقَيُّوْمُ ، اَلْعَلِيُّ ، اَلْعَظِيْمُ ، وَلِيٌّ ، غَنِيٌّ ، حَمِيْدٌ .

সূরা আল ইমরানে তিনটি। قَائِمٌ ، اَلْوَهَّابُ ، سَرِيْعُ الْحِسَابِ

সূরা নিসায় সাতটি। رَقِيْبٌ ، شَهِيْدٌ ، غَافِرٌ ، غَفُوْرٌ ، مُقِيْتٌ ، وَكِيْلٌ

সূরা আনআমে পাঁচটি। بَاطِنٌ ، قَاهِرٌ ، قَادِرٌ ، لَطِيْفٌ ، خَبِيْرٌ

সূরা আরাফে দু'টি। مُحِيٌّ ، مُمِيْتٌ

সূরা আনফালে দু'টি। نِعْمَ الْمَوْلٰى ، نِعْمَ النَّصِيْرُ

সূরা হুদে সাতটি। حَفِيْظٌ ، قَرِيْبٌ ، مُجِيْبٌ ، قَوِيٌّ ، مَجِيْدٌ ، وَدُوْدٌ ، فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ

সূরা রাদে দু'টি। كَبِيْرٌ ، مُتَعَالٌ

সূরা ইবরাহীমে একটি। مَنَّانٌ.

সূরা হুজুরাতে একটি। خَلَّاقٌ

সূরা মারইয়ামে দু'টি। وَارِثٌ ، صَادِقٌ

সূরা হজ্জে একটি। بَاعِثٌ

সূরা মুমেনূনে একটি। كَرِيْمٌ

সূরা নূরে তিনটি। مُبِيْنٌ ، حَقٌّ ، نُوْرٌ

সূরা ফুরকানে একটি। هَادِيٌّ

সূরা সাবায় দু'টি। فَتَّاحٌ ، شَكُوْرٌ

সূরা মুমিনে চারটি। غَافِرٌ ، قَابِلٌ ، اَلتَّوْبِ ، شَدِيْدُ الْعِقَابِ ، ذُو الطَّوْلِ .

সূরা যারিয়াতে তিনটি। اَلرَّزَّاقُ ، ذُو الْقُوَّةِ ، الْمَتِيْنُ

সূরা তূরে একটি। اَلْبَرُّ

সূরা ক্বামারে একটি। مُقْتَدِرٌ

সূরা আর রাহমানে একটি। ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

সূরা হাদীদে চারটি। أَوَّلُ ، اٰخِرُ ، ظَاهِرُ ، اَلْبَاطِنُ

সূরা হাশরে দশটি। اَلْقُدُّوْسُ ، اَلسَّلَامُ ، اَلْمُؤْمِنُ ، اَلْمُهَيْمِنُ ، اَلْعَزِيْزُ ، اَلْجَبَّارُ ، اَلْمُتَكَبِّرُ ، اَلْخَالِقُ ، اَلْبَارِئُ ، اَلْمُصَوِّرُ .

সূরা বুরুজে দু'টি। اَلْمُبْدِئُ ، الْمُعِيْدُ

সূরা ইখলাসে দু'টি। اَلصَّمَدُ ، أَحَدٌ

সূরা ফাতিহায় পাঁচটি। اَللّٰهُ ، رَبُّ ، اَلرَّحْمٰنُ ، اَلرَّحِيْمُ ، مَلِكُ .

সব মিলে ৯৯ টি নাম হয়েছে। এগুলোকে আসমাউল হুসনা বলা হয়। নামগুলোর আছর এবং গুণাবলী অসংখ্য অগণিত। ইনশাআল্লাহ আমালে কুরআনীর তৃতীয় খন্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখার ইচ্ছা আছে। এ খন্ডে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি।

ক্ষুধা নিবারণের আমল

اَلصَّمَدُ

বৈশিষ্ট্য : উক্ত মুবারক নাম বেশি বেশি পাঠ করলে ক্ষুধা নিবারণ হয়।

পেরেশানী দূর হওয়ার আমল

اَلْفَعَّالُ

বৈশিষ্ট্য : অস্থিরতা, পেরেশানী ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি উক্ত মুবারক নাম বেশি বেশি পাঠ করলে উপকৃত হবে।

দোআ কবুল হওয়ার আমল

اَلسَّمِيْعُ

বৈশিষ্ট্য : উক্ত মুবারক নাম বেশি বেশি পাঠ করলে দোআ কবুল হয়।

ক্লান্তি ও দূর্বলতা দূর হওয়ার আমল

اَلْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْقَوِيُّ الْقَائِمُ

বৈশিষ্ট্য : যারা পরিশ্রমের কাজ করে, বোঝা বহন করে, তারা এ মুবারক নামগুলো বেশি বেশি পড়লে বা আংটির নাগিনায় খোদাই করে ব্যবহার করলে শারিরিক ক্লান্তি ও দূর্বলতা বোধ হবে না।

জ্বর ভালো হওয়ার আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত মুবারক নাম (اَلْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْقَوِيُّ الْقَائِمُ) আংটির নাগিনায় খোদাই করে আংটি পানিতে চুবিয়ে জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে পান করালে আরোগ্য লাভ করবে।

জালেম নিপাত করার আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত মুবারক নাম (اَلْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْقَوِيُّ الْقَائِمُ) জালেমকে নিপাত করার নিয়তে একশ' বার লিখলে ইনশাআল্লাহ জালেম ধ্বংস হয়ে যাবে।

সর্দিকাশি ভালো হওয়ার আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত মুবারক নাম (اَلْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْقَوِيُّ الْقَائِمُ) যবের পাতায় একশ' বার লিখে সেই পাতা যায়তুনের তেলে জ্বাল দিয়ে সর্দিকাশি বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে মালিশ করলে, ইনশাআল্লাহ উপকার পাবে।

সর্বসাধারণের ভালোবাসা অর্জনের আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত মুবারক নাম (اَلْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْقَوِيُّ الْقَائِمُ) বৃহস্পতিবার দিন প্রথম প্রহরে ইস্পাতের পাতে খোদাই করে পাগড়িতে ধারণ করলে সর্বসাধারণের মধ্যে তার প্রতি ভালোবাসা এবং প্রভাব সৃষ্টি হবে।

যে কোনো কাজ সহজ হওয়ার আমল

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বৈশিষ্ট্য : উক্ত মুবারক নাম বেশি বেশি পড়লে সকল কাজ সহজ হয়ে যায়।

ক্ষমতা মজবুত করা ও সমস্যা সমাধানের আমল

اَلْمَلِكُ الْعَزِيْزُ

বৈশিষ্ট্য : উক্ত মুবারক নাম বেশি বেশি পাঠ করলে ক্ষমতা অনেক দিন পর্যন্ত টিকে থাকে এবং রাষ্ট্রের উন্নতি হয়।

প্রবৃত্তির কামনার উপর বিজয়ী হওয়ার আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত মুবারক নাম দুটি (اَلْمَلِكُ الْعَزِيْزُ) নিয়মিত বেশি বেশি পাঠ করলে পাঠকারী প্রবৃত্তির কামনা বাসনার উপর বিজয়ী হবে।

অন্তর নরম হওয়ার আমল

اَلْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

বৈশিষ্ট্য : উক্ত মুবারক নাম বেশি বেশি পাঠ করলে, ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধি পায়, অন্তরে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হয়। কোনো অহংকারীর সামনে এ নাম পাঠ করলে তার অন্তর নরম হয়।

ভয়ভীতি দূর হওয়ার আমল

اَلْحَفِيْظُ

বৈশিষ্ট্য : সফর ইত্যাদিতে কোনো প্রকার ভয়ভীতি হলে তা দূর করার জন্য উক্ত মুবারক নাম বেশি বেশি পাঠ করলে উপকার পাওয়া যায়।

সন্দেহ-সংশয় দূর হওয়ার আমল

اَلْمُؤْمِنُ

বৈশিষ্ট্য : উক্ত মুবারক নাম পাঠ করলে সন্দেহ-সংশয় ও দোদুল্যমানতা দূর হয়।

শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার আমল

اَلْمُهَيْمِنُ

বৈশিষ্ট্য : উক্ত মুবারক নাম আংটির নাগিনায় খোদাই করে পাঁচবার লিখে আংটিটি ধারণ করলে, জালেম, মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তান থকে নিরাপদ থাকা যায়।

সকল সমস্যা সমাধান হওয়ার আমল

اَلنُّوْرُ اَلْبَاسِطُ

বৈশিষ্ট্য : স্বপ্নে কোনো বিষয় দেখার ইচ্ছা হলে, ওযুর সাথে পবিত্র বিছানায় শুয়ে উক্ত মুবারক নাম পাঠ করতে করতে ঘুমিয়ে গেলে স্বপ্নে তা দেখতে পাবে।

نُوْرٌ শব্দটি পৃথক পৃথক অক্ষরে (ن و ر) পাঁচবার লিখে পেটের অসুখের রোগী ও শ্বাসকষ্ট রোগীকে পান করালে আল্লাহ তাআলা সুস্থতা দান করবেন। আর যদি ব্যথার স্থানে রেখে দেয়া হয়, তাহলে ব্যথা উপশম হবে।

যদি কোনো কথা বুঝে না আসে অথবা রাস্তা হারিয়ে ফেলে, তাহলে খুব ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে এ মুবারক নাম ২৫৬ বার পাঠ করলে কথা বুঝে আসবে এবং রাস্তা খুঁজে পাবে।

ইল্‌মে বরকত, প্রবৃত্তি দমন ও কৃষি কাজে উন্নতি লাভের আমল

اَلْعَلِيْمُ اَلْحَكِيْمُ

বৈশিষ্ট্য : উক্ত মুবারক নাম নিয়মিত পাঠ করলে ইল্‌মে বরকত হয় এবং সহজে বিভিন্ন শাস্ত্রিয় বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করা যায়।

উক্ত নামের সাথে عَظِيْمٌ এবং যতগুলো নামের মধ্যে ي আছে সবগুলো লিখে ধুয়ে সকাল বেলা খালি পেটে পান করলে প্রবৃত্তি দমন হয়।

উক্ত মুবারক নাম ওযুর সাথে লাঙ্গলের উপর লিখে হালচাষ করলে, কৃষি কাজে খুব বেশি উন্নতি হয়। কোদাল বা খোন্তায় লিখে কূপ খনন করলে খুব সহজে পানি বের হয়ে আসে।

ভয়ভীতি দূর করার আমল

اَلرَّءُوْفُ اَلْمَنَّانُ

বৈশিষ্ট্য : ভীতু লোক উক্ত মুবারক নাম বেশি বেশি পাঠ করলে মনের ভয়ভীতি দূর হবে।

রিযিকে প্রশস্ততা ও প্রয়োজ পূর্ণ হওয়ার আমল

اَلْكَرِيْمُ اَلْوَهَّابُ ذُو الطَّوْلِ

বৈশিষ্ট্য : কারো রিযিক সংকীর্ণ হয়ে গেলে বা প্রয়োজনের সম্মুখীন হলে উক্ত মুবারক নাম বেশি বেশি পাঠ করলে রিযিকে বরকত হবে এবং প্রয়োজন পূর্ণ হবে।

মুসিবত দূর হওয়ার আমল

اَللَّطِيْفُ

বৈশিষ্ট্য : মুসিবতের সময় উক্ত মুবারক নাম বেশি বেশি পাঠ করলে উপকৃত হবে, মুসিবত দূর হবে।

গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার আমল

اَلْوَدُوْدُ

বৈশিষ্ট্য : উক্ত মুবারক নাম সাদা রেশমী কাপড়ের টুকরায় ৩৭ বার লিখে সাথে রাখলে, সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে।

নেয়ামত স্থায়ী হওয়ার আমল

اَلدَّائِمُ

বৈশিষ্ট্য : নেয়ামত স্থায়ী হওয়ার জন্য উক্ত মুবারক নামের যিকির খুবই উপকারী।

খুশকিজনিত মাথা ব্যথা, কফ ও বিস্মৃতির আধিক্যতা দূর করার আমল

ذُو الْقُوَّةِ

বৈশিষ্ট্য : জুমার দিনের দ্বিতীয় প্রহরে উক্ত নাম মুবারক ছয় বার লিখে খুশকিজনিত মাথা ব্যথা আছে এমন ব্যক্তির মাথায় বাঁধলে উপকার হয়। উক্ত সময়ে রূপার আংটির নাগিনায় এ মুবারক নাম খোদাই করে মুখে রাখলে কফ নিবারণ হয় এবং বিস্মৃতির আধিক্যতা দূর হয়।

গোপন বিষয় জানার আমল

اَلْهَادِي الْخَبِيْرُ الْمُبِيْنُ

বৈশিষ্ট্য : মাঝ রাতে উক্ত মুবারক নাম বেশি বেশি পড়বে এবং প্রতি একশবার পড়ার পর বলবে। তারপর যে বিষয় জানার ইচ্ছা হয় তা মনে মনে

বলবে। তারপর যখন ঘুম প্রবল হবে তখন শুয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ স্বপ্নে সে বিষয় জানতে পারবে।

ফায়দা : প্রত্যেক মুবারক নাম কমপক্ষে তার সংখ্যা পরিমাণ পড়বে।

সাবধান! জালেমের বরবাদী বা বদ দোআ করার উদ্দেশ্যে আমল করলে, জুলুমের মাত্রা অনুযায়ী সে শরীয়তে যতটুকু বদ দোআ পাওয়ার যোগ্য ততটুকুই করবে, সীমা অতিক্রম করবে না।

হৃদকম্পন ও খারাপ চিন্তা-ভাবনা দূর হওয়ার আমল

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠٠) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (٢٠١)

(সূরা আরাফ : ২০০-২০১)

বৈশিষ্ট্য : ওয়াসওয়াসা, খারাপ চিন্তা-ভাবনা এবং হৃদকম্পন যাকে কাবু করে ফেলেছে, জুমার দিন সূর্যোদয়ের সময় সাত টুকরা কাগজে উক্ত আয়াত জাফরান এবং গোলাব জল দ্বারা লিখে প্রতিদিন এক টুকরা করে গিলে ফেলবে, তারপর পানি খাবে। ইনশাআল্লাহ ওয়াসওয়াসা ও আজেবাজে কল্পনা দূর হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্য : হাদীস শরীফে এসেছে, মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হলে أَعُوْذُ بِاللهِ পড়বে।[২] আর যে কারণে মনে ওয়াসওয়াসা আসে সে সম্পর্কিত চিন্তা ছেড়ে দিবে। অন্য এক হাদীসে আছে اٰمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِه পড়বে। অপর এক হাদীসে এসেছে اٰمَنْتُ بِاللهِ তিনবার পড়বে। আরেক হাদীসে اَلْأَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ পড়ার কথা এসেছে।[৩] কেউ কেউ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বেশি বেশি পড়তে বলেছেন, আবার কেউ কেউ বেশি বেশি যিকির করতে বলেছেন।

আবু সোলায়মান দারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ওয়াসওয়াসা প্রতিরোধের আজব এক তদবীর উল্লেখ করেছেন। যখন শয়তান ওয়াসওয়াসা দিবে, তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে আনন্দিত হবে। কারণ কোনো মুমিন আনন্দিত হোক শয়তান কখনো তা চায় না।

---

[২] *বুখারী ও মুসলিম শরীফ*

[৩] *আবূ দাউদ শরীফ*

কেউ কেউ ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত ব্যক্তির মানসিক প্রশান্তির জন্য বলেছেন, শয়তানের ওয়াসওয়াসা ঈমানের লক্ষণ। কারণ যে ঘরে সম্পদ আছে চোর সে ঘরেই প্রবেশ করে।

অন্তর নরম হওয়ার আমল

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٢)

(সূরা আনফাল : ২)

বৈশিষ্ট্য : যার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে, ওয়াজ নসীহত তার অন্তরে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করে না। দান-খায়রাত ও নেক কাজের প্রতি তার উৎসাহ বোধ হয় না। এমন ব্যক্তি লবন ছাড়া খালেস যবের টিকা তৈরি করে সূর্যোদয়ের পূর্বে পাকিয়ে নিবে। তার উপর নতুন কাটা কলম দ্বারা সাতবার উক্ত আয়াত লিখবে। সে দিন রোযা রেখে আয়াত লিখা টিকা দ্বারা ইফতার করবে। ইনশাআল্লাহ অন্তর নরম হবে।

সবসময় নিরাপদ থাকার আমল

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ()

(সূরা আনফাল : ১০)

বৈশিষ্ট্য : রমযান মাসের সাতাইশ তারিখে এক টুকরা কাগজে উক্ত আয়াত লিখে আংটির নিচে রাখলে সবসময় নিরাপদে থাকা যায়।

সম্মান লাভ ও

অপবাদ থেকে মুক্ত থাকার আমল

وَإِنْ يُرِيْدُوْٓا أَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِيْٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ (٦٢) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٦٣)

(সূরা আনফাল : ৬৩-৬৪)

বৈশিষ্ট্য : রমযান মাসে প্রথম জুমার দিন যোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়

ওযুর সাথে পশমী কাপড় বা সবুজ, হুদ এবং লাল তিন রঙ্গের তিন টুকরা রেশমী কাপড়ের উপর উক্ত আয়াত লিখে টুপির প্রান্তে খুব সাবধানতার সাথে লাগিয়ে দিবে। এ টুপি পরিধান করে যেখানে যাবে, লোকজন তার সাথে ইজ্জত-সম্মান ও মুহাব্বতের আচরণ করবে, অপবাদ থেকে মুক্ত থাকবে। তবে রেশমী কাপড়ের টুপি পরিধান করা জায়েজ নেই।

কাজ সহজ হওয়ার আমল

اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (٦٦)

(সূরা আনফাল : ৬৬)

বৈশিষ্ট্য : যারা ভারী কাজ করে, তারা উক্ত আয়াত পাঠ করলে তাদের কাজ হালকা হবে। যদি উক্ত আয়াত এক জুমার দিন আসর থেকে শুরু করে পরের জুমার দিন জুমার নামায পর্যন্ত সাত দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর, কাজ-কর্ম থেকে অবসর হয়ে বেশি বেশি পাঠ করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ সর্বপ্রকার ভয় দূর হবে এবং সকল কাজ সহজ হয়ে যাবে।

জ্বর ভালো হওয়ার আমল

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

(সূরা নিসা : ২৮)

اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا

(সূরা আনফাল : ৬৬)

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ

(সূরা দোখান : ১২)

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

(সূরা ইউনূস : ১০৭)

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(সূরা মূলক : ১)

বৈশিষ্ট্য : হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিম্নোক্ত আয়াতগুলো জ্বরের রোগীর শরীরে বেঁধে দিতেন।

মন জয় করার আমল

يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ
(٣٢) هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُوْنَ (٣٣)

(সূরা তাওবা : ৩২-৩৩)

বৈশিষ্ট্য : পানি লাগানো হয়নি এমন পাত্রে জাফরান ও গোলাব জল দ্বারা উক্ত আয়াত লিখে চন্দন কাঠের ধোঁয়া দিয়ে খাঁটি চামেলী তেল দ্বারা ধুয়ে একটি সবুজ রঙ্গের শিশিতে ভরে রাখবে। এরপর কারো কাছে যাওয়ার পূর্বে সামান্য তেল উভয় ভ্রুতে মেখে যাবে। ইনশাআল্লাহ মানুষের অন্তরে আমলকারীর গ্রহণযোগ্যতা, ভালোবাসা, ইজ্জত সম্মান সৃষ্টি হবে।

ইজ্জত-সম্মান লাভ করার আমল

বৈশিষ্ট্য : হরিণের পাতলা চামড়ায় গোলাব জল ও জাফরান দ্বারা উপরোক্ত আয়াত (সূরা তাওবা : ৩২-৩৩) লিখে জাওযুত তীবের ধোঁয়া দিয়ে যে ব্যক্তি ডান হাতের বাহুতে ধারণ করব, সে ইজ্জত-সম্মান ও প্রভব প্রতিপত্তি লাভ করবে।

চোর এবং পালাত ব্যক্তিকে হাযির করার আমল

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَأَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا
مَعَ الْقَاعِدِيْنَ

(সূরা তাওবা : ৪৬)

বৈশিষ্ট্য : ধোলাই করা এক টুকরা গোল কাতান কাপড়ে চাঁদের প্রথম তারিখে উক্ত আয়াত লিখবে। এর সাথে চোর বা পালাতক ব্যক্তির নাম ও তার মায়ের নাম লিখবে। সেই কাপড়ে একটি লোহার পেরেক গেঁথে দিবে। অতঃপর কেউ চলাফেরা করে না এমন জায়গায় কাপড়ের টুকরাটি দাফন করে দিবে। ইনশাআল্লাহ চোর বা পালাতক ব্যক্তি ফিরে আসবে।

সকল সমস্যা সমাধান হওয়ার আমল

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

(সূরা তাওবা : ১২৯)

বৈশিষ্ট্য : হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি উল্লেখিত আয়াতটি দৈনিক একশ'বার পাঠ করবে, তার উভয় জাহানের সব জটিল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এক বর্ণনায় এসেছে সে অপমৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে। যে ব্যক্তি এ আয়াতটি লিখে সাথে ধারণ করে বিচারকের নিকট যাবে, সে তার পক্ষে রায় পাবে।

লাইছ বিন সায়াদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, একবার জনৈক ব্যক্তির রানের হাড় ভেঙ্গে যায়। তখন সে স্বপ্নে দেখে, এক ব্যক্তি তাকে বলছে, তুমি তোমার আঘাতের স্থানে হাত রেখে এ আয়াতটি পাঠ করো। সে তাই করলো। ফলে তার ভাঙ্গা হাড্ডি জোড়া লেগে যায়।

চোর শনাক্ত করার আমল

পুরো সূরা ইউনূস তামার পাত্রে লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে সে পানি দ্বারা ময়দা বা আটা গুলে যাদের উপর সন্দেহ হয় তাদের নাম পড়ে আটার খামিরে ফুঁক দিবে। অতঃপর সে খামিরা দ্বারা রুটি তৈরি করে সন্দেহভাজন লোকদের সংখ্যা সমান টুকরা করে তাদের প্রত্যেককে এক টুকরা করে খেতে দিবে। প্রকৃত চোর খেতে পারবে না।

জ্ঞাতব্য : উক্ত তদবীরের উপর নির্ভর করে কাউকে চোর সাব্যস্ত করা জায়েয হবে না। তবে এ আমল দ্বারা চুরি যাওয়া মালের সন্ধান করা যেতে পারে।

সকলে মান্য করার আমল

الٓرٰ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ (١) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُوْنَ إِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِيْنٌ (٢) إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهٖ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (٣)

(সূরা ইউনূস : ১-৩)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি চায় যে লোকজন তার অনুগত এবং তার প্রভাবে প্রভাবিত হোক, তার কথা মান্য করুক, সে শাবান মাসের আইয়্যামে বীযে (১৩, ১৪, ১৫ তারিখে) রোযা রাখবে। শেষ রোযার দিন সিরকা, শাক, যব ও খোরমা দ্বারা ইফতার করবে। মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার

যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠে মগ্ন থাকবে। এশার নামাযের পরও কিছু সময় এ আমলে মগ্ন থাকবে। এরপর উক্ত আয়াতগুলো 'আবে আস' এবং জাফরান দ্বারা একটুকরা কাগজে লিখে মাথার নিচে রেখে ঘুমিয়ে যাবে। ফজরের নামাযের পর এ কাগজ সাথে ধারণ করে যার নিকট যাবে সে তাকে সম্মান করবে। যাকে যা বলবে সে তা মান্য করবে।

পায়ের গোছা ও পার্শ্ব ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(সূরা ইউনূস : ১২)

বৈশিষ্ট্য : মাটির নতুন পবিত্র পাত্রে কালো কালি দ্বারা উক্ত আয়াত লিখে পুরো পাত্রে যায়তুনের তেল ভরে অক্ষরগুলো ধুয়ে তা সামান্য গরম করে অথবা ছাইয়ের উপর রেখে গরম করে ব্যথার স্থানে মালিশ করলে পায়ের গোছা ব্যথা এবং পার্শ্ব ব্যথা আরোগ্য হয়।

সহজে সন্তান প্রসব ও
কানের ব্যথা নিরাময় এবং রিযিক বৃদ্ধি হওয়ার আমল

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ

(সূরা ইউনূস : ৩১)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত মিষ্টি কদুর ছালে লিখে প্রসব ব্যথার সময় স্ত্রীলোকের ডান বাহুতে বেঁধে দিলে সহজে সন্তান প্রসব হয়। বার্নিশ করা তামার পাত্রে গান্দনা নির্যাস দ্বারা লিখে পরিষ্কার মধু দ্বারা ধুয়ে আগুনে জ্বাল দিয়ে ব্যথার স্থানে তিন ফোঁটা ছেড়ে দিলে, ইনশাআল্লাহ উপকার হবে। কাগজে লিখে নীল কাপড়ের টুকরায় পেঁচিয়ে তাবিজ আকারে বাহুতে বাঁধলে আয়-রোজগারের পথ খুলে যাবে।

পেট ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানী আরোগ্য হওয়ার আমল

يَآأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

(সূরা ইউনূস : ৫৭-৫৮)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত সর্বপ্রকার পেট ব্যথা নিরাময়ে খুবই উপকারী। যে কখনো স্ত্রী সহবাস করেনি এমন ব্যক্তির নিকট থেকে কাগজ নিয়ে কালি দ্বারা উক্ত আয়াত লিখে কোনো সবুজ ফলের রস দ্বারা ধুয়ে সামান্য পরিমাণ মিশ্রি মিশিয়ে রোগীকে পান করালে আরাম হবে। এ তদবীর পেট ব্যথা, শ্বাসকষ্ট এবং হাঁপানী রোগ নিরাময়ে উপকারী।

যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার আমল

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى أَلْقُوْا مَا أَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ (٨٠) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهٗ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ (٨١)

(সূরা ইউনূস : ৮০-৮১)

বৈশিষ্ট্য : কঠিন যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য এক কলসী বৃষ্টির পানি এমন জায়গা থেকে আনবে, বর্ষণের সময় যেখানে কারো দৃষ্টি পড়েনি। আরেক কলসী পানি এমন কূপ থেকে আনবে যেখান থেকে কেউ পানি আনে না। জুমার দিন এরকম সাতটি গাছের পাতা আনবে যার ফল খাওয়া যায় না।

অতঃপর উভয় প্রকার পানি একত্রে মিশিয়ে তাতে উক্ত সাত গাছের পাতা নিক্ষেপ করবে। তারপর উক্ত আয়াতগুলো লিখে সে পানিতে ধুয়ে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে রাতের বেলা কোনো নদীতে নিয়ে পানিতে দাঁড় করিয়ে উক্ত পানি দ্বারা গোসল করাবে। ইনশাআল্লাহ যত কঠিন যাদুই হোক তার ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে।

যে কোনো রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

وَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوْسٰى وَأَخِيْهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

(সূরা ইউনূস : ৮৭)

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(সূরা ইউনূস : ১০৭)

বৈশিষ্ট্য : মিছরির টুকরায় লোহার সুঁই দ্বারা উক্ত আয়াত দু'টি লিখে রাতের বেলা নদী থেকে কূপের পানি নিয়ে তাতে মিছরি মিশিয়ে রোগীকে সূর্যোদয়ের পূর্বে পান করালে, ইনশাআল্লাহ সকল প্রকর রোগ আরোগ্য হবে।

শক্তি বৃদ্ধি ও শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল

পুরো সূরা হুদ হরিণের পাতলা চামড়ায় লিখে সাথে রাখলে শক্তি বৃদ্ধি হবে এবং সাহায্য প্রাপ্ত হবে। শত লোকের সাথে মোকাবেলা করেও সকলের উপর সে প্রভাব বিস্তার করবে। কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পাবে না। জাফরান দ্বারা লিখে তিনদিন সকাল-সন্ধ্যা পান করলে মনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। কারো মোকাবেলায় সে ভয় পাবে না।

হিফয করা সহজ হওয়ার আমল

الٓرٰ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (٢) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (٣) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤)

(সূরা হুদ : ১-৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো সোবহে সাদেকের সময় সবুজ কচু পাতায় মেশক ও গোলাপ জল দ্বারা লিখবে। অতঃপর যে কূপ বা জলাশয় থেকে উক্ত কচু গাছে পানি দেয়া হয় সে কূপ বা জলাশয়ের পানি দ্বারা ধুয়ে চারদিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা পান করবে। এ আমলের বরকতে ইনশাআল্লাহ কুরআন শিক্ষা সহজ হবে, হিফয শক্তি ও মেধা বৃদ্ধি পাবে এবং অন্তর খুলে যাবে।

নৌকা যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার আমল

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

(সূরা হুদ : ৪১)

বৈশিষ্ট্য : সেতু কাটা কাঠের উপর উক্ত আয়াত খোদাই করে নৌকার সামনের অংশে গেঁথে দিলে সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। নৌকায় উঠার সময় উক্ত আয়াত এমনিভাবে وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ পড়াও উপকারী।

জালেম ও কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে নিরাপদ থাকার আমল

إِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٥٦) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهٖ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ (٥٧)

(সূরা হূদ : ৫৬-৫৭)

বৈশিষ্ট্য : কারো কোনো জালেম বা কষ্টদায়ক প্রাণীর ভয় থাকলে উক্ত আয়াত বেশি পরিমাণ পাঠ করে শুয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে।

বাচ্চা রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকার আমল

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত (সূরা হূদ : ৫৬-৫৭) লিখে বাচ্চার গলায় তাবিজরূপে বেঁধে দিলে, বাচ্চা সব রকম রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকে।

রিযিক বৃদ্ধি ও সম্মান লাভের আমল

পুরো সূরা ইউসূফ লিখে ধুয়ে পান করলে রিযিক বৃদ্ধি পাবে এবং সকলের নিকট সম্মান লাভ করবে।

স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার আমল

পুরো সূরা ইউসূফ লিখে তাবিজরূপে বাঁধলে স্ত্রী খুব ভালোবাসবে।

বেকারত্ব দূর হওয়ার আমল

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ أَمِيْنٌ (٥٤) قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْأَرْضِ إِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ (٥٥) وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (٥٦)

(সূরা ইউসূফ : ৫৪-৫৬)

বৈশিষ্ট্য : কেউ বেকার থাকলে বা আয়-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেলে, চন্দ্রমাসের প্রথম বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা রাখবে। বৃহস্পতিবার দিবাগত জুমার রাতে শোয়ার সময় সূরা ইউসূফ পাঠ করবে। অতঃপর জুমার দিন জুমা ও আসরের মধ্যবর্তী সময় উক্ত আয়াতগুলো লিখবে। ইফতারের পর পুরো সূরা ইউসূফ তিলাওয়াত করবে। বাদ এশা একবার এবং শোয়ার সময় বিছানায় গিয়ে আর একবার তিলাওয়াত করে لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ১০০ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ১০০ বার, سُبْحَانَ اللهِ ১০০ বার এবং দরূদ শরীফ ১০০ বার পড়ে শোয়ে যাবে।

ভোরে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় লিখিত আয়াতগুলো তাবিজ বানিয়ে ধারণ করবে আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করবে যে, কখনো কারো উপর জুলুম করবো না, হকের সীমা অতিক্রম করে না হকে প্রবেশ করবো না। ইনশাআল্লাহ আমলের পর সপ্তাহখানেকের মধ্যে বেকারত্ব দূর হয়ে যাবে, আয়-রোজগারের কোনো না কোনো পথ পেয়ে যাবে।

চক্ষু রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ (٩١) قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (٩٢) اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَأَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ أَبِيْ يَأْتِ بَصِيْرًا وَأْتُوْنِيْ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ (٩٣)

(সূরা ইউসূফ : ৯১-৯৩)

বৈশিষ্ট্য : কিছু ইস্পাহনী সুরমা নিবে। এর অর্ধ পরিমাণ ইলওয়া নিবে। অর্ধ পরিমাণ মুঙ্গনার নিবে। অর্ধ পরিমাণ নাগর মুথা নিবে। এ পরিমাণ জাফরান নিবে। এর অর্ধ পরিমাণ হলুদের ন্যায় গোটাদার শিকড় নিবে। এ পরিমাণ সমুদ্রের ফেনা নিবে। এগুলোর মধ্যে তিন প্রকারের পানি যথা বর্ষার প্রথম বৃষ্টির পানি, নদীর পানি ও ঝর্ণার পানি মিশ্রিত করে ঢেলে দিবে।

ডিসেম্বর/জানুয়ারী মাসের বৃহস্পতিবার দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে দু'প্রকার পানি সংগ্রহ করবে। এরপর এ দ্রব্যগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে পেষণ করবে। সবগুলো একত্রিত করে সেগুলোর সাথে বর্ষার পানি মিশ্রিত করে এগুলো শুকাবে। এরপর ডিসেম্বর/জানুয়ারী মাসে সংগৃহিত পানির সাথে মিশ্রিত করে শুকাবে। এরপর কাঁচা মধু ও সিরকার সাথে মিশ্রিত করে শুকাবে। এরপর উপরোক্ত

আয়াতগুলো জাফরান দ্বারা লিখে জানুয়ারী মাসে সংগৃহিত পানির সাথে মিশ্রিত করে শুকাবে। এ শুষ্ক ঔষধগুলো চোখের যাবতীয় রোগের ঔষধ। ইনশাআল্লাহ উক্ত ঔষধ চোখের যে কোনো রোগ নিরাময় করবে।

কারামুক্তির আমল

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (٩٩) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١٠٠)

(সূরা ইউসূফ : ৯৯-১০০)

বৈশিষ্ট্য : কেউ যদি অন্যায়ভাবে কারাগারে বন্দী থাকে, তাহলে উক্ত আয়াত লিখে ডান বাহুতে বাঁধবে এবং আয়াতদ্বয় খুব বেশি পরিমাণে পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তি লাভ করবে।

অত্যাচারী কর্মচারী/কর্মকর্তার পদচ্যুতির আমল

পুরো সূরা রা'দ বিদ্যুত চমকানো ঘন অন্ধার রাতে লিখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে অন্ধকার রাতে জালেম বিচারকের দরজায় ছিটিয়ে দিলে, ইনশাআল্লাহ ঐ দিনই তার পদচ্যুতি হবে।

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, অন্ধকার রাতে এশার নামাযের পর আগুনের আলোতে উক্ত সূরা লিখে তখনই অত্যাচারী বাদশাহ বা অত্যাচারী কর্মকর্তার দরজায় ফেলে আসবে। এটা করলে প্রজা ও অধীনস্থরা বিদ্রোহী হয়ে যাবে, কেউ তার আদেশ নিষেধ পালন করবে না। তার মন অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়বে।

বাগান, শস্যক্ষেত, বাড়ি ও
দোকানপাটে উন্নতি হওয়ার আমল

الٓمٓرٰ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١) اَللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (٢) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُونَ (٣)

(সূরা রা'দ : ১-৩)

বৈশিষ্ট্য : বাগান, শস্যক্ষেত, বসতঘর, দোকানপাট ও ব্যবসায় উন্নতির জন্য এ আয়াতগুলো যয়তুনের চারটি পাতায় লিখে দোকান, বাগান, ক্ষেত, বাড়ি বা বসতঘরের কোণায় দাফন করলে যথেষ্ট উন্নতি হবে।

গোপন বিষয় জানার আমল

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثٰى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ
(٨) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (٩) سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ
جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (١٠) لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُونَهٗ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهٖ مِنْ وَّالٍ (١١) هُوَ الَّذِي
يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (١٢)

(সূরা রা'দ : ৮-১২)

বৈশিষ্ট্য : যদি কেউ কোনো গোপন বিষয়ের খবর জানতে চায়। যেমন গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে, লুকিয়ে রাখা সম্পদ কোথায় রেখেছে, নিরুদ্দেশ ব্যক্তি কখন ফিরে আসবে অথবা অসুস্থ ব্যক্তি কবে নাগাদ সুস্থ হবে প্রভৃতি বিষয়। তাহলে ওযু করে আতর মেখে সোমবার দিন রোযা রাখবে এবং রাতে ওযু করে শোবে। মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের পূর্বে সবুজ কাপড়ের টুকরায় জাফরান ও খাঁটি গোলাব জল দ্বারা উক্ত আয়াতসমূহ লিখে তাতে চন্দন কাঠ ও আম্বরের ধোঁয়া দিয়ে তা একটি ডিব্বার ভিতর এমনভাবে বন্ধ করে রাখবে, যেন কেউ না দেখে এবং চন্দ্র সূর্যের আলোও তাতে না পড়ে।

এরপর বুধবার রাতে এশার নামাযের পর উক্ত ডিব্বা হাতে নিয়ে বলবে

يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ الْأُمُورِ . يَا مَنْ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَطْلِعْنِي عَلَىٰ كُلِّ مَا أُرِيدُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ অতঃপর আল্লাহ তাআলার যিকির করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বে। ইনশাআল্লাহ স্বপ্নে কোনো ব্যক্তি এসে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি বলে যাবে।

যদি সে রাতে কিছু দেখা না যায়, তবে পুনরায় বৃহস্পতিবার রোযা রাখবে এবং দিবাগত রাতে একই পদ্ধতিতে আমল করলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই কেউ না কেউ তাকে স্বপ্নে খবর দিয়ে যাবে।

অত্যাচারী শত্রু ধ্বংস করার আমল

وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٨)

(সূরা রা'দ : ১৮)

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥)

(সূরা রা'দ : ২৫)

বৈশিষ্ট্য : কেউ যদি তার অত্যাচারী শত্রুর ধ্বংস চায়, তাহলে আরবী মাসের ২৮ তারিখ রাযা রাখবে। ঘটনাক্রমে যদি সেদিন শনিবার হয় তবে অতি উত্তম। সন্ধ্যায় যবের রুটি দ্বারা ইফতার করবে। অতঃপর অর্ধ রাতে উঠে নির্জন মাঠে বা খালি ঘরের ছাদে গিয়ে কুন্দুর ও ছুন্দরসের (আগরবাতির নাম) ধোঁয়া দিয়ে উক্ত আয়াতগুলো সাতবার পাঠ করে শত্রুর ধ্বংসের জন্য বদ দোয়া করবে। কিন্তু শরীয়তের সীমা অতিক্রম করবে না। অপরাধ পরিমাণ শাস্তির জন্য দোয়া করবে, এর বেশি নয়।

বাচ্চাদের কান্না, বদনজর ও ভয় দূর করার আমল

পুরো সূরা ইবরাহীম সাদা রেশমী কাপড়ে ওযুর সাথে লিখে শিশুদের সাথে বেঁধে দিলে, তাদের বদনজর, কান্নাকাটি ও ভয় দূর হয় এবং দুধ ছাড়ানো সহজ হয়।

হাত পায়ের ব্যথা ও বদনজর থেকে মুক্তির আমল

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (١٢)

(সূরা ইবরাহীম : ১২)

সূচীপত্র

বৈশিষ্ট্য : কারো হাত পায়ে ব্যথা হলে বা বদনজর লাগলে, উক্ত আয়াত লিখে তাবিজরূপে ধারণ করলে ইনশাআল্লাহ ভালো হবে।

বদনজর দূর করার আমল

বৈশিষ্ট্য : কারো উপর মানুষ বা জ্বিনের বদনজর লাগলে কূপ থেকে এক কলসী পানি এনে উপরোক্ত আয়াত (সূরা ইবরাহীম : ১২) পাঠ করে তাতে ফুঁক দিবে। যার উপর বদনজর লেগেছে তাকে রাতের বেলা কোনো চৌরাস্তায় নিয়ে উক্ত পানি দ্বারা গোসল করাবে। উক্ত নিয়ম তিন রাত পালন করলে বদনজর দূর হয়ে যাবে।

ছারপোকা তাড়ানোর আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াত (সূরা ইবরাহীম : ১২) সাত বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সাত বার বলবে 'হে ছারপোকার দল! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো, তবে আমাদের কষ্ট দিও না।' তার পর উক্ত পানি শয্যাস্থলে ছিটিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ ছাড়পোকা দূর হয়ে যাবে।

শস্যক্ষেতের পোকামাকড় তাড়ানোর আমল

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ
إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (١٣) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ
خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١٤) وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٥) مِنْ
وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (١٦) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ
مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (١٧)

(সূরা ইবরাহীম : ১৩-১৭)

বৈশিষ্ট্য : কারো শস্যক্ষেতে পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ এবং পঙ্গপাল আক্রমণ করলে বা ইঁদুরের উপদ্রব হলে, বুধবার সূর্যোদয়ের পূর্বে উক্ত আয়াতগুলো চার খণ্ড যায়তুনের তক্তায় কালি দ্বারা লিখে চার তক্তা শস্যক্ষেতের চার কোণে গেড়ে দিবে। গাড়ার সময় এ আয়াতগুলো তিনবার পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ শস্যক্ষেত থেকে সমস্ত ক্ষতিকর জীবজন্তু ও পোকামাকড় দূর হয়ে যাবে।

জালেমকে ধ্বংস করার আমল

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ

(সূরা ইবরাহীম : ২৬)

বৈশিষ্ট্য : জালেমের ঘাঁটি নির্মূল এবং তাকে ধ্বংস করার জন্য বুধবার দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে মাটি দ্বারা চার কোণবিশিষ্ট পাটাতন বানিয়ে তা ছায়ায় রেখে শুকাবে। পরবর্তী বুধবার তাতে কাঠের কলম দ্বারা উক্ত আয়াত লিখবে। এরপর মাটির তৈরি শুকনা পাটাতন খুব মিহি করে পিষে জালেমের ঘর, শস্যক্ষেত বা বাগানে ছিটিয়ে দিবে। অতঃপর মাসের শেষ দিকে সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার জবাইকৃত পশুর শোধনকৃত চামড়ায় উক্ত আয়াত লিখে সে চামড়া জালেমের খাওয়ার পানিতে ঢেলে দিবে। ফলে সে অসুস্থ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম করবে না।

বিপদাপদ মুক্ত থাকার আমল

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٣٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤)

(সূরা ইবরাহীম : ৩২-৩৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো সকাল-সন্ধ্যা এবং শোয়ার সময় বা কোথাও যাওয়ার সময় তিলাওয়াত করলে, জলে-স্থলে সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। মাল-সামান, শস্যক্ষেত এবং গবাদিপশু প্রভৃতিতে বরকত হবে।

মহিলার দুধ বৃদ্ধি হওয়ার আমল

পুরো সূরা হিজর জাফরান দ্বারা লিখে কোনো মহিলাকে খাওয়ালে তার দুধ বৃদ্ধি হবে।

বিরোধিতা রোধ করার আমল

যে ব্যক্তি সূরা হিজর লিখে পকেটে রাখবে, তার রুযি রোযগারে বরকত হবে। লেনদেনে কেউ তাকে ঠকাতে পারবে না। অন্যায়ভাবে কেউ তার বিরোধিতা করতে পারবে না।

জান-মাল হেফাযত থাকার আমল

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ()

(সূরা হিজ্‌র : ৯)

বৈশিষ্ট্য : রূপার গিলটি করা পাতে উক্ত আয়াত খোদাই করে জুমার রাতে উক্ত আয়াত চল্লিশ বার পাঠ করে তাতে ফুঁক দিবে। এরপর এ পাতটি আংটির নাগিনার নিচে রেখে পরিধান করলে, জান-মালসহ সবকিছু হেফাযত থাকবে। কাঁচা মোমে এ আয়াত নকশা করে ব্যথাযুক্ত স্থানে ধোঁয়া দিলে আরাম পাবে।

প্রভাব বিস্তার ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার আমল

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (١٧)

(সূরা হিজ্‌র : ১৬-১৭)

বৈশিষ্ট্য : আংটির নাগিনায় অথবা হরিণের পাতলা চামড়ায় উক্ত আয়াত লিখে সাথে রাখলে প্রভাব প্রতিপত্তি ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

রিযিক, শস্যক্ষেত ও বাগানে বরকত হওয়ার আমল

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ (١٩) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢٠)

(সূরা হিজ্‌র : ১৯-২০)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতদ্বয় তক্তায় লিখে বাগান ও শস্যক্ষেতে পুঁতে দিলে ফলনে বরকত হবে। পেরেক দিয়ে দোকানে আটকে দিলে বেচাকেনায় বরকত হবে।

বাগান বিনষ্ট করা ও সমাবেশ বানচাল করার আমল

পুরো সূরা নাহল লিখে কোনো বাগান বা ক্ষেতে রেখে দিলে, সে বাগান বা ক্ষেতের সকল ফল বিনষ্ট হয়ে যেতে থাকে। আর জনসমাবেশে রেখে দিলে উপস্থিত লোকজন বিক্ষিপ্ত হয়ে সমাবেশের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

জালেম ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে এ আমল জায়েয হবে না। এ ব্যাপারে শরীয়তের সীমা রক্ষা করা ওয়াজিব।

গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়ার আমল

সূরা বনী ইসরাঈল সাদা রেশমী কাপড়ে লিখে ধনুকে বা বন্দুকে লেপটে সেলাই করে দিলে তীর বা গুলি লক্ষভ্রষ্ট হবে না।

বাকশক্তি বৃদ্ধির আমল

সূরা বনী ইসরাঈল জাফরান দ্বারা লিখে পানিতে ধুয়ে খাওয়ালে যে শিশুর বাকশক্তি কম তার বাকশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ভয়ভীতি দূর করার আমল

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (٤٥) وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (٤٦)

(সূরা বনী ইসরাঈল : ৪৫-৪৬)

বৈশিষ্ট্য : ভয়ভীতির কারণে বিচলিত হয়ে পড়লে বা দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরলে, উক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করে দম করবে। ইনশাআল্লাহ ভয়ভীতি ও খারাপ চিন্তা-ভাবনা দূর হয়ে যাবে।

জ্বিনের আছর দূর করার আমল

বৈশিষ্ট্য : উপরোক্ত আয়াতদ্বয় (সূরা বনী ইসরাঈল : ৪৫-৪৬) নীল ডোর বা কাগজে লিখে বাহুতে বেঁধে দিলে জ্বিনের আছর দূর হয়ে যাবে।

যে কোনো রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

(সূরা বনী ইসরাঈল : ৮২)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত আয়াতে শিফা এর অন্তর্ভূক্ত। উক্ত আয়াত পাঠ করে রোগীকে ঝাড়লে অথবা লিখে ধুয়ে পান করালে যে কোনো রোগ আরোগ্য হয়।

দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার আমল

وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (١٠٥) وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا (١٠٦)

(সূরা বনী ইসরাঈল : ১০৫-১০৬)

বৈশিষ্ট্য : দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, দুঃস্বপ্ন, ওয়াসওয়াসা এবং অনিষ্টকর মন্দ কল্পনায় আক্রান্ত ব্যক্তি একাধারে দশ দিন রোযা রাখবে। বিছিন্নভাবে আরো কিছু রোযা রাখবে। হালাল উপার্জন দ্বারা ইফতার করবে। এ দিনগুলোতে এশার নামাযের পর এক বোতল পানি নিয়ে দশ বার উক্ত আয়াত পাঠ করে তাতে ফুঁক দিয়ে শুয়ে যাবে।

ঘুম থেকে উঠে তিন ঢোক পানি পান করবে এবং দশ বার উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করবে। এভাবে চার বার করবে। এরপর অবশিষ্ট পানিটুকু সেহরীর সময় পান করবে এবং আরেকবার উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করবে। ইনশাআল্লাহ সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

অন্যের মুখাপেক্ষিতা ও ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার আমল

সূরা কাহাফ (১৫তম পারা ...سُبْحَانَ الَّذِيْ) লিখে একটি বোতলে বন্ধ করে ঘরে রাখলে অন্যের মুখাপেক্ষিতা এবং ঋণ মুক্ত থাকবে। ঘরবাসীদেরকে কেউ কষ্ট দিতে পারবে না। আর শস্যের গোলায় রাখলে তা সব রকম বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

জালেম দুশমন ধ্বংস হওয়ার আমল

وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا (٤) مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَّقُوْلُوْنَ إِلَّا كَذِبًا (٥) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا (٦) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٧) وَإِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا (٨)

(সূরা কাহাফ : ৪-৮)

বৈশিষ্ট্য : মুহাররম মাসের প্রথম শনিবার দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে অনাবাদ মসজিদ, অনাবাদ জায়গা, বসবাসের খালি ঘর, অব্যবহৃত হাম্মামখানা, যে জায়গায় জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং চৌরাস্তা এসব জায়গা থেকে এক মুষ্টি করে মাটি সংগ্রহ করবে। প্রত্যেক মুষ্টি মাটির উপর সাত বার করে উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করবে এবং উদ্দেশ্য কল্পনা করবে। তারপর সকল মাটি একসাথে মিশিয়ে জালেম দুশমনের ঘরে, বাগানে বা বসবাসের

শহরে ছিটিয়ে দিবে। সাত সপ্তাহ পর্যন্ত এ আমল করবে। তবে এ ক্ষেত্রেও শরীয়তের সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ফলন বেশি হওয়ার আমল

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَّحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٣٢) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا (٣٣)

(সূরা কাহাফ : ৩২-৩৩)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত জুমার দিন চতুর্থ প্রহরে মাটির বারটি টুকরার উপর তামার কলম দ্বারা লিখে সাফসাফ পাতা ও তখমে বুকায়েদের ধোঁয়া দিয়ে মাটির টুকরাগুলো কূপে ফেলবে। সে কূপের পানি দ্বারা গাছ বা বাগানে সেচ দিলে ফলে বরকত হবে।

জ্বালাতনকারী দুশমন ধ্বংস হওয়ার আমল

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ أَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰكَ رَجُلًا (٣٧) لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ أَحَدًا (٣٨)

(সূরা কাহাফ : ৩৭-৩৮)

বৈশিষ্ট্য : জ্বালাতনকারী দুশমনকে ধ্বংস করতে চাইলে বৃহস্পতি ও শুক্রবার দিন রোযা রাখবে। শনিবার অর্ধরাতে আবর্জনার উপর থেকে উঠানো একটি পুরনো চিরুনি নিবে। তাতে উক্ত আয়াত লিখে কোনো সন্যাসীর জামার কাপড়ে পেঁচিয়ে শত্রুর থাকার জায়গায় দাফন করে দিবে।

খায়র ও বরকত লাভ এবং সুস্বপ্ন দেখার আমল

সূরা মারইয়াম (১৬তম পারা) লিখে ঘরে কাঠের গ্লাসে রেখে দিলে, খুব বেশি খায়র ও বরকত লাভ হবে। ঘরবাসী ভালো স্বপ্ন দেখবে। তাদের পাশে যারা ঘুমাবে তারাও ভালো স্বপ্ন দেখবে। উক্ত সূরা লিখে ঘরের দেয়ালে লাগিয়ে দিলে সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। ভীতু লোক উক্ত সূরা লিখে ধুয়ে পান করলে ভয়ভীতি দূর হয়ে যাবে।

গর্ভস্থিতির আমল

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآئِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي
وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦) يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى
لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ
بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (٨) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ
وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (٩) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا
(١٠) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (١١) يَا
يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٢) وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا
(١٣) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (١٤) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ
وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (١٥)

(সূরা মারইয়াম : ৫-১৫)

বৈশিষ্ট্য : যে মহিলার গর্ভ স্থির হয় না সে এবং তার স্বামী উভয়ে জুমার দিন রোযা রাখবে। চিনি, বাদাম ও রুটি দ্বারা ইফতার করবে। পানি একেবারেই পান করবে না। তারপর উক্ত আয়াতগুলো কাঁচের পাত্রে এমন মধু দ্বারা লিখবে যাতে আগুনের আঁচ লাগেনি। সে পাত্র পবিত্র মিষ্টি পানি দ্বারা ধুয়ে দুইশ চব্বিশটি সাদা দানা নিয়ে প্রত্যেক দানার উপর উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করবে।

তারপর সে পানি হাঁড়িতে নিয়ে দানাগুলো ঢালবে এবং খুব ভালোভাবে জ্বাল দিবে। এশার নামায পড়ে সূরা মারইয়াম তিলাওয়াত করবে। দানাগুলো যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন পানি থেকে উঠিয়ে তার সাথে কিছু আঙ্গুরের রস মিশিয়ে স্বামী-স্ত্রী অধেক অর্ধেক পান করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবে। এরপর সহবাস করবে। ইনশাআল্লাহ সেদিনই গর্ভ সঞ্চার হবে এবং গর্ভস্থিতি হবে। যদি তিনবার (রাতে খাওয়ার পূর্বে) এ পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলে সন্তান খুব ভালো হবে।

খেজুর গাছ নিরাপদ থাকার আমল

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (٢٥) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي

عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ
إِنْسِيًّا (٢٦)

(সূরা মারইয়াম : ২৫-২৬)

বৈশিষ্ট্য : খেজুর গাছে স্বল্প সময়ে উন্নত মানের খেজুর আসার জন্য এবং গাছ সার্বিক নিরাপদ থাকার জন্য খেজুরের তিনটি ছড়া থেকে হলুদ, সবুজ এবং লাল তিনটি খেজুর নিয়ে নতুন কলম দ্বারা উক্ত আয়াত লিখে এক একটি ছড়া এক একটি শাখায় বেঁধে দিলে ইনশাআল্লাহ খুব ফল আসবে।

ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধির আমল

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٥٦) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (٥٧)

(সূরা মারইয়াম : ৫৫-৫৬)

বৈশিষ্ট্য : ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধির জন্য উক্ত আয়াতদ্বয় হলুদ রেশমী কাপড়ের টুকরায় মধুর সাথে মিশ্রিত জাফরান দ্বারা লিখে তাবিজ বানাবে। এরপর কুন্দুর (এক প্রকার আঠা) গুলে তা দ্বারা তাবিজে ধোঁয়া দিয়ে শরীরে ধারণ করবে। ইনশাআল্লাহ সর্বমহলে ইজ্জত সম্মান পাবে।

বিবাহ সহজ হওয়ার আমল

সূরা ত্বহা (১৬তম পারা) লিখে সবুজ রেশমী কাপড়ে পেঁচিয়ে সাথে রাখবে। এরপর যদি বিবাহের প্রস্তাব পাঠানো হয় তাহলে মঞ্জুর হবে। তাবিজ ধারণকারী ব্যক্তি বিবাদমান দুই ব্যক্তি বা দলের মাঝে সমঝোতা করলে, তারা তার কথা মান্য করবে।

এ তাবিজ ভেজানো পানি পান করলে বাদশা থেকে উদ্দেশ্য হাসিল হবে। অবিবাহিত মেয়েকে এ পানি দ্বারা গোসল করালে সহজে তার বিবাহ হবে।

গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার আমল

طٰهٰ (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى (٢) إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى (٣) تَنْزِيلًا مِّمَّنْ
خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلٰى (٤) اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (٥) لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى (٦) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ
يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفٰى (٧) اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (٨)

(সূরা ত্বহা : ১-৮)

বৈশিষ্ট্য : মর্মর পাথর, চীনা মাটি অথবা কাঁচের পাত্রে মেশক, কাফুর এবং গোলাব জল দ্বারা উক্ত আয়াত লিখবে। এরপর রওগানে বুকায়েন দ্বারা ধুয়ে তাতে সামান্য পরিমাণ আম্বর ও কাফুর মিশ্রিত করে সুগন্ধি বানিয়ে কপালে এবং ভ্রুতে লাগিয়ে যার সামনে যাবে তার কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পাবে, তাকে সম্মান করবে।

ফোঁড়া ভালো হওয়ার আমল

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٥) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا
(١٠٦) لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧)

(সূরা ত্বহা : ১০৫-১০৭)

বৈশিষ্ট্য : জখম, ফোঁড়া বাগি, ফুস্কুড়ি ভালো হওয়ার জন্য একটি পবিত্র পাত্র নিয়ে ফারেসী কালি দ্বারা উক্ত আয়াত লিখে রওগানে বনফশা (এক প্রকার তৈল) দ্বারা ধুয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে।

বিবাহ হওয়ার আমল

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (١٣١) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا
نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ (١٣٢)

(সূরা ত্বহা : ১৩১-১৩২)

বৈশিষ্ট্য : অবিবাহিত ছেলে-মেয়ে উক্ত আয়াত লিখে ধারণ করলে সহজে বিবাহ হবে। বিস্মৃতিজনিত অসুস্থ ব্যক্তি ধারণ করলে সুস্থতা লাভ করবে। গরীব ব্যক্তি ধারণ করলে সম্পদশালী হবে।

নিদ্রাহীনতা দূর হওয়ার আমল

ভয় অথবা দুশ্চিন্তাজনিত নিদ্রাহীনতা দূর করার জন্য সূরা আম্বিয়া হরিণের চামড়ায় লিখে কোমরে বেঁধে দিলে যথেষ্ট ঘুম হবে। তাবিজ খুলা পর্যন্ত চোখ খুলবে না।

জালেমকে ধ্বংস করার আমল

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (٢٥)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (٢٦) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ
ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (٢٨) وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلٰهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذٰلِكَ
نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٢٩)

(সূরা আম্বিয়া : ২৫-২৯)

বৈশিষ্ট্য : অহংকারী জালেমকে ধ্বংস করার জন্য মুসলমান, ইহুদী, খ্রিষ্টান, মাজুসী (অগ্নি পূজক) এ চার প্রকার কবরের মাটি সংগ্রহ করবে। তারপর কোনো অহংকারীর পুরাতন কবরের মাটি এবং পরিত্যক্ত ঘরের মাটি ও ওয়াক্‌ফকৃত ছাদ বিধ্বস্ত ঘরের মাটি সংগ্রহ করবে। এ সাত প্রকার মাটি কোনো একটি পাত্রে নিয়ে তাতে উক্ত আয়াতগুলো সাত বার করে তিলাওয়াত করবে এবং মাসের শেষ বুধবার ঐ মাটি এক সাথে মিশ্রিত করে উপর থেকে সে ব্যক্তির ঘরে ঢেলে দিবে। এবার তামাশা দেখতে পাবে।

সন্তান প্রসব সহজ হওয়ার আমল

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (٣٠)

(সূরা আম্বিয়া : ৩০)

বৈশিষ্ট্য : প্রসব ব্যথা শুরু হলে উক্ত আয়াত লিখে পেটে বা কোমরে বাঁধলে সন্তান প্রসব সহজ হবে। তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে খুলে ফেলতে হবে। এ আয়াত পড়ে ফুঁক দিলেও উপকার হবে।

সঠিকভাবে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার আমল

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ (٩١)
إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٢) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ
إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (٩٣)

(সূরা আম্বিয়া : ৯১-৯৩)

বৈশিষ্ট্য : গর্ভ রক্ষা এবং বাচ্চা সঠিকভাবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য উক্ত আয়াত লিখে গর্ভবতী মহিলার গর্ভের প্রথম চল্লিশ দিন বেঁধে রাখবে। তারপর খুলে রেখে দিবে। নবম মাসে পুনরায় বাঁধবে। বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর খুলে বাচ্চার শরীরে বেঁধে দিবে। এতে বাচ্চা সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

জ্বর ও ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (١٠٢) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (١٠٣)

(সূরা আম্বিয়া : ১০১-১০৩)

বৈশিষ্ট্য : জ্বর, ব্যথা ও সকল প্রকার অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য একটি পবিত্র পাত্র নিয়ে তাতে কালি দ্বারা উক্ত আয়াত লিখে তা এমন কূপের পানি দ্বারা ধৌত করবে যাতে রোদ পড়ে না। তারপর এ পানি থেকে তিন ঢোক রোগীকে পান করাবে। ব্যথা বেশি হলে বাকী পানিটুকু কোমরে ছিটিয়ে দিবে। তিন দিন এ নিয়ম পালন করলে ইনশাআল্লাহ জ্বর, ব্যথা ও সকল প্রকার অসুস্থতা ভালো হয়ে যাবে।

অথবা কাঁচের পাত্রে লিখে রওগানে বাবুনায় (ইউনানী তৈল) ধুয়ে কোমর এবং গিরায় মালিশ করলেও ভালো ফল পাওয়া যাবে।

জালেম শাসককে উৎখাত করার আমল

সূরা হজ্জ (১৭তম পারা) লিখে জালেম শাসকের নৌকায় বা জাহাজে ফেলে দিলে তার ধ্বংস শুরু হয়ে যাবে। অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীর বাসস্থানে ফেলে দিলে সে বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়ে যাবে।

জালেম ধ্বংস হওয়ার আমল

ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٤) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (٤٥) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٤٦)

(সূরা হজ্জ : ৪৪-৪৬)

বৈশিষ্ট্য : রাজস্ব আদায়কারীর যে কোনো গাছ থেকে সাত দিনে সাতটি পাতা সংগ্রহ করবে। শনিবার সূর্যোদয়ের পর থেকে সংগ্রহ শুরু করবে। প্রতিটি পাতার উভয় পিঠে উক্ত আয়াত লিখে রোদে শুকাবে। পাতাগুলো খুব মিহি করে পিষবে। পিষার সময় মনে মনে জালেমের নাম বলতে থাকবে। এরপর তা তার ঘরে ফেলে দিবে।

জালেম ধ্বংস হওয়ার আরেকটি আমল

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (٧٣) مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٧٤)

(সূরা হজ্জ : ৭৩-৭৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত দ্বারাও জালেমকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য হাসিল হয়। সপ্তাহের শেষ দিন কিছু চিনি গুলে সূর্যোদয়ের পূর্বে খরনুব গাছের এক খন্ড কাঠের উপর উক্ত আয়াত লিখবে। এরপর মালিকের পরিচয় জানা নেই এমন পরিত্যক্ত কূপের পানি দ্বারা তা ধুয়ে জালেমের আবাসস্থলে রেখে দিবে। ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

মদের নেশা দূর হওয়ার আমল

সূরা মুমিনূন (১৮তম পারা) রাতের বেলা সাদা কাপড়ে লিখে ধুয়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে পান করালে মদের নেশা দূর হয়ে যাবে।

গর্ভ সঞ্চারের আমল

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)

(সূরা মুমিনুন : ১২-১৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতদ্বয় রায়হানে উতরজীর সাতটি পাতায় লিখবে। তারপর মহিলা একটি করে পাতা গিলবে আর প্রত্যেক পাতা গেলার সময় এক ঢোক করে হলুদ বর্ণের গাভীর দুধ পান করে যেতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ গর্ভ সঞ্চার হবে।

সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার আমল

বৈশিষ্ট্য : সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য উপরোক্ত আয়াত (সূরা মুমিনুন : ১২-১৪) তুঁতের পানিতে চুবানো পাতলা কাপড়ের উপর লিখে পাগড়ির ভেতর রাখবে আর মহিলা কাপড়ের ভেতর বেঁধে রাখবে। ইনশাআল্লাহ সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে।

নৌকা নিরাপদ থাকার আমল

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٨) وَقُلْ رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٢٩)

(সূরা মুমিনুন : ২৮-২৯)

বৈশিষ্ট্য : নৌকায় আরোহণের পর উক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করলে নৌকা যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকে। ঘরে পাঠ করলে চোর, ডাকাত, শত্রু এবং জ্বিন থেকে নিরাপদ থাকে।

জ্বিনের আছর দূর করার আমল

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (١١٦) وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهٖ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهٖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (١١٧) وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١١٨)

(সূরা মুমিনুন : ১১৫-১১৮)

বৈশিষ্ট্য : জ্বিনে ধরা ব্যক্তির কানে উক্ত আয়াত পাঠ করে ফুঁক দিলে জ্বিনের আছর দূর হয়ে যাবে।

স্বপ্নদোষ বন্ধ হওয়ার আমল

সূরা নূর (১৮তম পারা) লিখে সাথে রাখলে স্বপ্নদোষ বন্ধ হবে। যমযমের পানি দ্বারা লিখে পান করলে কামভাব দূর হবে।

মন্দ অভ্যাস দূর করার আমল

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوا هٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

সূচীপত্র

(١٢) لَوْلَا جَآءُوْا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ
الْكَاذِبُوْنَ (١٣) وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَا
أَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٤) إِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ
لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ (١٥) وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا
يَكُوْنُ لَنَآ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ (١٦) يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْا
لِمِثْلِهٖ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (١٧) وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (١٨)

(সূরা নূর : ১২-১৮)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি অযথা গালি গালাজ করে, অন্যায় অনিষ্ট অশোভনীয় কথাবার্তা বলে, অশ্লীল গান বাজনায় অভ্যস্ত, এমন ব্যক্তির মুখ বন্ধ করার জন্য উক্ত আয়াতগুলো পড়ে সাদা আঙ্গুরের রসের উপর ফুঁক দিয়ে তাতে সামান্য পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করে হালুয়া তৈরি করে উক্ত ব্যক্তিকে খাওয়াবে। এরপর আগুনে গরম করা হয়নি এমন মধু দ্বারা উক্ত আয়াত মাটির চাড়ায় লিখে পানিতে ধুয়ে তাকে পান করাবে। তাহলে মন্দ কথা বলার অভ্যাস দূর হয়ে যাবে।

সকলের কাছে সম্মানিত হওয়ার আমল

اَللهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ
اَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ
يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِي اللهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ
وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٣٥) فِيْ بُيُوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ
وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا
بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكَاةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ
وَالْأَبْصَارُ (٣٧) لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨)

(সূরা নূর : ৩৫-৩৮)

বৈশিষ্ট্য : সকলের কাছে সম্মানিত হওয়ার জন্য ভালোভাবে গোসল করে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দিন রোযা রাখবে। জুমার দিন আছরের পূর্বে কেবলামুখী হয়ে বসে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে। তারপর উক্ত আয়াতগুলো একজন দ্বীনদার আলিমের দোয়াতের কালি দ্বারা হরিণের চামড়ায় লিখে ভাঁজ করে তাবিজ বানিয়ে আছরের নামায আদায় করবে। নামাযের পর তাবিজটি হাতে নিয়ে সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করবে। যে কেউ এ তাবিজ ধারণ করুক, সে সকলের কাছে সম্মান লাভ করবে।

চোখ ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো (সূরা নূর : ৩৫-৩৮) প্রতিদিন সকালে তিনবার পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে, ইনশাআল্লাহ চোখের ব্যথা ভালো হয়ে যাবে।

দুষ্ট লোকদের ঐক্য ভঙ্গের আমল

সূরা ফোরকান (১৮তম পারা) তিন বার লিখে ধারণ করলে হিংস্র প্রাণী কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এ তাবিজ ধারণ করে দুষ্ট লোকদের কাছে গেলে তাদের দল ভেঙ্গে যাবে। তারা কোনো কাজে একাতবদ্ধ হতে পারবে না। তাদের কোনো পরামর্শই ঠিক হবে না।

গুপ্ত সম্পদের স্থান চিহ্নিত করার আমল

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (١٩٥) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (١٩٦) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٩٧)

(সূরা শুআরা : ১৯২-১৯৭)

বৈশিষ্ট্য : মাটির নিচে লুকানো সম্পদের স্থান সন্দেহযুক্ত হয়ে গেলে তা চিহ্নিত করার জন্য উক্ত আয়াত কাগজে লিখে নাবালেগ মেয়ের কাটা সুতা দিয়ে তৈরী কাপড়ে কাগজটি পেঁচিয়ে একটি নীল চক্ষুবিশিষ্ট অথবা চুঁটিওয়ালা মোরগের ডানায় বেঁধে রবিবার মধ্যাহ্নের পর সন্দেহযুক্ত স্থানে ছেড়ে দিবে। যেখানে সম্পদ লুকানো আছে মোরগটি সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে এবং পা ও ঠোঁট দ্বারা মাটি খুঁড়তে থাকবে।

সাপ বিচ্ছু প্রভৃতি বিষাক্ত প্রাণী থেকে রক্ষার আমল

সূরা নমল (১৯তম পারা) হরিণের পাতলা চামড়ায় লিখে শোধনকৃত চামড়ায়

রেখে সাথে ধারণ করলে, কোনো নেয়ামত বন্ধ হয় না। সিন্দুকে রাখলে সে ঘরে সাপ, বিচ্ছু, খাটাশসহ কোনো হিংস্র ও বিষাক্ত প্রাণী আসবে না।

ঘুমন্ত ব্যক্তির অবস্থা অবগত হওয়ার আমল

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٤) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (٧٥) إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ
الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٧٦) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي
بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٧٨) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٧٩)
إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (٨٠) وَمَا أَنتَ بِهَادِي
الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ (٨١)

(সূরা নমল : ৭৪-৮১)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো বৃষ্টির পানি, জাফরান ও গোলাব জল দ্বারা সাপের চামড়ায় লিখে ঘুমন্ত ব্যক্তির বুকের উপর রেখে দিলে সে যা কিছু করেছে ঘুমে থেকেই সবকিছু বলে দিবে।

জ্ঞাতব্য : যে গোপন বিষয় অনুসন্ধান করা হারাম, সে বিষয় জানার জন্য এ আমল করাও হারাম। অতএব, আমল শুরু করার পূর্বে একজন আলিম থেকে এ সম্পর্কিত ফতোয়া জেনে নেয়া ওয়াজিব।

জাল টাকা ও আসল টাকা,
ভালো ও মন্দ জিনিস চিহ্নিত করার আমল

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

(সূরা নমল : ৯৩)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত পড়ে টাকাগুলো নাড়াচাড়া করলে জাল টাকাগুলো পৃথক হয়ে যাবে। এমনিভাবে ভালো ও মন্দ জানার জন্যও এ আয়াতের আমল করা যায়।

কর্মচারীর খেয়ানত বন্ধ করার আমল

সূরা কাছাছ (২০তম পারা) লিখে কর্মচারীর শরীরে বেঁধে দিলে তার খেয়ানত, খারাপ কাজ এবং পালানোর অভ্যাস ভালো হয়ে যাবে।

পেট ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

সূরা কাছাছ (২০তম পারা) লিখে বাঁধলে প্লীহা, পেট ব্যথা, কলিজা কামড় প্রভৃতি রোগ ভালো হয়ে যাবে।

অনিষ্টকারীর অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُوْدَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ (٢٣) فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّيْ لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ (٢٤) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٢٥)

(সূরা কাছাছ : ২৩-২৫)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো বেশি বেশি পাঠ করলে অনিষ্টকারীর অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٥١) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ (٥٢) وَإِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ (٥٣) أُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٥٤) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ (٥٥)

(সূরা কাছাছ : ৫১-৫৫)

বৈশিষ্ট্য : স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য চন্দ্রমাসের প্রথম বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার রোযা রাখবে। শনিবার দিবাগত রাতে উক্ত আয়াতগুলো কাঁচের পাত্রে লিখে প্রবহমান নদীর পানি দ্বারা ধুয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বে পান করবে।

মোকাদ্দমায় জয় লাভ করার আমল

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (٦٩) وَهُوَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٧٠)

(সূরা কাছাছ : ৬৮-৭০)

বৈশিষ্ট্য : মামলা মোকাদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য, হাকিমের ভুল সিদ্ধান্ত বা জুলুমের শংকা থাকলে, মোকাদ্দমা পেশ হওয়ার সময় উক্ত আয়াত সাত বার পাঠ করে তিনবার وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰىٓ أَمْرِهٖ বলবে। ইনশাআল্লাহ সকল অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে এবং মামলায় জয় লাভ করবে।

জ্বর আরোগ্য হওয়ার আমল

চারদিন অন্তর অন্তর জ্বর উঠলে সূরা আনকাবূত (২০তম পারা) লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে পান করালে আরাম হবে।

দুশ্চিন্তা ও অলসতা দূর করার আমল

দুশ্চিন্তা ও অলসতা দূর করা এবং মানসিক প্রশান্তি ও আনন্দের জন্য সূরা আনকাবূতের অযীফা খুবই উপকারী।

জালেমকে রোগাক্রান্ত করার আমল

সূরা রুম (২১তম পারা) লিখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে মাটির পাত্রে রেখে জালেমকে পান করালে সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে।

শত্রুর মনে ভয়ভীতি সঞ্চার করার আমল

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (٥٩) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ (٦٠)

(সূরা রুম : ৫৯-৬০)

বৈশিষ্ট্য : শত্রুর মনে প্রবল ভয়ভীতি সঞ্চার করার জন্য তার পরিধানের কাপড় সংগ্রহ করে তাতে উক্ত আয়াত লিখে সাথে রাখলে তার মনে প্রবল ভয়ভীতি সঞ্চার হবে।

তবে না জায়েয পন্থায় তার কাপড় নেয়া যাবে না। সে কাউকে নিজের কাপড় দান করে দিলে এবং সে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে ব্যবহারকারীকে দিলে অথবা যে কোনোভাবে তার থেকে ক্রয় করে নেয়া হলে এ কাপড় ব্যবহার করা জায়েয হবে।

পেটের রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা লোকমান (২১তম পারা) লিখে ধুয়ে পান করলে পেটের সকল প্রকার রোগ এবং তিন/চারদিন অন্তর অন্তর হওয়া জ্বর ও ব্যথা ভালো হবে। এ সূরা তিলাওয়াত করলে পানিতে ডুবে মারা যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

সমুদ্র শান্ত হওয়ার আমল

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيَاتِهٖ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ

(সূরা লোকমান : ৩১)

বৈশিষ্ট্য : সমুদ্রে ঝড় উঠলে সাত টুকরা কাগজের প্রতি টুকরায় উক্ত আয়াত লিখে এক একটি করে পূর্ব দিক দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিবে। ইনশাআল্লাহ সমুদ্র শান্ত হয়ে যাবে।

জ্বর, মাথা ব্যথা ও মৃগী রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা (২১তম পারা) লিখে ধারণ করলে জ্বর, অর্ধেক ও পুরো মাথা ব্যথা এবং মৃগী রোগ আরোগ্য হবে।

শিশু দ্রুত বেড়ে উঠার আমল

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (٩)

(সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা : ৭-৯)

বৈশিষ্ট্য : শিশু জন্মের সতের দিন পর উক্ত আয়াতগুলো কাঁচের পাত্রে লিখে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধুয়ে দুই ভাগ করে একভাগ বাচ্চার খাদ্যের সাথে মিশাবে আর একভাগ বোতলে রেখে সাতদিন পর্যন্ত অল্প অল্প করে পান করাবে এবং চেহারায় মালিশ করবে। ইনশাআল্লাহ শিশু দ্রুত বেড়ে উঠবে।

মেয়েদের অধিক পরিমাণে বিয়ের প্রস্তাব আসার আমল

সূরা আহযাব (২১তম পারা) হরিণের পাতলা চামড়ায় বা কাগজে লিখে একটি ডিব্বায় করে ঘরে রেখে দিলে মেয়েদের অধিক পরিমাণে বিবাহের প্রস্তাব আসবে।

ইজ্জত সম্মান লাভ করার আমল

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا (٤٠) وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا

مُّنِيرًا (٤٦) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيرًا (٤٧) وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا (٤٨)

(সূরা আহযাব : ৪৫-৪৮)

বৈশিষ্ট্য : চামেলী তেলে মেশক ও জাফরান মিশিয়ে সাত দিন পর্যন্ত ফজরে নামাযের পর উক্ত আয়াত পাঠ করে তাতে ফুঁক দিবে। তারপর শিশিতে ভরে রেখে দিবে। এ তেল ভ্রুদ্বয় ও গন্ডদ্বয়ে সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করে যার সামনে যাবে সেই তাকে সম্মান করবে। সবার উপর তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়বে।

জালেমকে বরবাদ করার আমল

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا
وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (٦١) سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا
(٦٢) يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
تَكُونُ قَرِيبًا (٦٣) إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (٦٤) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا (٦٥) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا
اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (٦٦)

(সূরা আহযাব : ৬০-৬৬)

বৈশিষ্ট্য : জালেমকে বুঝানোর পরও যদি জুলুম থেকে বিরত না হয়, তাহলে যে কূপের পানি বের হওয়ার পথ পূর্ব দিকে এমন একটি কূপ থেকে এক পেয়ালা পরিমাণ পানি নিয়ে উক্ত আয়াতগুলো এক টুকরা কাগজে লিখে সে পানিতে ধুয়ে জালেমের ঘরে ছিটিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ সে বরবাদ হয়ে যাবে।

জন্ডিস আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা সাবা (২২তম পারা) কাগজে লিখে সাথে রাখলে সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। এ সূরা পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে জন্ডিস রোগীর চেহারায় সে পানি ছিটিয়ে দিলে আরোগ্য লাভ করবে।

সূচীপত্র

পশু বিপদাপদ মুক্ত থাকার আমল

সূরা ফাতের (২২তম পারা) কাগজে লিখে পশুর গলায় বেঁধে দিলে পশু সর্বপ্রকার বিপদাপদ মুক্ত থাকবে।

ব্যবসায় বরকত হওয়ার আমল

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (٢٩) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (٣٠)

(সূরা ফাতির : ২৯-৩০)

বৈশিষ্ট্য : চার টুকরা সূতি কাপড়ে উক্ত আয়াত লিখে মালপত্রের ভেতর রেখে দিলে, ইনশাআল্লাহ ব্যবসায় যথেষ্ট বরকত হবে।

স্মরণশক্তি প্রবল হওয়ার আমল

সূরা ইয়াসীন (২২তম পারা) সাত দিন পর্যন্ত গোলাব জল ও জাফরান দ্বারা লিখে নিয়মিত প্রতিদিন পান করলে যা শুনবে তাই স্মরণ থাকবে। যার সাথেই কথা বলবে তার উপরই বিজয়ী হবে।

মহিলার দুধ বৃদ্ধি পাওয়ার আমল

সূরা ইয়াসীন লিখে ধুয়ে পান করালে মহিলার দুধ বৃদ্ধি পাবে।

বদনজর ও যে কোনো রোগ ব্যাধি ভালো হওয়ার আমল

সূরা ইয়াসীন লিখে তাবিজরূপে ধারণ করলে বদনজর এবং সর্বপ্রকার রোগ ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকবে।

শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩)

(সূরা ইয়াসীন : ৮-৯)

বৈশিষ্ট্য : ঢালের উপর উক্ত আয়াত লিখে ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করলে বিজয়ী হবে।

চোর থেকে নিরাপদ থাকার আমল

বৈশিষ্ট্য : বিছানায় শুয়ে উপরোক্ত আয়াতদ্বয় (সূরা ইয়াসীন : ৮-৯) তিলাওয়াত করলে চোর ডাকাত থেকে নিরাপদ থাকবে।

ঝগড়া বন্ধ করার আমল

বৈশিষ্ট্য : দুই ব্যক্তি ঝগড়া করার সময় উপরোক্ত আয়াতদ্বয় (সূরা ইয়াসীন : ৮-৯) তিলাওয়াত করলে যে ব্যক্তি অন্যায়ের উপর আছে তার কথা বন্ধ হয়ে যাবে এবং সে পরাজিত হবে।

জ্বিনের আছর দূর করার আমল

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣) إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤)
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥) إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ
الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ
وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠)

(সূরা সাফ্‌ফাত : ১-১০)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো পড়ে জ্বিনে আক্রান্ত রোগীকে ফুঁক দিলে জ্বিনের আছর দূর হয়ে যাবে।

কূপ থেকে পানি বের হওয়ার আমল

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ (٤٢) وَوَهَبْنَا لَهٗ أَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٤٣) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا
وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهٗ أَوَّابٌ (٤٤) وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (٤٥) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦) وَإِنَّهُمْ
عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (٤٧) وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ
الْأَخْيَارِ (٤٨) هٰذَا ذِكْرٌ وَّإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ (٤٩) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ
الْأَبْوَابُ (٥٠) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَّشَرَابٍ (٥١)

(সূরা ছোয়াদ : ৪২-৫১)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো বেশি বেশি পাঠ করলে কূপ বা ঝর্ণা থেকে সুমিষ্ট ও বেশি পানি পাওয়া যাবে।

জনপ্রিয় হওয়ার আমল

সূরা যুমার (২৩তম পারা) লিখে সাথে রাখলে সকলের কাছে জনপ্রিয় লাভ করবে।

জালেম থেকে রক্ষার আমল

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِيٓ إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ

(সূরা মুমিন : ৪৪)

বৈশিষ্ট্য : জালেমের সামনে উক্ত আয়াত পাঠ করলে তার জুলুম থেকে নিরাপদ থাকবে।

চক্ষু রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা হামীম সাজদা (২৪তম পারা) লিখে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধুয়ে তাতে সুরমা পিষে লাগালে অথবা সেই পানি দ্বারা ধৌত করলে চোখের ব্যথা, চোখ সাদা হয়ে যাওয়া ভালো হয়ে যাবে।

মানুষের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা শূরা (২৫তম পারা) লিখে সাথে রাখলে মানুষের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে।

হাঁচি রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা যুখরুফ (২৫তম পারা) লিখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পান করলে হাঁচি রোগ আরোগ্য হবে।

আমাশা আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা দোখান (২৫তম পারা) লিখে ধুয়ে পান করলে আমাশা রোগ ভালো হবে।

শিশুর নিরাপত্তার আমল

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সূরা জাসিয়া (২৫তম পারা) লিখে বেঁধে দিলে সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

জ্বিন ও মানুষের অনিষ্টতা থেকে রক্ষার আমল

সূরা আহকাফ (২৬তম পারা) লিখে তাবিজরূপে ধারণ করলে সকল জ্বিন ও মানুষের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে।

সকলের প্রিয়পাত্র হওয়ার আমল

সূরা মুহাম্মাদ (২৬তম পারা) লিখে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে পান করলে সকলের প্রিয়পাত্র হবে এবং সম্মান লাভ করবে।

যে কোনো রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা মুহাম্মাদ পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে গোসল করলে যে কোনো রোগ আরোগ্য হবে।

রিযিকের প্রশস্ততার আমল

রমযানের চাঁদ দেখার সময় সূরা ফাতাহ (২৬তম পারা) তিন বার তিলাওয়াত করলে সারা বছর রিযিক প্রশস্ত থাকবে।

যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার আমল

যুদ্ধ জিহাদে সূরা ফাতাহ লিখে সাথে রাখলে নিরাপদ থাকা যায়, সহজে জয় লাভ করা যায়।

ডুবে মরা থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল

নৌকায় আরোহণ করে সূরা ফাতাহ (২৬তম পারা) তিলাওয়াত করলে ডুবে মরা থেকে নিরাপদ থাকবে।

জনপ্রিয়তা অর্জন করার আমল

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (٢) وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (٣) هُوَ
الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٤)

(সূরা ফাতাহ : ১-৪)

বৈশিষ্ট্য : ওযুর সাথে উক্ত আয়াতগুলো গোলাব জল ও জাফরান দ্বারা হরিণের চামড়ায় লিখে টুপিতে রেখে ব্যবহার করলে সকলের কাছে জনপ্রিয় হওয়া যায়। তবে ওযু ছাড়া টুপি পরিধান করা যাবে না।

জ্বিনের আছর থেকে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা হুজুরাত (২৬তম পারা) লিখে ঘরের দেয়ালে সেঁটে দিলে ঘরবাসী জ্বিন ভূতের আছর থেকে নিরাপদ থাকবে।

গর্ভ রক্ষা ও দুধ বৃদ্ধির আমল

সূরা হুজুরাত লিখে ধুয়ে পান করলে গর্ভ রক্ষা হয় এবং দুধ বৃদ্ধি পায়।

সম্পদ স্থায়ী হওয়ার আমল

যে ঘরে সূরা কাফ (২৬তম পারা) তিলাওয়াত করা হবে, সে ঘরে ধন সম্পদ স্থায়ী হবে।

ফসলে বরকত হওয়ার আমল

قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ (١) بَلْ عَجِبُوْا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا
شَيْءٌ عَجِيْبٌ (٢) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ (٣) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ
الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ (٤) بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْ أَمْرٍ
مَّرِيْجٍ (٥) أَفَلَمْ يَنْظُرُوْا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ
(٦) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ (٧)
تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهٖ
جَنَّاتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ (١٠) رِزْقًا لِّلْعِبَادِ
وَأَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ (١١)

(সূরা কাফ : ১-১১)

বৈশিষ্ট্য : গাছ পালা ও ফল ফসলে বরকত হওয়া ও সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য উক্ত আয়াতগুলো সাত টুকরা কাগজে গোলাব জল ও জাফরান দ্বারা লিখবে। তারপর সোবহে সাদিকের সময় টুকরাগুলো বসন্তের প্রথম বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করবে। ধোয়ার সময় উক্ত আয়াতগুলো সাতবার তিলাওয়াত করবে।

রাতের বেলা উক্ত পানি যে গাছের গোড়ায় বা শস্যক্ষেতের মাঝখানে ছিটানো হবে বা যে বীজ সে পানিতে ভিজিয়ে বপন করা হবে, সে গাছ, ক্ষেতের ফসল বা বপনকৃত বীজে অত্যাধিক বরকত হবে এবং সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

পেট ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো (সূরা কাফ : ১-১১) লিখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পান করলে ভয়ভীতি দূর হয় এবং পেট ব্যথা ভালো হয়।

শিশুর দাঁত উঠার আমল

বৈশিষ্ট্য : কোনো শিশুর দাঁত না উঠলে উপরোক্ত আয়াতগুলো (সূরা কাফ : ১-১১) লিখে পান করালে তার দাঁত উঠবে।

অসুস্থতা লাঘব হওয়ার আমল

রোগীর নিকট বসে সূরা যারিয়াত (২৭তম পারা) তিলাওয়াত করলে অসুস্থতা লাঘব হয়।

সন্তান প্রসব সহজ হওয়ার আমল

সূরা যারিয়াত (২৭তম পারা) লিখে গর্ভবতী মহিলার সাথে রাখলে সন্তান প্রসব সহজ হয়।

কারামুক্তির আমল

কয়েদী বেশি বেশি সূরা তূর (২৭তম পারা) তিলাওয়াত করতে থাকলে দ্রুত মুক্তি লাভ করবে।

সফরে নিরাপদ থাকার আমল

সফরে সূরা তূর (২৭তম পারা) তিলাওয়াত করলে মুসাফির সর্বদিক থেকে নিরাপদ থাকবে।

বিচ্ছু মারার আমল

সূরা তূর তিলাওয়াত করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি বিচ্ছুর উপর নিক্ষেপ করলে সাথে সাথে বিচ্ছু মারা যাবে।

সকলের উপর জয়ী হওয়ার আমল

সূরা নাজম (২৭তম পারা) হরিণের চামড়ায় লিখে ধারণ করলে সকলের উপর বিজয়ী হবে।

সম্মান লাভ করার আমল

জুমার দিন জুমার নামাযের পূর্বে সূরা নাজম (২৭তম পারা) লিখে পাগড়ির ভেতর রেখে ব্যবহার করলে সম্মান লাভ করবে।

কুকুরের ঘেউ ঘেউ বন্ধ হওয়ার আমল

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣)

(সূরা আর রাহমান : ৩৩)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত পাঠ করলে সাথে সাথে কুকুরের ঘেউ ঘেউ বন্ধ হয়ে যাবে।

চোখ ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

উপরোক্ত আয়াত (সূরা আর রাহমান : ৩৩) লিখে ধারণ করলে চোখ ব্যথা ভালো হয়।

প্লীহা আরোগ্য হওয়ার আমল

উপরোক্ত আয়াত (সূরা আর রাহমান : ৩৩) লিখে পান করলে প্লীহা ভালো হয়।

সাপ বিচ্ছু দমনের আমল

উপরোক্ত আয়াত (সূরা আর রাহমান : ৩৩) লিখে দেয়ালে সেঁটে দিলে ঘরবাসী সাপ বিচ্ছু থেকে নিরাপদ থাকবে।

সহজে বাচ্চা প্রসব হওয়ার আমল

সূরা ওয়াকেয়া (২৭তম পারা) লিখে বেঁধে দিলে সহজে বাচ্চা প্রসব হয়।

ক্ষুধা পিপাসা নিবারণ হওয়ার আমল

ওযুর সাথে সকাল বিকাল সূরা ওয়াকেয়া (২৭তম পারা) তিলাওয়াত করলে ক্ষুধা পিপাসা নিবারণ হয়।

তীর ও তরবারী থেকে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা হাদীদ (২৭তম পারা) লিখে সাথে রাখলে তীর ও তরবারী থেকে নিরাপদ থাকবে।

জ্বর ভালো হওয়ার আমল

সূরা হাদীদ (২৭তম পারা) তিলাওয়াত করে ফুঁক দিলে জ্বর ও ফোলা রোগ আরোগ্য হয়।

ঘুম হওয়ার আমল

অসুস্থ ব্যক্তির নিকট সূরা মোজাদালা (২৮তম পারা) তিলাওয়াত করলে তার মন শান্ত হয় এবং ঘুম হয়।

শস্যস্তুপ নিরাপদ থাকার আমল

সূরা মোজাদালা লিখে শস্যস্তুপে রেখে দিলে, শস্যস্তুপ নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে।

উপস্থিত বুদ্ধি বৃদ্ধির আমল

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (٢١) هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (٢٢) هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٢٣) هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٢٤)

(সূরা হাশর : ২১-২৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো সাদা পাত্রে লিখে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে পান করলে স্মরণশক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

উপরোক্ত আয়াত (সূরা হাশর : ২১-২৪) ওযু অবস্থায় পাঠ করে যে কোনো ব্যথার স্থানে ফুঁক দিলে আরোগ্য লাভ করবে।

প্লীহা আরোগ্য হওয়ার আমল

সুরা মুমতাহিনা (২৮তম পারা) লিখে ধৌত করে একাধারে তিন দিন পান করলে প্লীহা রোগ আরোগ্য হয়।

সকলের শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার আমল

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ (٨) هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (٩) يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ (١٠) تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (١٢) وَأُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ

(সূরা সাফ : ৮-১৩)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো সাদা রেশমী কাপড়ে খাঁটি মেশক জাফরান এবং আবে নাসরিন মোকাত্তা দ্বারা লিখে গেঞ্জির ভেতর রেখে ব্যবহার করলে সকলের কাছে শ্রদ্ধাভাজন হওয়া যায়।

মালে বরকত হওয়ার আমল

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ()

(সূরা জুমা : ৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত জুমার দিন ঝিনুকের টুকরায় লিখে মালের মধ্যে রেখে দিলে মালে বরকত হবে এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

চোখ ব্যথা, দম্বল, ফোঁড়া ও
সব রকমের ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা মুনাফেকুন (২৮তম পারা) তিলাওয়াত করে ফুঁক দিলে চোখ ব্যথা, ফোঁড়া এবং সব রকমের ব্যথা ভালো হয়।

শত্রুর বাকশক্তি রোধ করার আমল

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ
يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنّٰى يُؤْفَكُونَ (٤)

(সূরা মুনাফিকুন : ৪)

বৈশিষ্ট্য : লোকজন চলাচল করে না এমন স্থান থেকে অল্প কিছু মাটি সংগ্রহ করে তাতে উক্ত আয়াত পাঠ করে ফুঁক দিয়ে শত্রুর অজান্তে সামান্য পরিমাণ মাটি তার মুখের উপর ছিটিয়ে দিলে, ইনশাআল্লাহ তার বাকশক্তি বন্ধ হয়ে যাবে।

জুলুম থেকে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা তাগাবুন (২৮তম পারা) পড়ে জালেমের নিকট গেলে জুলুম থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

রোজগারের ব্যবস্থা জানার আমল

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

(সূরা তালাক : ৭)

বৈশিষ্ট্য : প্রথমে গুনাহ থেকে তাওবা করে নেক আমল করার পাক্কা এরাদা করবে। এরপর জুমার দিনের অর্ধ রাতে উঠে একশ' বার ইস্তেগফার, একশ' বার দরুদ শরীফ, একশ' বার উক্ত আয়াত পাঠ করে শুয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ কোন কাজ করলে রোজগারের ব্যবস্থা হবে, তা স্বপ্নে দেখতে পাবে।

মৃগী, অনিদ্রা, ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা তাহরীম (২৮তম পারা) তিলাওয়াত করে ফুঁক দিলে ব্যথা এবং অনিদ্রা দূর হয়। মৃগী রোগ আরোগ্য হয়। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা হয়।

চোখ ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

সূরা মুল্‌ক (২৯তম পারা) নিয়মিত তিন দিন তিলাওয়াত করে ফুঁক দিলে চক্ষু ব্যথা ভালো হয়।

দারিদ্রতা দূর হওয়ার আমল

সূরা নূন (২৯তম পারা) নামাযে তিলাওয়াত করলে দারিদ্রতা ও অভাব অনটন দূর হয়।

গর্ভ রক্ষার আমল

সূরা আল হাক্‌কাহ (২৯তম পারা) লিখে গর্ভবতী মহিলার সাথে বেঁধে দিলে গর্ভস্থ সন্তান সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকে।

প্রখর মেধাসম্পন্ন হওয়া ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা আল হাক্‌কাহ (২৯তম পারা) তিলাওয়াত করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি বাচ্চার মুখে লাগিয়ে দিলে সে প্রখর মেধাসম্পন্ন হবে। সর্বপ্রকার রোগ ব্যাধি ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। যায়তুন তেলের উপর পড়ে বাচ্চার শরীরে মেখে দিলে অনেক উপকার হবে এবং বিষাক্ত কীটপতঙ্গ থেকে নিরাপদ থাকবে। এ তেল যাবতীয় ব্যথার জন্য উপকারী।

স্বপ্নদোষ বন্ধ হওয়ার আমল

সূরা মায়ারেজ (২৯তম পারা) ঘুমানোর পূর্বে তিলাওয়াত করলে স্বপ্নদোষ ও দুঃস্বপ্ন থেকে নিরাপদ থাকবে।

ইচ্ছা পূরণ ও হতাশা দূর হওয়ার আমল

সূরা নূহ (২৯তম পারা) নিয়মিত তিলাওয়াতের অভ্যাস করলে মনের সকল ইচ্ছা পূরণ হয় এবং দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা দূর হয়।

কারামুক্তির আমল

সূরা জ্বিন (২৯তম পারা) বেশি বেশি তিলাওয়াত করতে থাকলে সহজে মুক্তি লাভ করা যায়।

রিযিক বৃদ্ধির আমল

সূরা মুয্যাম্মিল (২৯তম পারা) তিলাওয়াত করলে জীবিকা উপার্জনের পথ প্রশস্ত হয় এবং রিযিক বৃদ্ধি পায়।

কুরআন মুখস্থ করার আমল

সূরা মুদ্দাসসির (২৯তম পারা) তিলাওয়াত করে দোয়া করলে কুরআন মুখস্থ করা সহজ হয়।

মন নরম হওয়ার আমল

সূরা কিয়ামাহ (২৯তম পারা) তিলাওয়াত করে পবিত্র পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করলে অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় সৃষ্টি হয় এবং মন নরম হয়।

যবানে ইলমী কথা জারি হওয়ার আমল

সূরা দাহর (২৯তম পারা) বেশি বেশি তিলাওয়াত করলে যবানে ইলমী কথা জারি হবে।

ফোঁড়া ভালো হওয়ার আমল

সূরা মুরসালাত (২৯তম পারা) লিখে ধারণ করলে ফোঁড়া ভালো হয়।

বিচারকের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা নাবা (৩০তম পারা) তিলাওয়াত করে অথবা লিখে তাবিজরূপে ধারণ করে বিচারকের কাছে গেলে তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে।

শত্রুর শত্রুতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা নাযিয়াত (৩০তম পারা) শত্রুর সামনে তিলাওয়াত করলে তার শত্রুতা থেকে নিরাপদ থাকবে।

রাস্তা নিরাপদ হওয়ার আমল

সূরা আবাসা (৩০তম পারা) লিখে সাথে রাখলে পথের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার আমল

সূরা তাকবীর (৩০তম পারা) তিলাওয়াত করে চোখে ফুঁক দিলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং চোখ উঠা ও ঝাঁপসা দেখা রোগ ভালো হয়।

কারামুক্তি ও জ্বর ভালো হওয়ার আমল

সূরা ইনফিতার (৩০তম পারা) বেশি বেশি তিলাওয়াত করলে দ্রুত মুক্তি লাভ করবে। এ সূরা লিখে ধৌত করে সে পানি দিয়ে গোসল করালে জ্বর ভালো হবে।

ঘুণ ও কীটপতঙ্গ থেকে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন (৩০তম পারা) তিলাওয়াত করলে ঘুণ ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ থেকে নিরাপদ থাকবে।

দংশন থেকে আরাম পাওয়া

সূরা ইনশিকাক (৩০তম পারা) তিলাওয়াত করে ফুঁক দিলে বিষাক্ত পোকা মাকড়ের দংশন থেকে আরাম পাওয়া যায়।

বাচ্চা দুধ ছাড়ানোর আমল

সূরা বুরুজ (৩০তম পারা) লিখে বেঁধে দিলে বাচ্চা সহজে দুধ খাওয়া ছেড়ে দিবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা ত্বারিক (৩০তম পারা) তিলাওয়াত করে ওষুধে ফুঁক দিলে সে ওষুধে কোনো প্রকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে না।

প্রতিধ্বনি ও অর্শ রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা আলা (৩০তম পারা) তিলাওয়াত করে ফুঁক দিলে কানে প্রতিধ্বনির সমস্যা আরোগ্য হবে। অর্শ রোগী এ সূরা তিলাওয়াত করলে আরোগ্য লাভ করবে।

ছেলে সন্তান লাভ করার আমল

সূরা আলা (৩০তম পারা) গর্ভ ধারণের প্রথম মাসে গর্ভবতীর ডান পাশে লিখে দিলে ইনশাআল্লাহ ছেলে সন্তান হবে।

খাদ্যের অপকারিতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা গাশিয়াহ (৩০তম পারা) তিলাওয়াত করে খাদ্যের উপর ফুঁক দিলে তার অপকারিতা থেকে নিরাপদ থাকবে। ব্যথার স্থানে ফুঁক দিলে আরাম হবে।

নেক সন্তান লাভ করার আমল

সূরা ফজর (৩০তম পারা) মধ্য রাতে তিলাওয়াত করে স্ত্রীর সান্নিধ্যে গমন করলে নেক সন্তান লাভ করবে।

শিশু নিরাপদ থাকার আমল

সূরা বালাদ (৩০তম পারা) লিখে সদ্যপ্রসূত শিশুর সাথে বেঁধে দিলে অনিষ্টকর প্রাণী এবং পিশাচ থেকে শিশু নিরাপদ থাকবে।

মৃগী ও জ্বর আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা ওয়াশ্শামস্ তিলাওয়াত করে মৃগী রোগীর কানে ফুঁক দিলে উপকার হয়। এ সূরা পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পান করালে খুব উপকার হয়।

পালাতক ফিরে আসা ও

হারানো মাল ফিরে পাওয়ার আমল

যার কোনো জিনিস হারিয়েছে বা কেউ পালিয়েছে সে সূরা ওয়াদদোহা (৩০তম পারা) সাত বার পাঠ করলে পালাতক ব্যক্তি ফিরে আসবে এবং হারানো মাল ফিরে পাবে।

বুক ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা আলাম নাশরাহ (৩০তম পারা) পাঠ করে ফুঁক দিলে বুকের ব্যথা ভালো হয় এবং মনের সংকীর্ণতা দূর হয়।

পাথর নির্গত হওয়ার আমল

সূরা আলাম নাশরাহ (৩০তম পারা) পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করলে পাথর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বের হয়ে যায় এবং অণ্ডকোষের ব্যথা উপশম হয়।

সফরে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা আলাক (৩০তম পারা) লিখে সফরে সাথে রাখলে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত সাগর, নদী ও স্থলভাগের সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

ভালোবাসা অটুট রাখার আমল

সূরা কদর (৩০তম পারা) ভালোবাসার মানুষের কপালের উপরের চুল ধরে পাঠ করলে তার থেকে অপ্রিয় কোনো আচরণ প্রকাশ পাবে না।

সত্য বলার সাহস হওয়ার আমল

সূরা কদর বেশি বেশি পড়লে সত্য বলার সাহস পয়দা হয়।

জন্ডিস আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা বাইয়্যিনা (৩০তম পারা) লিখে বেঁধে রাখলে এবং ধুয়ে পান করলে জন্ডিস রোগ আরোগ্য হয়।

মুখ বাঁকা রোগ ভালো হওয়ার আমল

সূরা যিলযাল (৩০তম পারা) কোনো অব্যবহৃত থালায় লিখে তা ধৌত করে পান করালে মুখ বাঁকা রোগ ভালো হয়।

আয় রোজগার সহজ হওয়া ও ভয় থেকে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা আদিয়াত (৩০তম পারা) লিখে সাথে রাখলে আয় রোজগার সহজ হয় এবং ভয় থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

আয় রোজগার বৃদ্ধি পাওয়ার আমল

সূরা আলক্বারিয়া (৩০তম পারা) বেশি বেশি পাঠ করলে আয় রোজগার বৃদ্ধি পায়।

অর্ধ মাথা ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

সূরা তাকাসুর (৩০তম পারা) আসরের নামাযের পর পাঠ করে ফুঁক দিলে অর্ধ মাথা ব্যথা ভালো হয়।

গুপ্ত সম্পদ নিরাপদ থাকার আমল

সূরা আসর ধন সম্পদ পুঁতে রাখার সময় পাঠ করলে সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

বদনজর দূর হওয়ার আমল

সূরা হুমাযা (৩০তম পারা) পাঠ করে বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর ফুঁক দিলে আছর দূর হয়ে যাবে।

শত্রু থেকে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা ফীল (৩০তম পারা) শত্রুর সাথে মোকাবেলার সময় পাঠ করলে আল্লাহ তাআলার ফযলে বিজয়ী হবে।

গুর্দার ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল

সূরা ফীল (৩০তম পারা) পাঠ করে খাদ্যের উপর ফুঁক দিয়ে খেলে সর্ব প্রকার অনিষ্টতা ও বদহজমী প্রভৃতি থেকে নিরাপদ থাকবে। গুর্দার ব্যথা উপশম হওয়ার জন্যও খুব উপকারী।

ব্যবহার্য জিনিস নিরাপদ থাকার আমল

সূরা মাউন (৩০তম পারা) পাঠ করে ব্যবহার্য জিনিসের উপর ফুঁক দিলে সেগুলো নিরাপদ থাকবে।

রাসূল (সা.) এর দিদার লাভ করার আমল

জুমার রাতে সূরা আল কাউসার (৩০তম পারা) এক হাজার বার এবং দরূদ শরীফ এক হাজার বার পাঠ করলে স্বপ্নে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার নসীব হবে।

শিরক ও সংশয় থেকে নিরাপদ থাকার আমল

সূরা কাফিরূন (৩০তম পারা) সকাল সন্ধ্যা পাঠ করলে শিরক, সন্দেহ সংশয় ও আকীদা বিশ্বাস বিনষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

মাছ বেশি পাওয়ার আমল

সূরা নাসর (৩০তম পারা) দস্তার উপর খোদাই করে জালে বেঁধে দিলে মাছ বেশি ধরা পড়বে।

ব্যথা দূর হওয়ার আমল

সূরা লাহব (৩০তম পারা) লিখে ব্যথার জায়গায় বেঁধে দিলে ব্যথা কমে যাবে এবং সুস্থ হয়ে যাবে।

বাচ্চা যাদু, বদনজর প্রভৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল

সূরা ফালাক, সূরা নাস (৩০তম পারা) পাঠ করে ফুঁক দিলে, লিখে শরীরে বাঁধলে ব্যথা, রোগ ব্যাধি, যাদু টোনা, বদনজর প্রভৃতি উপশমে খুবই উপকারী। শোয়ার সময় পাঠ করলে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ اَكْرَمُ دَلِيْلٍ اِلٰى

اَقْوَمِ سَبِيْلٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

আমালে কুরআনী

(তৃতীয় অধ্যায়)

মাথা ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

একবার রোম সম্রাট হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু'র নিকট মাথা ব্যথার অভিযোগ জানালে তিনি তার জন্য একটি টুপি সেলাই করে পাঠান। সম্রাট যতক্ষণ হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু'র পাঠানো টুপিটি মাথায় রাখতেন ততক্ষণ ব্যথা থাকতো না। টুপিটি খুলে রাখা মাত্রই আবার ব্যথা শুরু হয়ে যেতো। বিষয়টি তার কাছে বিস্ময়কর মনে হলো। তখন টুপিটি খুলে দেখতে পেলেন তাতে শুধু বিসমিল্লাহ লেখা রয়েছে।

জ্বর ভালো হওয়ার আমল

ফকীহ মুহাম্মাদ মাজানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার জ্বরে আক্রান্ত হন। তখন তাঁর উস্তাদ ফকীহ ওলী ওমর ইবনে সাঈদ তাঁকে দেখতে আসেন এবং জ্বর ভালো হওয়ার একটি তাবিজ দিয়ে চলে যান। যাওয়ার সময় বলে যান, 'সাবধান! তাবিজ খুলে দেখবে না।' তাবিজটি ধারণ করার সাথে সাথেই জ্বর ভালো হয়ে যায়।

ফকীহ মুহাম্মাদ মাজানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাবিজটি খুলে দেখতে পেলেন তাতে بِسْمِ اللّٰهِ (বিসমিল্লাহ) লিখা রয়েছে। এতে তাঁর বিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দেয়। ততক্ষণাৎ পুনরায় তাঁর জ্বর আসে। এরপর তিনি ওস্তাদের নিকট গিয়ে আদেশ অমান্য করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন তিনি আরেকটি তাবিজ লিখে নিজ হাতে ফকীহ মুহাম্মাদ মাজানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির শিরে বেঁধে দিলে ততক্ষণাৎ তাঁর জ্বর চলে যায়। এক বছর পর তিনি আবার তাবিজটি খুলে দেখলেন তাতে بِسْمِ اللّٰهِ (বিসমিল্লাহ) লিখা রয়েছে। এবার তাঁর বিশ্বাস অনেক অনেক বেড়ে যায়।

ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

সূরা ফাতিহা সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে ৪১ বার পাঠ করে ফুঁক দিলে সব রকমের ব্যথা ভালো হয়। উক্ত আমল অন্যান্য রোগের জন্যও উপকারী এবং পরীক্ষিত। শর্ত হলো, আমলকারী এবং রোগী উভয়েরই পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে।

সুস্থতার সাথে ঘরে ফিরার আমল

মুসাফির ব্যক্তি ৪১ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করলে, ইনশাআল্লাহ সুস্থতার সাথে ঘরে ফিরতে পারবে।

কারামুক্তির আমল

একশ' বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে হাতকড়া বা ডান্ডাবেড়িতে ফুঁক দিলে দ্রুত মুক্তি লাভ করবে।

পিপাসা নিবারণের আমল

সোবহে সাদেকের সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করে উভয় হাতে ফুঁক দিয়ে চেহারা ও সারা শরীরে হাত বুলালে সেদিন অধিক পিপাসা হবে না।

সহজে আয় রোজগার হওয়ার আমল

শেষ রাতে সূরা ফাতিহা ৪১ বার পাঠ করলে বিনাকষ্টে আয় রোজগার হবে।

প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার আমল

সূরা ইয়াসীন ৪১ বার পাঠ করলে যে কোনো প্রয়োজন পূর্ণ হবে।

রোগ ও ভয়ভীতি দূর হওয়ার আমল

হযরত হারেস ইবনে উসামা তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে একটি মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, 'সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে ভীতু ব্যক্তির ভয়ভীতি দূর হয়ে যাবে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করবে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাদ্যের ব্যবস্থা হবে।

আশা পূর্ণ হওয়ার আমল

ইমাম দারেমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার প্রসিদ্ধ কিতাব দারেমীতে হাদীসে মারফু নকল করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে, তার আশা পূর্ণ হবে।

মন আনন্দিত থাকার আমল

বুযুর্গানে কেরাম বলেছেন, দিনের শুরুতে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাতের শুরুতে তিলাওয়াত করলে সকাল পর্যন্ত মন আনন্দ উৎফুল্ল থাকবে।

প্রয়োজন পূরণ ও

দোয়া কবুল হওয়ার আমল

সুরা ইয়াসীনের মধ্যে চার জায়গায় اَلرَّحْمٰنُ এবং তিন জায়গায় اَللّٰهُ শব্দ আছে। সূরা মূলক এর মধ্যেও একই রকম। কেউ কোনো উদ্দেশ্য হাসিল

করা বা দোয়া কবুল হওয়ার জন্য প্রথমে সূরা ইয়াসীন এভাবে তিলাওয়াত করবে, اَلرَّحْمٰنُ শব্দ পড়ার সময় ডান হাতের একটি করে আঙ্গুল এবং اَللّٰهُ শব্দ পড়ার সময় বাম হাতের একটি করে আঙ্গুল বন্ধ করবে। এ নিয়মে সূরা শেষ হওয়া পর্যন্ত ডান হাতের চারটি ও বাম হাতের তিনটি আঙ্গুল বন্ধ হয়ে যাবে।

তারপর সূরা মুলক তিলাওয়াত করবে এবং اَلرَّحْمٰنُ শব্দ পড়ার সময় ডান হাতের এবং اَللّٰهُ শব্দ পড়ার সময় বাম হাতের আঙ্গুল খুলবে। আঙ্গুল বন্ধ করা ও খোলার সময় ছোট আঙ্গুল থেকে শুরু করবে। উক্ত নিয়মে সূরা ইয়াসীন ও সূরা মুলক তিলাওয়াতকারীর সকল প্রয়োজন পূরণ হবে এবং দোয়া কবুল হবে।

দোয়া কবুল হওয়ার আমল

জুমার দিন আছরের নামাযের পর নির্জনে ৭০ বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে কলবে এক আজব অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে অবস্থায় যে দোয়াই করবে তা কবুল হবে।

অসংখ্য কল্যাণ লাভের আমল

৩১৩ বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে অসংখ্য কল্যাণ লাভ হবে।

শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল

শত্রুর সাথে মোকাবেলার সময় শত্রুর নামের সংখ্যা সমান আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে পাঠকারী বিজয়ী হবে।

অনিষ্টতা থেকে রক্ষার আমল

মাসের প্রথম দিন চাঁদ দেখে সূরা মুলক তিলাওয়াত করলে পুরো মাস সুখে শান্তিতে অতিবাহিত হবে। সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকবে।

কানে পোকা ঢুকলে বের করার আমল

এক ব্যক্তির কানের ভিতর আঠালি পোকা বা পীপিলিকা ঢুকে গিয়েছিলো। এতে সে অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছিলো। কোনোভাবেই পোকা বের হচ্ছিলো না। অবশেষে সে কিছু যমযমের পানি নিয়ে সূরা আল ইমরানের প্রথম দশ আয়াত এবং সূরা হাশরের لَوْ اَنْزَلْنَا থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করে। পানি পেটে যাওয়া মাত্রই পোকা পেট থেকে বের হয়ে আসে।

প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আমল

সূরা ওয়াকিয়াহ এক মজলিসে ৪১ বার তিলাওয়াত করলে প্রয়োজন পূরণ হয়। বিশেষ করে রিযিক সংশ্লিষ্ট হলে কবুল হবে।

প্রয়োজন পূরণ ও শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল

সোবহে সাদেকের সময় সূরা ত্বহা পাঠ করে দোয়া করলে নতুন জীবিকা পাওয়া যায়। সকল প্রয়োজন পূরণ হয়। লোকদের অন্তর তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়া যায়।

কল্যাণ লাভ ও সংকট থেকে উত্তরণের আমল

যে ব্যক্তি সব সময় সূরা ইখলাস পাঠ করবে, সে সব রকম কল্যাণ লাভ করবে এবং সব রকম অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকবে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় পাঠ করলে ক্ষুধা নিবারণ হবে।

যে ব্যক্তি বেশি পরিমাণে يَا صَمَدُ পাঠ করবে, তার খানাপিনার খুব বেশি একটা প্রয়োজন হবে না।

জ্বিন ও ক্ষতিকর প্রণী থেকে নিরাপদ থাকার আমল

খরগোশের পাতলা চামড়ায় সূরা ইখলাস লিখে সাথে রাখলে মানুষ, জ্বিন ও ক্ষতিকর প্রাণী থেকে নিরাপদ থাকবে।

কাজ সহজ হওয়ার আমল

নিয়মিত ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৪ বার اَللّٰهُ أَكْبَرُ পাঠ করলে পরিশ্রমের কাজ সহজ হয় এবং ক্লান্তি দূর হয়।

স্বপ্নদোষ বন্ধ হওয়ার আমল

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ (١) وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (٢) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (٣) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا
عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ
بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ (٧) إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ () يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ (٩) فَمَا لَهُ مِنْ
قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ (١٠)

(সূরা আত্তারিক : ১-১০)

বৈশিষ্ট্য : শোয়ার সময় উক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলে স্বপ্নদোষ থেকে

নিরাপদ থাকা যায়।

ঘুম হওয়ার আমল

إِنَّ اللهَ وَمَلَآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

(সূরা আহযাব : ৫৬)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত বেশি বেশি পাঠ করলে ঘুম ভালো হয়।

শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার আমল

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ (٥٤)

(সূরা আ'রাফ : ৫৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

শত্রুকে পরাজিত করার আমল

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ (٤٥)

(সূরা ক্বামার : ৪৫)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত পাঠ করে মাটির উপর ফুঁক দিয়ে শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করলে শত্রু পরাজিত হবে।

জীব জন্তুর ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকার আমল

কোনো এক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত, তিনি একবার জঙ্গলে একটি বকরিকে বাঘের সাথে খেলা করতে দেখতে পেলেন। তাঁকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে দেখে বাঘটি পালিয়ে যায়। তখন তিনি বকরিটির গলায় একটি তাবিজ বাঁধা দেখতে পান। তাবিজটি খুলে দেখেন তাতে নিম্নের আয়াতগুলো লিখা রয়েছে,

وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (সূরা বাকারা : ২৫৫) فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (সূরা ইউসূফ : ৬৪) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (সূরা সাফফাত : ৭) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ (সূরা হিজর : ১৭) وَحِفْظًا ذٰلِكَ

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (সূরা হা মীম সেজদা : ১২) تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ (সূরা তারেক : ৪)

الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (١٦) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ

الْجُنُودِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (١٨) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (١٩) وَاللَّهُ مِن

وَرَائِهِم مُّحِيطٌ (٢٠) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (٢٢) (সূরা বুরুজ : ১২-২২)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি উক্ত আয়াতগুলো লিখে সাথে রাখবে কেউ তার কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না।

শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল

সূরা কাউসার নির্জনে বসে ৩০০ বার পাঠ করলে শত্রুর উপর বিজয়ী লাভ করবে।

বদনজর থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا

تَتَذَكَّرُونَ (٥٨) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٩)

(সূরা গাফির : ৫৭-৫৯)

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ

خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (٤)

(সূরা মুলক : ৩-৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো লিখে শরীরে বাঁধলে এবং পড়ে ফুঁক দিলে বদনজর দূর হয়ে যায়।

শত্রুর বাকশক্তি বন্ধ করার আমল

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (সূরা ইয়াসীন : ৬৫) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ

(সূরা মুরসালাত : ৩৬) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (সূরা বাকারা : ১৮)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো পাঠ করলে বা লিখে ধারণ করলে শত্রুর বাকশক্তি বন্ধ হয়ে যাবে।

ক্ষতিকর প্রাণী থেকে নিরাপদ থাকার আমল

বৈশিষ্ট্য : কোনো মানুষ বা জন্তুর ভয় হলে উপরোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করে তার দিকে ফুঁক দিলে ভয় ও শংকা দূর হয়ে যাবে।

জীব জন্তুর অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকার আমল

اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (١٥)

(সূরা শুরা : ১৫)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত পাঠ করে ফুঁক দিলে জীব জন্তুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকা যাবে।

মুসীবত দূর হওয়ার আমল

حٰمٓ (١) عٓسٓقٓ (٢) كَذٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

(সূরা শুরা : ১-৩)

মুসীবতের সময় উক্ত আয়াত পাঠ করলে খুব উপকার পাওয়া যায়।

ভয়ভীতি দূর হওয়ার আমল

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (٥١)

(সূরা তাওবা : ৫১)

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (١٠٧)

(সূরা ইউনূস : ১০৭)

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ (٦)

(সূরা হুদ : ৬)

সূচীপত্র

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٥٦)

(সূরা হূদ : ৫৬)

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٠)

(সূরা আনকাবুত : ৬০)

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢)

(সূরা ফাতির : ২)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (٣٨)

(সূরা যুমার : ৩৮)

বৈশিষ্ট্য : হযরত কা'বে আহবার রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, উক্ত সাতটি আয়াত তিলাওয়াত করে নিলে কোনো ভয় থাকে না।

বিপক্ষের দৃষ্টির আড়াল হওয়ার আমল

ইয়ামানের এক বুযুর্গ বলেন, এক জায়গায় লড়াই চলছিলো। তখন আমি সূরা যিলযাল পড়ে জমিন থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করে নিজের মাথায় হাত রেখে فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (٧٧) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩) আয়াত দুটি পাঠ করলাম। কসম খেয়ে বলছি, উক্ত আমলের পর আমি একটি গাছের নিচে গিয়ে বসে পড়ি। তখন বিপক্ষের কিছু লোক এসে বলতে লাগলো, লোকটি তো এখানেই ছিলো, কোথায় গেলো? সম্ভবত অন্য লোকদের সাথে মিশে গেছে, তাই তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

হারানো মাল ফিরে পাওয়ার আমল

হযরত জাফর খালেদীর একটি আংটি দজলা নদীতে পড়ে গেলে তিনি নিম্নের দোয়াটি পাঠ করেন, يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ কিছু দিন পর ঘরে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কাগজপত্রের মধ্যে হারানো আংটিটি পেয়ে যান।

হারানো মাল ফিরে পাওয়ার আমল

হারানো মাল ফিরে পাওয়ার জন্য সূরা ওয়াদ্‌দোহা পাঠ করবে এবং وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى আয়াতটি তিন বার পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ মাল ফিরে পাবে।

চোর চিহ্নিত করার আমল

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

(সূরা বাকারা : ৭২)

يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَّمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ (١٧)

(সূরা ইব্রাহীম : ১৭)

أَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ () اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (٢٦)

(সূরা নামল : ২৬)

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا (١٠٥)

(সূরা বনী ইসরাঈল : ১০৫)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো রুটি অথবা কোনো খাদ্যদ্রব্যের উপর লিখে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের খেতে দিলে, চোর খেতে পারবে না।

চুরি যাওয়া মাল বা পলাতক ফেরত পাওয়ার আমল

চোর বা পলাতক ব্যক্তি যে দরজা দিয়ে বের হয়েছে, সে দরজায় দাঁড়িয়ে সূরা ত্বারিক পড়বে। ইনশাআল্লাহ চুরি যাওয়া মাল ফেরত পাবে, পলাতক ব্যক্তি ফিরে আসবে অথবা স্বপ্নে দেখতে পাবে।

অবাধ্যতা বা পালানোর অভ্যাস দূর হওয়ার আমল

يَآأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٢٠٠)

(সূরা আলে ইমরান : ২০০)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত রুটির টুকরায় লিখে অবাধ্য স্ত্রী বা পালানোর অভ্যাস আছে এমন ব্যক্তিকে খাওয়ালে পালানো ও অবাধ্যতার অভ্যাস দূর হয়ে যাবে।

ধন সম্পদ হেফাযত থাকার আমল

কেউ পালিয়ে যাওয়া বা মাল চুরি হওয়ার আশংকা থাকলে সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস, সূরা কাফিরূন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস প্রতিটি তিন বার, সূরা ত্বারিক একবার এবং সূরা ওয়াদ্‌দোহা তিন বার তিলাওয়াত করে স্বীয় রুমাল বা চাদরের কোণে ফুঁক দিয়ে গিট মেরে রেখে দিবে। ইনশাআল্লাহ চোর ও পালাতক ব্যক্তি যেতে পারবে না।

মাথা ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল

أَلَمْ تَرَ إِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا

() ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا (٤٦)

(সূরা ফোরকান : ৪৫-৪৬)

বৈশিষ্ট্য : রমজান মাসের শেষ জুমার দিন জুমার নামাযের পর উক্ত আয়াত লিখে রেখে দিবে। ব্যথার সময় ধারণ করলে ইনশাআল্লাহ মাথা ব্যথা ভালো হবে।

অর্ধ মাথা ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ

لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا

(সূরা রা'দ : ১৬)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত পড়ে ঝাড়লে অর্ধ মাথা ব্যথা ভালো হয়।

বুক ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ

(সূরা আ'রাফ : ৪৩)

বৈশিষ্ট্য : মাটির নতুন পাত্রে জাফরান ও গোলাব জল দ্বারা লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে পান করলে বুক ব্যথা ভালো হয়।

নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হওয়ার আমল

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

(সূরা হূদ : ৪৪)

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(সূরা যুমার : ৭৫)

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(সূরা বাকারা : ১৩৭)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো কাতান কাপড়ে লিখে হাতে বেঁধে দিলে নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

দাঁত ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল

لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

(সূরা আনআম : ৬৭)

বৈশিষ্ট্য : ছোট এক টুকরা কাগজে উক্ত আয়াতটি লিখে ব্যথার স্থানে ধরে রাখলে ব্যথা ভালো হয়ে যায়।

দাঁত ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল

কেউ দাঁত ব্যথার অভিযোগ নিয়ে আসলে তাকে বলবে, যে দাঁতটি ব্যথা করে, ঐ দাঁতটিতে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা চেপে ধরতে। কথা বলার সময়ও যেন না ছাড়ে। তারপর বিসমিল্লাহসহ সাতবার সূরা ফাতিহা পড়ে রোগীকে জিজ্ঞাসা করবে,

তোমার নাম কি?

রোগী তার নাম বলবে।

পুনরায় বিসমিল্লাহসহ সাতবার সূরা ফাতিহা পড়ে জিজ্ঞাসা করবে,

তোমার মায়ের নাম কি?

রোগী তার মায়ের নাম বলবে।

আবার বিসমিল্লাহসহ সাত বার সূরা ফাতিহা পড়ে রোগীকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমার কোন জায়গায় ব্যথা?

রোগী বলবে, আমার দাঁতে ব্যথা।

তারপর পুনরায় বিসমিল্লাহসহ সাত বার সূরা ফাতিহা পড়ে রোগীকে বলবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমে তা ঝেড়ে দিবো?

রোগী বলবে, জ্বি হ্যাঁ।

তারপর আবার বিসমিল্লাহসহ সাতবার সূরা ফাতিহা পড়ে রোগীকে বলবে, তোমার বয়স কত?

রোগী তার বয়স বলবে।

আবার বিসমিল্লাহসহ সাতবার সূরা ফাতিহা পড়ে রোগীকে বলবে, এখন গিয়ে কিছুক্ষণ শোয়ে থাকো। (শোয়ে থাকা উত্তম) ইনশাআল্লাহ এ আমল করলে দাঁত ব্যথা ভালো হয়ে যাবে।

দাঁত ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

(সূরা ইয়াসীন : ৭৭)

اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥)

(সূরা বাকারা : ২৫৫)

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(সূরা আন'আম : ১৩)

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

(সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা : ৯)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(সূরা বনী ইসরাঈল : ৮২)

বৈশিষ্ট্য : যে দাঁতে ব্যথা, মুখমন্ডলের উপর সেদিকে হাত ঘোরাতে থাকবে আর উক্ত আয়াতগুলো পাঠ করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ ব্যথা ভালো হয়ে যাবে।

দাঁত ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন, বসরা শহরে এক ব্যক্তি কারো দাঁত ব্যথা হলে ঝেড়ে দিতো। কিন্তু সে কাউকে এ আমল শিখাতো না। মৃত্যুকালে সে উপস্থিত লোকদেরকে উক্ত আমল বলে দিলো যে, যদি কারো দাঁত ব্যথা হয়, তাহলে الٓمٓصٓ (সূরা আ'রাফ : ১) كٓهٰيٰعٓصٓ (সূরা মারইয়াম : ১) حٰمٓ (١) عٓسٓقٓ (٢) (সূরা শূরা : ১-২) لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (সূরা নামল : ২৬) إِنْ يَّشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ (সূরা শূরা : ৩৩) وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (সূরা আনআম : ১৩) উক্ত আয়াতগুলো পড়ে ঝাড়বে বা লিখে বেঁধে দিবে। ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে।

চোখ উঠা রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

اِذْهَبُوْا بِقَمِيصِي هٰذَا فَأَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا

(সূরা ইউসুফ : ৯৩)

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

(সূরা ক্বাফ : ২২)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতদ্বয় লিখে শরীরে বেঁধে রাখলে চোখ উঠা রোগ উপশম হবে।

নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হওয়ার আমল

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيمًا غَفُوْرًا

(সূরা ফাতির : ৪১)

وَقِيلَ يَآ أَرْضُ ابْلَعِي مَآءَكِ وَيَا سَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

(সূরা হুদ : ৪৪)

বৈশিষ্ট্য : কারো নাক দিয়ে রক্ত পড়লে, তার মাথায় হাত রেখে উক্ত আয়াতদ্বয় পড়বে এবং শেষে বলবে, 'হে নাকের রক্ত وَاحِدُ، قَهَّارُ، عَزِيزُ. جَبَّارُ এর নির্দেশে চলে যাও'।

সুখ শান্তিতে জীবন যাপনের আমল

সূরা কদর, সূলা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস এগারোবার তিলাওয়াত করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা নতুন কাপড়ে ছিটিয়ে দিবে। এ কাপড় যতদিন ব্যবহার করবে ততদিন সুখ শান্তিতে জীবন যাপন করবে।

গর্ভ স্থিত হওয়ার আমল

স্ত্রী যে দিন মাসিক থেকে পবিত্র হবে, সেদিন একটি মোটা তাজা বকরীর বাচ্চা যবেহ করে একটি পাতিলে স্বল্প পানিতে শোরবা পাকাবে। গোশতের শোরবা স্ত্রীকে পান করাবে এবং একটি পাত্রে সূরা ফাতিহা, দরূদ শরীফ এবং ابجد থেকে شظغ পর্যন্ত লিখবে। অন্য একটি পাত্রে লিখবে,

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (١٩) قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠) قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (٢١) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٢)

(সূরা মারইয়াম : ১৯-২২)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

(সূরা ইয়াসীন : ৮২)

এবং উভয় পাত্র ধুয়ে স্বামী সহবাসের পূর্বক্ষণে পান করে সহবাস করলে ইনশাআল্লাহ স্ত্রী গর্ভবতী হবে।

গর্ভ রক্ষার আমল

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

(সূরা ফাতির : ৪১)

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(সূরা আনআম : ১৩)

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا

(সূরা কাহাফ : ২৫)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো লিখে গর্ভবতী মহিলার শরীরে বেঁধে দিলে গর্ভ নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

গর্ভ নিরাপদ থাকার আমল

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

(সূরা আম্বিয়া : ৩০)

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ

(সূরা আম্বিয়া : ৫১)

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

(সূরা আম্বিয়া : ৭২)

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

(সূরা আম্বিয়া : ৮৩)

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

(সূরা আম্বিয়া : ৮৯)

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ

(সূরা আম্বিয়া : ৯১)

বৈশিষ্ট্য : গর্ভ নিরাপদ থাকার জন্য উক্ত আয়াতগুলো একটি পাত্রে লিখে ধুয়ে গর্ভবতী মহিলাকে পান করাবে। ইনশাআল্লাহ গর্ভ নিরাপদ থাকবে।

নেক সন্তান লাভ করার আমল

সূরা ইউসুফ লিখে গর্ভবতী মহিলা তাবিজরূপে বাঁধলে গর্ভ থেকে নেক সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে।

স্ত্রী সহবাসে সক্ষমতা লাভের আমল

হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, অমুক ব্যক্তি বিবাহ করেছে, কিন্তু সে স্ত্রী সহবাসে অক্ষম। তখন তিনি দুটি সিদ্ধ ডিম খোসা ছাড়িয়ে একটির উপর লিখেন,

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

(সূরা যারিয়াত : ৪৭)

অপরটিতে লিখেন,

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ

(সূরা যারিয়াত : ৪৮)

প্রথম ডিমটি স্বামীকে এবং দ্বিতীয় ডিমটি স্ত্রীকে খেতে দিলেন এবং বললেন, এখন যাও মনের সাধ পূর্ণ করো। আল্লাহ তাআলার রহমতে সত্যই সে ব্যক্তি স্বকার্যে সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন।

সহবাসে দীর্ঘ সময় লাভের আমল

নিচের দোয়াগুলো আঙ্গুরের পাতায় লিখে বাম উরুতে বেঁধে স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হলে সহজে বীর্যপাত হয় না।

ابجد ، هوز ، حطی ، کلمن ، سعفص ، قرشت ، ثخذ ، ضظغ

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

(সূরা হূদ : ৪৪)

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ

(সূরা মায়েদা : ৬৪)

اَمْسِكْ اَيُّهَا الْمَاءُ النَّازِلُ مِنْ صُلْبِ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

فُلَانٌ শব্দের স্থলে পুরুষের নাম এবং فُلَانَةٌ শব্দের স্থলে তার মায়ের নাম লিখবে।

ধ্বজভঙ্গ রোগ ভালো হওয়ার আমল

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

(সূরা আনআম : ৩৬)

বৈশিষ্ট্য : তিনদিন রোযা রাখবে। তারপর মধ্য রাতে ঘুম থেকে উঠে নিজের হাতের তালুতে তামার কলম দ্বারা গোলাব জল ও জাফরান দিয়ে উক্ত আয়াত লিখে চেটে খাবে। তিনবার এ আমল করলেই ইনশাআল্লাহ ধ্বজভঙ্গ রোগ ভালো হয়ে যাবে।

জ্বিনের আছর দূর হওয়ার আমল

সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী এবং সূরা জ্বিনের প্রথম পাঁচটি আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে যার উপর জ্বিনের আছর রয়েছে তার মুখে ছিটিয়ে দিবে। যে বাড়িতে জ্বিনের উৎপাত হয় সেই বাড়িতেও ছিটিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ আছর দূর হয়ে যাবে।

জ্বিনের আছর দূর হওয়ার আমল

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (١٥٤)

(সূরা আলে ইমরান : ১৫৪)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا

(সূরা ফাতাহ : ২৯)

বৈশিষ্ট্য : পাক বরতনে সূরা ফাতিহা এবং উক্ত আয়াত লিখে সরিষার তেল দ্বারা ধুয়ে সে তেল জ্বিনের আছরে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে মালিশ করলে ইনশাআল্লাহ আছর দূর হয়ে যাবে।

জ্বিনের আছর দূর হওয়ার আমল

হযরত ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তাঁর বাঁদী রাতে বাহিরে পেশাব করতে গেলে জ্বিন তার উপর আছর করে বসে এবং সে বেহুশ হয়ে যায়। তখন বুযুর্গ নিম্ন লিখিত শব্দগুলো পাঠ করা মাত্রই সে সুস্থ হয়ে যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (١) الٓمّٓصٓ (সূরা আ'রাফ : ১) () طٰهٰ (সূরা ত্বহা : ১) () كٓهٰيٰعٓصٓ (সূরা মারইয়াম : ১) () طٰسٓ (সূরা নামল : ১) () يٰسٓ () وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ (সূরা ইয়াসীন : ১-২) () حٰمٓ () عٓسٓقٓ (সূরা শূরা : ১-২) قٓ (সূরা ক্বাফ : ১) نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ (সূরা ক্বলম : ১)

জ্বিনের আছর দূর হওয়ার আমল

কোনো এক বুযুর্গ বলেন, একটি মেয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তিনি স্বপ্নে দেখেন একজন ফেরেশতা এসে তাকে বলছেন, মেয়েটিকে সুস্থ করার আমল কুরআন শরীফে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি? ফেরেশতা বললেন, قُلْ آٰللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ (সূরা ইউনুস : ৫৯) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (সূরা আররহমান : ৩৫) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (সূরা আররহমান : ৩) قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ (সূরা মু'মিনূন : ১০৮)

এ আয়াতগুলো পড়ে ঝাড়লে সে সুস্থ হয়ে যাবে। আমি জেগে উঠে এ আমল করলে মেয়েটি পুরোপুরি ভালো হয়ে যায়।

জখম ও দম্বল রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ (٨٨) (সূরা নামল : ৮৮)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٥) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٦) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧)

(সূরা ত্বহা : ১০৫-১০৭)

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ (٢٦)

(সূরা ইবরাহীম : ২৬)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣)

(সূরা বাকারা : ২৪৩)

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩)

(সূরা বাকারা : ২৫৯)

বৈশিষ্ট্য : জখম, দম্বল, ইরকুন নিসা, ডান পাঁজরের বুকের হাড়ের কাছ থেকে উঠে পায়ের গোছার একেবারে নিম্নভাগ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া ব্যথা প্রভৃতি আরোগ্য হওয়ার জন্য তিনদিন পর্যন্ত উক্ত আয়াতগুলো পড়বে। শেষে বলবে ‘হে ইরকুন নিসা, হে হ্যাঁচি আল্লাহর হুকুমে তুমি মরে যাও।

দাদ থেকে মুক্তির আমল

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ()

(সূরা ইবরাহীম : ২৬)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত লিখে দাদের উপর বাঁধলে দাদ আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাবে।

ইরকুন নিসা ভালো হওয়ার আমল

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢)

(সূরা বাকারা : ৭২)

বৈশিষ্ট্য : নাবালেগ মেয়ের হাতে কাটা সূতা নিয়ে সূতাগুলো পকাবে এবং উক্ত আয়াতটি পড়তে পড়তে সাতটি গিরা দিবে। এ সূতা বাহুতে বাঁধলে ইরকুন নিসা ভালো হয়।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য সাত রবিবার নিয়ম অনুযায়ী নিচের আয়াতগুলো ছোট কাগজে লিখে সকাল বেলা খালি পেটে গিলে ফেলবে। ইনশাআল্লাহ এতে বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

১ম রবিবার

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥)

(সূরা বাকারা : ২৫৫)

২য় রবিবার

اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ سَيُصِيبُ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُوْنَ (١٢٤)

(সূরা আনআম : ১২৪)

৩য় রবিবার

اَللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (١٩)

(সূরা শূরা : ১৯)

৪র্থ রবিবার

الٓمٓصٓ (সূরা আ'রাফ : ১) كٓهٰيٰعٓصٓ (সূরা মারইয়াম : ১) طٰهٰ (সূরা ত্বহা : ১)

৫ম রবিবার

يٰسٓ (সূরা ইয়াসীন : ১) (২) عٓسٓقٓ (১) حٰمٓ (সূরা শূরা : ১-২) () حٰمٓ (সূরা মুমিন : ১)

৬ষ্ঠ রবিবার

طٰسٓمٓ (সূরা শূআরা : ১) () طٰسٓ (সূরা নামল : ১) () الٓمٓرٰ (সূরা রা'দ : ১)

সপ্তম রবিবার

قٓ (সূরা ক্বাফ : ১) () نٓ (সূরা ক্বলম : ১) إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ (সূরা ইয়াসীন : ৮২)

স্মরণশক্তি প্রখর হওয়ার আমল

কালবী বলেন, আমার ছেলে কুরআন মুখস্থ করছিলো, কিন্তু সে একদিকে মুখস্থ করতো আরেক দিকে ভুলে যেতো। একদিন স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি আমাকে বলছেন, একটি প্লেটে اَلرَّحْمٰنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤) اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) (সূরা আররহমান : ১-৫) لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩) (সূরা কিয়ামাহ : ১৬-১৯) بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ (٢١) فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ (٢٢) (সূরা বুরুজ : ২১-২২) লিখে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে পান করলে স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয় এবং কুরআন শরীফ মুখস্থ করা সহজ হয়।

স্মরণশক্তি প্রখর হওয়ার আমল

সূরা আলাম নাশরাহ লিখে ধুয়ে পান করলে স্মরণশক্তি প্রখর হয়।

পশু তার বাচ্চাকে না ভুলার আমল

যদি গাভী তার বাচ্চাকে না চিনে বা দুধ না দেয়। তাহলে এক টুকরা কাগজে সূরা ফাতিহা, সূরা এখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস এবং وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ (সূরা ইয়াসীন : ৭২) وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ

الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (সূরা বাকারা : ৭৪) লিখবে।

তারপর কিছু মাটি নিয়ে তার উপর সাতবার সূরা ফাতিহা, একবার করে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে কিছু মাটি গাভীর নাকের দিকে, কিছু ঘাড়ে এবং বাকীটা সিনায় নিক্ষেপ করবে। তারপর লিখা তাবিজটি গাভীর শরীরে বেঁধে দিবে।

অতিবৃষ্টি বন্ধের আমল

অতিবৃষ্টির কারণে ক্ষতির আশংঙ্কা হলে পবিত্র হাতে সাতটি ছোট পাথর নিয়ে তাতে সূরা ফাতিহা এবং وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (সূরা হুদ : ৪৪) সাতবার পড়ে এমন জায়গায় রেখে দিবে, যেখানে বৃষ্টির পানি পৌছতে না পারে। এ আমল করামাত্রই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। আবার যখন বৃষ্টি প্রয়োজন হবে তখন পাথরগুলো প্রবাহিত পানিতে ফেলে দিলে আবার বৃষ্টি আরম্ভ হবে।

ক্ষেতের পঙ্গপাল দূর করার আমল

১ম : فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (সূরা বাকারা : ১৩৭)

২য় : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (সূরা আলে ইমরান : ১৭৩)

৩য় : يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ (সূরা আহকাফ : ৩১)

৪র্থ : ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (সূরা তাওবা : ১২৭)

৫ম : وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ (সূরা সাবা : ৫৪)

৬ষ্ঠ : أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ (সূরা নাহল : ১)

৭ম : صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ (সূরা নামল : ৮৮)

৮ম : يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ (সূরা ত্বহা : ১০৮)

৯ম : وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (সূরা নাহাল : ৩১) এবং وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ (সূরা নাহল : ৭৭)

বৈশিষ্ট্য : পঙ্গপাল ক্ষেতের বা গাছের পোকা-মাকড় প্রভৃতি সম্পর্কে ইবরাহীম আলাভী সূত্রে বর্ণিত আছে, নয়টি পঙ্গপাল ধরে সেগুলোর বাহুতে উক্ত নয়টি আয়াতের একেকটি করে লিখে দিবে। ইনশাআল্লাহ পঙ্গপাল দূর হয়ে যাবে।

ক্ষেতের কীটপতঙ্গ দূর করার আমল

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

(সূরা বাকারা : ২০৫)

বৈশিষ্ট্য : ক্ষেতের ফসল কীটপঙ্গ ও আন্যান্য পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য উক্ত আয়াত চার টুকরা কাগজে লিখে ক্ষেতের চার কোণে ঝুলিয়ে রাখবে।

ক্ষেতের পোকামাকড় দূর করার আমল

يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا

(সূরা আহযাব : ১৩)

বৈশিষ্ট্য : কোনো পাখি ক্ষেতের ক্ষতি করলে উক্ত আয়াত চারটি কাগজে লিখে ক্ষেতের চার কোণে ঝুলিয়ে রাখলে ক্ষতি থেকে রেহাই পাবে।

ক্ষেতের ইঁদুর দূর করার আমল

বৈশিষ্ট্য : একটি কাগজে সূরা লাহব লিখবে। এরপর লিখবে, أَيُّهَا الْفَارُّ ارْحَلْ عَنَّا فَإِنْ لَمْ تَرْحَلْ فَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ এরপর উক্ত কাগজটি ক্ষেতে রেখে দিবে। ইনশাআল্লাহ ক্ষেতের ফসল ইঁদুরের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাবে।

সাপ, বিচ্ছু, পিপীলিকা থেকে নিরাপদ থাকার আমল

নিচের আয়াতগুলো কাগজে লিখবে,

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٣٠) أَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَأْتُوْنِيْ

أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسَاكِنَكُمْ لَا (সূরা নমল : ৩০-৩১) مُسْلِمِيْنَ (٣١)

(সূরা নমল : ১৮) يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُوْدُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (١٨)

فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ (٣٧)

(সূরা يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (সূরা নমল : ৩৭)

(সূরা বাকারা : فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ আর রাহমান : ৩৫)

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ (১৩৭

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا (সূরা ইবরাহীম : ২৬) قَرَارٍ (٢٦)

(সূরা আহকাফ : ৩৫) سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ (٣٥)

وَإِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖ إِلَّا (সূরা বাকারা : ২০৫) (٢٠٥)

دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا

قَالُوْا يَا مُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ (সূরা সাবা : ১৪) لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ

عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ (١٣٤)

(সূরা আ'রাফ : ১৩৪)

তারপর সূরা ফাতিহা লিখে মাটির নিচে পুঁতে রাখলে বা কোনো কিছুতে ঝুলিয়ে দিলে, অনিষ্টকর কোনো প্রাণী আসতে পারবে না।

যৌন শক্তি ফিরে আসার আমল

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ

الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ (٣٠)

(সূরা আম্বিয়া : ৩০)

وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١١٨) فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ (١١٩)

(সূরা আ'রাফ : ১১৮-১১৯)

قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ

(সূরা ইউনুস : ৮১)

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (٨١)

(সূরা বনী ইসরাঈল : ৮১)

বৈশিষ্ট্য : যদি জাদুর কারণে কারো যৌন শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে উক্ত আয়াতগুলো লিখে তাবিজরূপে ব্যবহার করলে, জাদুর আছর দূর হয়ে হারানো যৌন শক্তি ফিরে আসবে।

জাদু প্রতিরোধের আমল

সূরা বাইয়্যিনা (৩০তম পারা) একটি পবিত্র পাত্রে লিখে তিনদিন পান করলে জাদুর আছর দূর হয়ে যায়।

জাদুর আছর দূর হওয়ার আমল

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (١٠٠)

(সূরা নিসা : ১০০)

বৈশিষ্ট্য : কোনো একটি পবিত্র পাত্রে উক্ত আয়াত লিখে ঘি দ্বারা মুছে জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি সাতদিন পর্যন্ত জিভ দিয়ে চেটে খেলে জাদুর আছর দূর হয়ে যাবে।

জাদুর আছর দূর হওয়ার আমল

তিনটি ডিম পানিতে সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে প্রথমটিতে قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ (সূরা ইউনুস : ৮১) দ্বিতীয়টিতে أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ (সূরা আম্বিয়া : ৩০) তৃতীয়টিতে وَقَدِمْنَا إِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا (সূরা ফোরকান : ২৩) লিখে জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাওয়ালে জাদুর আছর দূর হয়ে যাবে।

দংশনের ব্যথা দূর হওয়ার আমল

أَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا قَالَ أَنّٰى يُحْيِيْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا

فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩)

(সূরা বাকারা : ২৫৯)

وَلَوْ أَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ اٰمَنُوا أَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَّلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٣١)

(সূরা রা'দ : ৩১)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا (١٠٥) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٦) لَا تَرٰى فِيهَا عِوَجًا وَّلَا أَمْتًا (١٠٧)

(সূরা ত্বহা : ১০৫-১০৭)

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

(সূরা ইয়াসীন : ৯)

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣١)

(সূরা নামল : ৩০-৩১)

বৈশিষ্ট্য : সামান্য পরিমান তিলের তেল দংশিত বা বিষ আক্রান্ত স্থানে রেখে উক্ত আয়াতগুলো তিনবার তিলাওয়াত করবে। এরপর আয়াতুল কুরসী, সূরা ওয়াদ্‌দোহা, সূরা আলাম নাশরাহ, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস প্রতিটি সূরা তিন তিন বার করে পড়বে। ইনশাআল্লাহ আমল শেষ হওয়ার আগেই আরাম অনুভব করতে শুরু করবে।

জমি রক্ষা করার আমল

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا

(সূরা রা'দ : ৪১)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ

(সূরা হজ্জ : ১০৪)

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا

(সূরা ফোরকান : ৪৫)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ

بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٧)

(সূরা যুমার : ৬৭)

বৈশিষ্ট্য : জালেমের কবল থেকে সম্পদ রক্ষা করার জন্য উক্ত আয়াতগুলো এক টুকরা কাগজে লিখে সম্পদের মাঝে রেখে দিলে তা রক্ষিত থাকবে।

জমি পরিমাপের সময় যদি কম বেশি করার সন্দেহ হয়, তাহলে এ চারটি আয়াত চার টুকরা কাগজে লিখে কাগজটি কাপড় দিয়ে মোড়িয়ে জমির চার কোণে দাফন করে দিবে। কাজ সম্পাদন হয়ে গেলে সাথে সাথে কাগজগুলো তুলে নিবে, যাতে আল্লাহর কালামের অসম্মান না হয়।

জমি রক্ষা করার আমল

কোনো জালেম জমির ব্যাপারে জুলুম করতে পারে বলে আশঙ্কা থাকলে, পাঁচটি পাথরের উপর সূরা ফাতিহা সাতবার, সূলা ইখলাস তিনবার, সূরা ফালাক তিনবার, সূরা নাস তিনবার, সূলা মুলক ও আয়াতুল কুরসী একবার এবং দশ বার দরূদ শরীফ পড়ে দম করবে। তারপর চারটি পাথর জমি চার কোণে এবং একটি পাথর জমির মধ্যখানে পুঁতে দিবে। ইনশাআল্লাহ জালেম কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

গাছপালা তরুতাজা হওয়ার আমল

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

(সূরা কামার : ১২)

বৈশিষ্ট্য : চামড়গার উপর উক্ত আয়াত লিখে যে জমিতে বৃষ্টি দরকার তাতে

চোখ বন্ধ করে এমনভাবে ফেলবে, যেন তার পতিত হওয়ার জায়গা দৃষ্টিতে না আসে, তাহলে ইনশাআল্লাহ বৃষ্টি হবে এবং গাছপালা তরুতাজা হয়ে উঠবে।

আধামরা গাছে ফল আসার আমল

বনী হাশেমের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, কতগুলো গাছ কয়েক বছর যাবৎ পাতা ঝড়ে আধামরা হয়েছিলো, ফল আসছিলো না। আমি পূর্ণ সূরা ফাতিহা লিখলাম এবং مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ সাতবার লিখলাম। পরে তা ধুয়ে সে গাছগুলোতে ছিটিয়ে দিলাম। এতে গাছগুলো তরুতাজা হয়ে তাতে ফল আসতে শুরু করে।

আশা পূরণ হওয়ার আমল

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমরা ভ্রমণকালে এক নদীর তীরে রাত্রি যাপন করার জন্য তাবু লাগাচ্ছিলাম। স্থানীয় লোকজন বললো, এখানে কেউ নিরাপদে থাকতে পারে না। সুযোগ পেলেই দস্যুরা সব লুট করে নিয়ে যায়। এসব কথা শুনে আমার সাথীরা ভয় পেয়ে চলে গেলো। আমার যেহেতু নিরাপত্তা লাভের আয়াতসমূহ পড়ার অভ্যাস ছিলো। তাই আমি সাহস করে সেখানে থেকে গেলাম।

যখন রাত হলো, আমি শোয়ে পড়ার আগেই একদল লোক খোলা তরবারী হাতে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু তারা আমার কাছে আসতে পারছিলো না। ভোরে আমি যখন সেখান থেকে রওয়ানা হলাম, তখন এক ঘোড়সওয়ার এসে আমাকে বললো, হুজুর! আমরা রাতের বেলা শতাধিকবার আপনার উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করেছি, প্রত্যেকবারই আমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। একটি লোহার দেয়াল আমাদের ও আপনার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতো। এর কারণ আমরা বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, রাতে আমি নিরাপত্তা লাভের কয়েকটি আয়াত পড়েছিলাম। সে আয়াতগুলোর বরকতেই এরূপ হয়েছিলো। এ কথা শুনে সে সাথে সাথে ওয়াদা করলো এখন থেকে আর ডাকাতি করবে না। আয়াতগুলো হলো,

الٓمّٓ (١) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (٢) اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (٤)

(সূরা বাকারা : ১-৪)

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ
اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤) اٰمَنَ
الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا
نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥)
لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)

(সূরা বাকারা : ২৮৪-২৮৬)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ
يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا
لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٥٤) اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

(সূরা আ'রাফ : ৫৪-৫৬)

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ
بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا (١١٠) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ
يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

(সূরা বনী ইসরাঈল : ১১০-১১১)

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣) إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤)
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥) إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ
الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى

وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ (٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ
مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ (١١)

(সূরা সাফ্‌ফাত : ১-১১)

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٤) يُرْسَلُ
عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥)

(সূরা আররহমান : ৩৩-৩৫)

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ
الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا
يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٤)

(সূরা হাশর : ২১-২৪)

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى
الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٢) وَأَنَّهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا
وَلَدًا (٣)

(সূরা জ্বিন : ১-৩)

উক্ত আয়াতগুলো পড়লে জ্বিন ভূত, হিংস্র জন্তু, চোর ডাকাত কোনো কিছুই অনিষ্ট করতে পারবে না। সর্বপ্রকার বালা মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকবে। অন্যত্র পাওয়া যায়, এ আমল করলে একশ রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।

মুহাম্মাদ ইবনে আলী বর্ণনা করেন, প্যারলাইসিসে আক্রান্ত এক বৃদ্ধ লোকের

উপর এ আয়াতগুলো পড়ে ফুঁক দেয়া হয়, এর বরকতে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

মনের যে কোনো আশা পূরণ হওয়ার আমল

মুহাম্মাদ ইবনে দাসতুরিয়া বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র বিয়ায নামক গ্রন্থে তার হাতে লেখা কাগজে দেখেছি, হযরত খাজা খিযির আলাইহিস সালাম এক আবেদকে ছালাতুল হাজত পড়ার এক নতুন নিয়ম শিখিয়েছেন। তা হলো, দুই রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে একবার সূরা ফাতিহার পর দশবার সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার ও সূরা ইখলাস এগারোবার পড়ে যথারীতি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে একটি সিজদা করবে। সিজদায় দশবার দরূদ শরীফ, দশবার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পড়বে। তারপর رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা বাকারা : ২০১) দশবার পড়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে মনের আশা পূরণের জন্য দুআ করবে।

হাকিম আবুল কাসেম বর্ণনা করেন, যে আবেদকে হযরত খাজা খিযির আলাইহিস সালাম এ নামায শিক্ষা দিয়েছেন, আমি এ নামাযের নিয়ম জানার জন্য তার খেদমতে লোক পাঠালে তিনি আমাকে তা শিখিয়ে দেন। আমি সেই নামায পড়ে ইল্‌ম ও হিকমতের জন্য দুআ করেছিলাম, আল্লাহ পাক এর বরকতে আমাকে ইল্‌ম ও হিকমত দান করেছেন। আমার মনের এক হাজার আশা পূরণ করেছেন।

হাকিম সাহেব বলেন, যে ব্যক্তি জুমার রাতে গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে মনের আশা পূরণের উদ্দেশ্যে এ নামায পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার মনের আশা পুরা হবে।

আরবী বর্ণমালার কিছু বৈশিষ্ট্য

আরবী বর্ণগুলো চার প্রকার। গরম, শীতল, ভিজা, শুষ্ক।

গরম : ا، ه، ط، م، ف، ش، ذ এক সাথে اهطم ، فشذ

শীতল : ج، ز، ك، س، ق، ث، ظ এক সাথে جزكس قثظ

ভিজা : د ، ح ، ل ، غ ، ر ، خ ، غ এক সাথে دحل عر خغ

শুষ্ক : ب ، و ، ي ، ن ، ص ، ق ، ض এক সাথে بوين صقض

এ হরফগুলো ব্যবহারের নিয়ম হলো, যেমন ঠান্ডা নিবারণ করা উদ্দেশ্য হলে, শীতল হরফের সমষ্টি এমন পরিমাণ পড়বে যেন ঠান্ডা দূর হয়ে যায়। বাকী শব্দগুলো এভাবেই বুঝে নিতে হবে। রোগের যথার্থ কারণ উপলব্ধি করা সম্ভব হলে এ হরফগুলো দ্বারা চিকিৎসা করা যাবে। অন্যথায় সম্ভব নয়।

ওয়াস্‌ওয়াসা দূর করার আমল

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এক বুযুর্গ থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার ঘটনাক্রমে এক মহিলার উপর আমার দৃষ্টি পড়ে যায়। তার প্রতি আমি এরূপ আকৃষ্ট হয়ে পড়ি যে, সরা রাত আমার ঘুম আসেনি। শেষ রাতে সামান্য তন্দ্রা এলে কেউ আমাকে স্বপ্নে বললো, এ আয়াতগুলো পড়ে নিজের শরীরে দম দাও। বুযুর্গ বলেন, আমি স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে এ নিয়ম পালন করলাম। আমার ধারণা হলো, যেন কেউ আমাকে জেল থেকে মুক্তি দিলো। আমার মন থেকে এ মহিলার চিন্তা দূর হয়ে গেলো। আয়াতগুলো হলো,

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ (٢٧)

(সূরা ইবরাহীম : ২৭)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ (١٥)

(সূরা আনফাল : ১৫)

নারী ফেতনা মুক্ত থাকার আমল

কেউ কোনো মহিলার ব্যাপারে ফেতনায় পতিত হওয়ার আশংকা থাকলে বা কেউ কাউকে কোনো নারীর ফাঁদে ফেলতে চাইলে, এ দোয়া পড়বে অথবা লিখে ধারণ করবে।

رَبِّ اصْرِفْ عَنِّي السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلَصِيْنَ

ওয়াস্‌ওয়াসা দূর হওয়ার আমল

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١٣)

(সূরা আনআম : ১৩)

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤١)

(সূরা ফাতির : ৪১)

বৈশিষ্ট্য : যদি কারো মনে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা জাগে, তাহলে উক্ত আয়াতগুলো বেশি বেশি পড়বে।

ওয়াস্ওয়াসা দূর হওয়ার আমল

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧)

(সূরা মায়েদা : ৭)

যদি কারো নামাযে ওয়াস্ওয়াসা আসে অথবা দুঃস্বপ্ন দেখে, তাহলে উক্ত আয়াতটি কাচ অথবা শ্বেত পাথরের পাত্রে লিখে পবিত্র পানি দ্বারা ধুয়ে একাধারে তিনদিন পান করলে ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

ভয় দূর করার আমল

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, একবার একটি ভূত আমার সামনে এসেছিলো। তখন আমি পড়লাম أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ভূতটি বললো, আপনি অতি বড় শক্তি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এজন্য আমি আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারলাম না। এ কথা বলতে বলতে সে পালিয়ে গেলো।

শত্রুর চোখ ফাঁকি দেয়ার আমল

ইবনে কাব সূত্রে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দেয়। এ কথা কোনো এক আলেমকে জানানো হলে, তিনি তাকে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে সূরা ইয়াসীন পড়ে বের হওয়ার আমল বলে দেন। এরপর সে ব্যক্তি এ আমল করতে শুরু করে। ফলে সে শত্রুর সামনে দিয়ে চলাফেরা করতো কিন্তু শত্রু তাকে দেখতে পেতো না।

জ্বিন দূর করার আমল

ইবনে কুতাইবা বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি তাকে বলেছেন, আমি একবার বসরা শহরের খেজুরের ব্যবসা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে রাত্রি যাপনের

জন্য ভালো কোনো ঘর ভাড়া পাচ্ছিলাম না। একটি ঘর পেলাম, তাতে মাকড়সা জাল বুনে রেখেছিলো। এর কারণ জানতে চাইলে আমাকে জানানো হলো, ঘরটিতে জ্বিন বসবাস করে। মালিক থেকে ঘরটি ভাড়ায় নিতে চাইলে মালিক আমাকে বললেন, ঘরটিতে জ্বিন বসবাস করে, এখানে যাকে পায় তাকেই মেরে ফেলে। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে ঘরটি ভাড়া নিতে চাইলে মালিক আমাকে সেখানে ভাড়ায় থাকতে দেন। আমি সে ঘরে অবস্থান নেই।

যখন রাত হলো তখন আমার দিকে একটি ভয়ানক কালো ছায়া এগিয়ে আসতে দেখলাম। যার চোখ দুটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো। এটা দেখে আমি আয়াতুল কুরসী পড়তে শুরু করলাম। কালো ছায়াটিও আমার সাথে সাথে আয়াতুল কুরসী পড়তে লাগলো। আমি যখন وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সে আর পড়তে পারছিলো না। আমি আয়াতের এ অংশ বার বার পাঠ করতে লাগলাম। তখন কালো ছায়াটি পালিয়ে গেলো।

সারা রাত আরামে ছিলাম। সকাল বেলা কিছু একটা পোড়ার চিহ্ন ও ছাই দেখতে পেলাম। তখন পাশ থেকে কেউ বললো, তুমি وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ দ্বারা বড় ভয়ানক শক্তিশালী এক জ্বিনকে জ্বালিয়ে দিয়েছো।

জ্বিন প্রতিরোধ করার আমল

ইবনে কুতায়বা বলেন, এক মিসরী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি কোনো এক বেদুঈনের নিকট অবস্থান নেই। সে আমার খুব খাতির যত্ন করে। বিছানায় শোইতে গিয়ে সে বিকট চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, যখনই সে শোয়ার জন্য বিছানায় যায় তখনই তার এ অবস্থা হয়। তখন আমি إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (সূরা আ'রাফ : ৫৪) এ আয়াত পড়লাম। এরপর আর কখনো তার এমন হয়নি।

কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

ইবনে কুতায়বা বলেন, কোনো এক কুষ্ঠরোগীর মাংস খসে পড়ে যাচ্ছিলো। এক বুযুর্গ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادٰى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (সূরা আম্বিয়া : ৮৩) এ আয়াত পড়ে তার শরীরে সামান্য থুথু লাগিয়ে দেন। এতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে এবং তার শরীরে নতুন চামড়া উৎপন্ন হতে থাকে।

কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

أَنِّيْٓ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتٰى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٤٩)

(সূরা আলে ইমরান : ৪৯)

বৈশিষ্ট্য : কালবী থেকে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমার কুষ্ঠ রোগ হয়েছিলো, কারো নিকট বসতে পারতাম না। তখন এক বুযুর্গের সাথে সাক্ষাত হলে তিনি আমাকে মুখ খোলতে বলেন। আমি মুখ খোললে উক্ত আয়াত পড়ে তিনি আমার মুখে থুতু দেন। এর বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাকে আরোগ্য দান করেছেন।

খুজলি পাঁচরা আরোগ্য হওয়ার আমল

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (١٤)

(সূরা মু'মিনুন : ১৪)

বৈশিষ্ট্য : এক ব্যক্তির খুজলি হয়েছিলো। কিছুতেই তা ভালো হচ্ছিলো না। একদিন সে এক কাফেলার সাথে মক্কা শরীফ রওয়ানা হলে অসুস্থতার কারণে পথ চলা সম্ভব হলো না। তিনি পথেই রয়ে গেলেন। রাতে স্বপ্নে দেখেন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে উক্ত আয়াত পড়ে ঝাড়ার কথা বলছেন।

দাদ আরোগ্য হওয়ার আমল

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦)

(সূরা ইবরাহীম : ২৬)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতটি তিনবার পড়ে একটি কাইতনে তিনটি গিরা দিয়ে কাইতনটি রোগীর শরীরে বেঁধে দিবে। ইনশাআল্লাহ দাদ ভালো হয়ে যাবে।

পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٤)

(সূরা হাশর : ২২-২৪)

বৈশিষ্ট্য : ইবনে কুতাইবা এক পক্ষাঘাত রোগীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যমযমের পানি দ্বারা দোয়াত ধুয়ে তা দ্বারা একটি পাত্রে উক্ত আয়াত লিখে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে পান করলে পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য হবে।

টাক ভালো হওয়ার আমল

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(সূরা বনী ইসরাঈল : ৮২)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত লিখে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে পান করলে বা পড়ে টাক পড়া ব্যক্তির মাথায় থুতু দিলে টাক পড়া রোগ্য ভালো হয়।

পাথরী রোগ ভালো হওয়ার আমল

ইস্পাহানের এক বুযুর্গ পাথরী রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি নিম্ন লিখিত আয়াত লিখে ধুয়ে পান করলে তার পেশাবের সাথে পাথর বের হয়ে যায় এবং প্রস্রাবের জ্বালা-পোড়া দূর হয়ে শান্তি লাভ করেন।

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا (٦)

(সূরা ওয়াকেয়া : ৫-৬)

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (١٤) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١٥) وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (١٦)

(সূরা হাক্কাহ : ১৪-১৬)

সূচীপত্র

পাথরী রোগ ভালো হওয়ার আমল

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ (٦٠)

(সূরা বাকারা : ৬০)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত লিখে ধুয়ে পান করলে পাথরী রোগ্য ভালো হয়।

নাক দিয়ে রক্ত পড়া রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى
الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٤)

(সূরা হুদ : ৪৪)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ (٣٠)

(সূরা মুলক : ৩০)

বৈশিষ্ট্য : জনৈক মহিলার নাক দিয়ে রক্ত পড়া শরু হলে এক বুযুর্গ উক্ত আয়াত লিখে বেঁধে দিয়েছিলেন। এতে সে আরোগ্য লাভ করেছিলো।

ডায়বেটিক্স রোগ আরোগ্য হওয়ার আমল

ইবনে ওয়ায়না রহমাতুল্লাহি আলাইহি সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, উপরোক্ত আয়াতদ্বয় (সূরা হুদ : ৪৪ এবং সূরা মুলক : ৩০) ডায়বেটিক্স রোগ্য আরোগ্য হওয়ার জন্য উপকারী।

পেশাব চালু হওয়ার আমল

ইবনে কালবী লিখেছেন, এক ব্যক্তির পেশাব বন্ধ হয়ে গেলে জনৈক বুযুর্গ নিম্নের আয়াত লিখে বেঁধে দিলে তার পেশাব চালু হয়ে যায়।

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ (١١) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ
قَدْ قُدِرَ (١٢)

(সূরা কামার : ১১-১২)

গলা ব্যথা ভালো হওয়ার আমল

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (٣٠)

(সূরা আম্বিয়া : ৩০)

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٣)

(সূরা ইয়াসীন : ৭৮-৮৩)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো পড়ে ফুঁক দিলে গলা ব্যথা রোগ ভালো হয়।

বমি বন্ধ হওয়ার আমল

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٤)

(সূরা হূদ : ৪৪)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত লিখে একাধারে সাতদিন পর্যন্ত দিনের শুরুতে পান করলে বমি বমি ভাব দূর হয়।

পেশাব-পায়খানা বন্ধ হয়ে গেলে আরোগ্য হওয়ার আমল

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤)

(সূরা বাকারা : ৪)

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (١١) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢)

(সূরা কামার : ১১-১২)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতগুলো পায়খানা বন্ধ রোগীর বাম কানে পড়লে পেশাব-পায়খানা চালু হবে।

ইসলামের শত্রুদের পরাজিত করার আমল

ইবনে কালবী সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, কোনো এক দেশের কাফেররা মুসলমানদের শহর অবরোধ করে রেখেছিলো। তাদের মধ্যে এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তাতে নিম্নের আয়াতগুলো পড়ে ফুঁক দিয়ে কাফেরদের অবস্থানস্থলে নিক্ষেপ করলে কাফেররা পরস্পরে যুদ্ধ করে পালিয়ে যায়।

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٧)

(সূরা আনফাল : ১৭)

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦)

(সূরা যিলযাল : ১-৬)

তাওবা নসীব হওয়ার আমল

এক মিসরী বলেছেন, আমার কাছে এক খ্রিষ্টান জিজ্ঞাসা করলো, আপনাদের কুরআনে এমন কোনো জিনিস আছে যা আমার মন পরিবর্তন করে দিবে? তখন আমি তাকে সূরা আলাম নাশরাহ (৩০তম পারা) লিখে ধুয়ে পান করিয়ে দিলাম। সে এর বরকতে সাথে সাথে তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আশা পূরণ হওয়ার আমল

নিম্নোক্ত বিন্যাস অনুযায়ী কুরআন শরীফ খতম করে যে কোনা প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার জন্য দুয়া করলে তা কবুল হয়।

জুমার দিন সূরা ফাতিহা থেকে সূরা মায়েদার শেষ পর্যন্ত। শনিবার দিন সূরা আনআম থেকে সূরা তাওবার শেষ পর্যন্ত। রবিবার দিন সূরা ইউনুস থেকে সূরা মারইয়ামের শেষ পর্যন্ত। সোমবার দিন সূরা ত্বহা থেকে সূরা কাছাছের

শেষ পর্যন্ত। মঙ্গলবার দিন সূরা আনকাবুত থেকে সূরা ছোয়াদ এর শেষ পর্যন্ত। বুধবার দিন সূরা যুমার থেকে সূরা আর রাহমানের শেষ পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার দিন সূরা ওয়াকেয়া থেকে সূরা নাস পর্যন্ত পড়ে সিজদায় গিয়ে নিজের আশা পূরণের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার কাছে যে দুআই করবে, কবুল হবে। এটি পরীক্ষিত।

স্মরণশক্তি প্রখর হওয়ার আমল

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (٢٨٦)

(সূরা বাকারা : ২৮৫-২৮৬)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত একটি পাত্রে পবিত্র কালো কালি দিয়ে লিখে রোদ পড়ে না এমন কূপের মিষ্টি পানি দ্বারা ধুয়ে নদীর মোহনার পানি মিশিয়ে পান করলে স্মরণশক্তি প্রখর হয়। অন্তরে প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়। দুশমনের ভয় দূর হয়। জালেম থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়। এ আয়াত বেশি বেশি পড়লে অভাব অনটন মুক্ত থাকা যায়। ঋণ আদায় হয়। উত্তম বিশ্বাস অর্জিত হয়।

কৃপণতা দূর হওয়ার আমল

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (٩٢) كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٩٣)

(সূরা আলে ইমরান : ৯২-৯৩)

বৈশিষ্ট্য : কৃপন ব্যক্তির কাপড়ে উক্ত আয়াতগুলো গোলাব জল ও জাফরান দ্বারা লিখে ধুয়ে তাকে পান করালে কৃপণতা দূর হয়ে যাবে।

দারিদ্রতার আশংকা মুক্তির আমল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

(সূরা মায়েদা : ১)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত একটি পাত্রে লিখে আগুনে জ্বাল না দেয়া মধু দ্বারা ধুয়ে পান করলে তার অন্তর থেকে দারিদ্রতার ভয় চলে যাবে এবং সে সত্য অনুসরণের স্পৃহা ও সহী শুদ্ধ আকীদা লাভ করবে।

মদপানের অভ্যাস দূর হওয়ার আমল

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

(সূরা মায়েদা : ৩)

বৈশিষ্ট্য : জুমার রাতে ইশার নামাযের পর অযুর সাথে বৃষ্টির পানিতে উক্ত আয়াত পড়ে সে পানি দ্বারা সামান্য গমের আটা গুলে তা দ্বারা একটি রুটি পাকাবে। সে রুটিটি চার ভাগ করে তিন ভাগ মিসকীনকে দান করবে। বাকী একভাগ নিজে খাবে। এভাবে তিন জুমার রাতে উক্ত আমল করলে হারাম রোজগার, এতিমের মাল খাওয়া ও মদপানের অভ্যাস দূর হয়ে যাবে এবং তাওবা নসীব হবে।

ওয়াস্ওয়াসা দূর হওয়ার আমল

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

(সূরা মায়েদ : ৭-৮)

বৈশিষ্ট্য : কাঁচ বা শ্বেত পাথরের পাত্রে উক্ত আয়াত লিখে পবিত্র পানি দিয়ে ধুয়ে তিনদিন পর্যন্ত পান করালে নামায ও ওযুর ওয়াস্‌ওয়াসা দূর হয়ে যাবে। দুঃস্বপ্ন দেখা থেকে মুক্তি পাবে।

সম্পদ হেফাযত থাকার আমল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٩٢)

(সূরা মায়েদ : ৯০-৯২)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি সর্বদা উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার মাল সম্পদ মদ, জুয়া ও তামাশায় খরচ হবে না।

পরকীয়া থেকে মুক্তির আমল

وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦)

(সূরা আলে ইমরান : ১৪৬)

বৈশিষ্ট্য : রবিবার দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে কোনো পাক বরতনে উক্ত আয়াত লিখে বরফ বা শিলার পানিতে ধুয়ে পরকীয়াগ্রস্ত ব্যক্তির উপর তিনদিন এ পানি ছিটিয়ে দিলে, ইনশাআল্লাহ পরকীয়া দূর হয়ে যাবে।

মিথ্যা বলার অভ্যাস দূর করার আমল

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥)

(সূরা বাকারা : ২২৫)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াত ঝিনুকে লিখে সূর্যোদয়ের পূর্বে কাঁচা মধু দ্বারা ধুয়ে কিছু সময় পর পর খেলে মিথ্যা বলার অভ্যাস দূর হয়।

ইল্‌ম ও আমলে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার আমল

বৃহস্পতিবার রাত ১২ টার সময় ওযু করে দুই রাকাত নামায পড়বে। তারপর قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (١١٠) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (١١١) (সূরা বনী ইসরাঈল : ১১০-১১১) এ আয়াত কাঁচের পাত্রে গোলাব জল ও জাফরান দ্বারা লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে সে পানিতে পুনরায় এ আয়াত সাতবার পড়ে ফুঁক দিবে। তারপর ফজরের নামাযের পর সূরা আলাম নাশরাহ (৩০তম পারা) পড়ে পুনরায় পানিতে ফুঁক দিয়ে দুআ করবে, যেন আমলের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তারপর সে পানি পান করবে। ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

বক্তব্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার আমল

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٧) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٢٨)

(সূরা লোকমান : ২৭-২৮)

বৈশিষ্ট্য : কারো মেধাশক্তি বিগড়ে গেলে বা বক্তব্য দেয়ার সময় মুখে কথা না আসলে, উক্ত আয়াত পাঠ করে অর্ধ মেসকাল মধু অথবা চিনি মিশিয়ে তাতে ফুঁক দিয়ে খাওয়ালে মেধাশক্তি সুস্থ হবে এবং খুব সুন্দর সাজানো গোছানো বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবে।

শিশুর কান্না বন্ধ করার আমল

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (١٠٨)

(সূরা ত্বহা : ১০৮)

বৈশিষ্ট্য : হরিণের পাতলা চামড়ায় উক্ত আয়াত লিখে তামার তাবিজে বন্ধ করে বাহুতে ধারণ করলে শত্রুর মুখ বন্ধ হবে। যে শিশু বেশি কান্নাকাটি করে তার গলায় বেঁধে দিলে কান্না বন্ধ হবে এবং কথা শ্রুতিমধুর হবে।

আমালে কুরআনী সমাপ্ত

আল কাওলুল জামীল

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)

(কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল ও আসমাউল হুসনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য)

রিযিক বৃদ্ধির আমল

প্রতিদিন এগারোশ’ বার يَا مُغْنِي (ইয়া মুগনী) এবং সূরা মুয্‌যাম্‌মিল চল্লিশবার, সম্ভব না হলে এগারোবার পড়বে আর বেশি বেশি দরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ রিযিক বৃদ্ধি হবে।

শাহ আব্‌দুর রহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি যা কিছু পেয়েছি, এ আমলের বরকতেই পেয়েছি।

পাগলা কুকুর কামড়ালে আরোগ্য হওয়ার আমল

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧)

(সূরা তারিক : ১৫-১৭)

বৈশিষ্ট্য : পাগলা কুকুরের কামড়ে কেউ পাগল হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে, উক্ত আয়াত চল্লিশ টুকরা রুটিতে লিখে প্রতিদিন এক টুকরা করে খেলে পাগল হওয়া থেকে হেফাযত থাকবে।

বসন্ত ভালো হওয়ার আমল

কারো শরীরে বসন্ত দেখা দিলে একটি নীল সূতা হাতে নিয়ে সূরা আররহমান (২৭তম পারা) পড়বে, যতবার فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আসে ততবার সূতাটিতে একটি করে গিরা দিবে, একটি করে ফুঁক দিবে। এ নিয়মে সূরাটি পড়া শেষ হলে সূতাটি রোগীর গলায় বেঁধে দিবে। ইনশাআল্লাহ বসন্ত রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে।

জ্বিনের আছর দূর করার আমল

যার উপর জ্বিন আছর করেছে, তার বাম কানে وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (সূরা সোয়াদ : ৩৪) আয়াতটি সাতবার পড়বে। আছরকৃত ব্যক্তির কানে সাতবার আযন দিবে এবং সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস, আয়াতুল কুরসী, সূরা তারিক, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত এবং সূরা সাফ্‌ফাত পড়ে ফুঁক দিলে জ্বিন জ্বলে পুরে ছাই হয়ে যাবে।

বাড়ি বন্ধ করার আমল

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى

الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٢) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (٣) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا (٤) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا (٥)

(সূরা জ্বিন : ১-৫)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত আয়াতসমূহ পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি জ্বিনে ধরা রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিলে তার হুশ ফিরে আসবে। এ পানি কোনো বাড়ি ঘরের কোণায় কোণায় ছিটিয়ে দিলে সে বাড়িতে জ্বিন আসবে না।

বাড়ি বন্ধ করার আমল

চারটি লোহার পেরেকের প্রত্যেকটিতে পঁচিশবার করে إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧) (সূরা তারিক : ১৫-১৭) পড়ে ফুঁক দিয়ে পেরেকগুলো ঘরের বা বাড়ির চার কোণে গেড়ে রাখলে এর ভিতর জ্বিন আসতে পারবে না।

বন্ধ্যাত্ব দূর হওয়ার আমল

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

(সূরা নূর : ৪০)

বৈশিষ্ট্য : চল্লিশটি লবঙ্গ নিয়ে প্রত্যেকটির উপর সাতবার করে উক্ত আয়াত পড়ে ফুঁক দিবে। প্রতিদিন রাতে একটি করে লবঙ্গ বন্ধ্যা মহিলাকে খেতে দিবে। লবঙ্গ খাওয়ার পর পানি পান করবে না। মাসিক শেষে গোসল করার পর থেকে লবঙ্গ খাওয়া শুরু করবে এবং লবঙ্গ খাওয়ার দিনগুলোতে স্বামী-স্ত্রী একান্তে মিলিত হবে। ইনশাআল্লাহ বন্ধ্যাত্ব দূর হয়ে যাবে।

গর্ভ রক্ষার আমল

যে মহিলার গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়। তার গর্ভ রক্ষা করার জন্য তার সমান মাপের একটি কাইতন নিয়ে তাতে নয়টি গিরা দিবে এবং প্রত্যেটি গিরা দেয়ার সময়

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧)

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ (١٢٨) (সূরা নাহল : ১২৭-১২৮) আয়াত দুটি এবং সূরা কাফিরূন পড়ে ফুঁক দিবে। ইনশাআল্লাহ গর্ভ নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

ছেলে সন্তান লাভ করার আমল

কোনো মহিলার যদি কেবল মেয়ে সন্তান হয়, আর সে যদি ছেলে সন্তান লাভ করতে চায়, তাহলে গর্ভ ধারণের তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে হরিণের পাতলা চামড়ায় গোলাব জল ও জাফরান দ্বারা اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ (٨) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ (সূরা রা'দ : ৮-৯) এবং يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (সূরা মারইয়াম : ৭) আয়াত দুটি লিখবে। এরপর بِحَقِّ مَرْيَمَ وَعِيْسٰى۔ اِبْنًا صَالِحًا طَوِيْلُ الْعُمُرِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ দুয়াটি লিখে তাবিজ বানিয়ে গর্ভবতী মহিলার সাথে বেঁধে দিবে। ইনশাআল্লাহ পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে।

গর্ভের সন্তান রক্ষা করার আমল

যে মহিলার গর্ভে সন্তান বাঁচে না, তার এ দোষ নিবারণের জন্য কিছু গোল মরিচ, কিছু জৈন নিয়ে তাতে সোমবার দ্বিপ্রহরে চল্লিশবার সূরা ওয়াশ শামস (৩০তম পারা) পড়ে ফুঁক দিবে। প্রত্যেকবার সূরাটি পড়া শুরু করার পূর্বে দরূদ শরীফ পড়বে। তারপর গর্ভ সঞ্চারের প্রথম দিন থেকে বাচ্চা দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত মহিলা প্রতিদিন এ মরিচ ও জৈন খেতে থাকবে।

ছেলে সন্তান লাভের আমল

যে মহিলার শুধু মেয়ে হয়, তার ছেলে সন্তান হওয়ার জন্য পেটের উপর গোলাকারে আঙ্গুল বুলিয়ে يَا مُبِيْنُ (ইয়া মুবিনু) বলবে। ইনশাআল্লাহ তার ছেলে সন্তান লাভ হবে। স্বামী ব্যতীত অন্য কারো এ আমল করা জায়েয হবে না। এমনকি কোনো মাহরামরাও না।

পলাতক কর্মচারী ফিরে আসার আমল

কারো কর্মচারী পালিয়ে গেলে, এক টুকরা কাগজে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী এবং اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَاَنْ تَرُدَّ الْعَبْدَ اِلٰى مَوْلَاهُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ এ দুআটি লিখবে।

তারপর أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ (সূরা নূর : ৪০) وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ (সূরা মু'মিনুন : ১০০) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ (সূরা ইয়াসীন : ৭৮) بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ () فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ (সূরা বুরুজ : ২১-২২) তারপর পড়বে اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَاَنْ تَرُدَّ الْعَبْدَ اِلٰى مَوْلَاهُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

পরিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরিশিষ্টে আল্লাহ তাআলার নামের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং গোপন রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বসাধারণ এ সকল বৈশিষ্ট্য ও গোপন রহস্য থেকে উপকৃত হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার গুণে গুণান্বিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করার নিয়ম সম্পর্কে 'আওরাদে রহমানী' নামক কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু বিশেষ কিছু আমল উল্লেখ করা হলো।

সহজে আশা পূরণ ও সুস্থতা লাভ করার আমল

اَللّٰهُ (আল্লাহু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০০ বার এ নাম পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার ঈমান মজবুত করে দিবেন। জুমার দিন জুমার নামাযের পূর্বে পবিত্র শরীরে নির্জন স্থানে ২০০ বার এ নাম পড়লে, উদ্দেশ্য সহজে সফল হবেই, তা যতো বড়ই হোক না কেন। যে রোগী ডাক্তার ও হাসপাতাল থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসে, সুস্থ হওয়ার আশা নেই, তার উপর এ নাম পড়তে থাকলে, যদি তার হায়াত থাকে তাহলে আল্লাহর ফজলে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

সৎ চরিত্রবান হওয়ার আমল

اَلرَّحْمٰنُ (আররহমানু)

বৈশিষ্ট্য : প্রতিদিন প্রত্যেক নামাযের পর ১০০ বার এ নাম পাঠ করলে অন্তরের সবধরনের কঠোরতা ও অলসতা দূর হয় এবং ভুলে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ নাম বেশি বেশি পড়লে সর্বপ্রকার অশোভন অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকা যায়। এ নাম মেশক ও জাফরান দ্বারা লিখে কোনো দুঃচরিত্র ব্যক্তির ঘরে নিরাপদ জায়গায় পুঁতে রাখলে, তার স্বভাব ভালো হবে।

অন্তরে কোমলতা লাভ করার আমল

اَلرَّحِيْمُ (আররাহীমু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি দৈনিক প্রতি নামাযের পর এ নাম ১০০ বার পাঠ করবে, তার অন্তর নম্র হবে, ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং তার দ্বারা কোনো অপছন্দনীয় কাজ সংঘটিত হওয়ার আশংকা থাকবে না।

ফলে বরকত হওয়ার আমল

اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (আররাহমানুর রাহীম)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি এ নাম দুটি বেশি বেশি পড়বে অথবা লিখে ধারণ করবে বা লিখে পানি দিয়ে ধুয়ে সে পানি কোনো গাছের গোড়ায় ঢেলে দিবে, তার ফলে বরকত হবে।

এ নামদ্বয় লিখা কাগজ গুলিয়ে কাউকে পান করালে তার অন্তরে লেখকের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হবে।

আশেক ও মা'শুকের নাম সাথে তাদের মায়ের নাম লিখে দিলে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। তবে নাজায়েয ক্ষেত্রে এ আমল করা যাবে না।

মনের উদারতা ও ধনাঢ্যতা লাভের আমল

اَلْمَلِكُ (আলমালিকু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের সময় ১২০ বার পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার মনের উদারতা ও ধনাঢ্যতা দান করবেন।

মুসীবত থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল

اَلْقُدُّوْسُ (আলকুদ্দুসু)

বৈশিষ্ট্য : জুমার নামাযের পর এ নামটি ১৮৫ বার سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ এর সাথে মিলিয়ে রুটির টুকরার উপর লিখে ভক্ষণ করলে, সে সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে এবং ইবাদতের তাওফীক লাভ করবে।

রোগ ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের আমল

اَلسَّلَامُ (আস্সালামু)

বৈশিষ্ট্য : যদি কোনো ব্যক্তি রোগীর শিয়রে বসে হাত উঠিয়ে এ নামটি ১৩৬ বার এমনভাবে পাঠ করে, যাতে রোগীও শুনতে পায় এবং পড়তে পারে, এরপর রোগীর উপর ফুঁক দেয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থতা দান করবেন।

নিরাপত্তা লাভের আমল

اَلْمُؤْمِنُ (আলমুমিনু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি এ নাম বেশি বেশি পাঠ করবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং ঈমানী বলে বলীয়ান হবে। ভয়ভীতির সময় ৬৩০ বার এ নাম পাঠ করলে জান মাল সকল অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে।

সাহস বৃদ্ধি পাওয়ার আমল

اَلْمُهَيْمِنُ (আলমুহাইমিনু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি গোসল করে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে নির্জনে বসে একাগ্রচিত্তে ১০০ বার এ নাম পাঠ করবে, তার সাহস বৃদ্ধি পাবে।

অমুখাপেক্ষী হওয়ার আমল

اَلْعَزِيْزُ (আলআযীযু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ৫১ বার করে এ নাম পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দিবেন, সম্মান বৃদ্ধি করে দিবেন।

জালেম থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল

اَلْجَبَّارُ (আলজাব্বারু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-বিকাল ২২৬ বার এ নাম পাঠ করবে, সে জালেমদের অত্যাচার ও অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে।

পুত্র সন্তান লাভ করার আমল

اَلْمُتَكَبِّرُ (আলমুতাকাব্বিরু)

বৈশিষ্ট্য : এ নাম বেশি বেশি পাঠ করলে সম্মান ও ধর্মপরায়নতা বৃদ্ধি পায়। স্ত্রী সহবাসের পূর্বে এ নাম দশ বার পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে নেককার পুত্র সন্তান দান করবেন।

যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল

اَلْخَالِقُ(আলখালেকু)

বৈশিষ্ট্য : ধারাবাহিক সাতদিন পর্যন্ত ১০০ বার এ নাম পাঠ করলে সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

বন্ধ্যাত্ব দূর হওয়ার আমল

اَلْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ (আলবারিউল মুছাওয়েরু)

বৈশিষ্ট্য : বন্ধ্যা নারী সাতদিন রোযা রাখবে এবং পানি দ্বারা ইফতার করবে। ইফতারের পর ২১ বার এ নাম পাঠ করবে। তাহলে তার বন্ধ্যাত্ব দূর হবে এবং সন্তান জন্ম নিবে।

দারিদ্রতা দূর হওয়ার আমল

اَلْغَفَّارُ (আলগাফ্ফারু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি জুমার নামাযের পর ১০০ বার এ নাম পাঠ করবে, তার উপর গুনাহ মাফের আলামত প্রকাশ পাবে, দারিদ্রতা দূর হবে, রিযিক বৃদ্ধি পাবে।

যৌনশক্তি ফিরে পাওয়ার আমল

اَلْقَهَّارُ (আলকাহ্হারু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি এ নাম বেশি বেশি পাঠ করবে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের আকর্ষণ তার মন থেকে দূর হতে থাকবে এবং শত্রুর উপর বিজয়ী হবে। যাদুর কারণে স্ত্রী সহবাসে অক্ষম হয়ে গেলে, তার উপর থেকে যাদুর আছর দূর হয়ে যাবে, সে স্ত্রী সহবাসে সক্ষম হবে।

ধনাঢ্যতা লাভ করার আমল

اَلْوَهَّابُ (আলওয়াহ্হাবু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি এ নাম বেশি বেশি পাঠ করবে, তার ধন-সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি ও বুযুর্গী লাভ হবে। চাশতের নামাযের শেষ সেজদায় এ নাম ১৪ বার পাঠ করলে যে কোনো আশা পূর্ণ হবে।

সুস্থতা লাভ করার আমল

اَلرَّزَّاقُ (আররায্যাকু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি সুবহে সাদিকে পর ফজরের নামাযের পূর্বে নিজের ঘরের

চার কোণে ১০ বার করে এ নামটি পাঠ করবে, তার ঘরে কখনো অসুস্থতা ও অভাব অনটন আক্রমণ করবে না। রিযিকে প্রশস্ততা লাভ হবে। পড়ার সময় ঘরের উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে শুরু করবে এবং কিবলামুখী হয়ে পড়বে।

রিযিক লাভ সহজ হওয়ার আমল

اَلْفَتَّاحُ (আলফাত্তাহু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজর নামাযের পর বুকের উপর হাত রেখে এ নাম ৭১ বার পাঠ করবে, তার অন্তর পবিত্র ও নূরাণী হবে এবং খুব সহজে রিযিক লাভ করবে।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমল

اَلْعَلِيْمُ (আলআলীমু)

বৈশিষ্ট্য : এ নাম বেশি বেশি পাঠ করলে হাকীকত ও মারেফতের বিষয় উন্মুক্ত হয় এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়।

ক্ষুধা নিবারণ হওয়ার আমল

اَلْقَابِضُ (আলকাবিযু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি চল্লিশদিন এ নামটি রুটির টুকরায় লিখে খাবে, তার ক্ষুধায় কষ্ট হবে না এবং রিযিক প্রশস্ত হবে।

ধনী হওয়ার আমল

اَلْبَاسِطُ (আলবাসিতু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি প্রতিদিন চাশতের নামাযের পর এ নাম দশ বার পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধনী বানিয়ে দিবেন, কখনো কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

জালেম থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল

اَلرَّافِعُ (আররাফিউ)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি এ নাম ৭০ বার পাঠ করবে, সে জালেম থেকে নিরপত্তা লাভ করবে।

সকলের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করার আমল

اَلْمُعِزُّ (আলমুয়িয্‌য্‌যু)

বৈশিষ্ট্য : সোমবার দিবাগত রাতে এবং বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চল্লিশবার এ নাম পাঠ করলে সকলের মনে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করবে।

হিংসুকের হিংসা থেকে নিরাপত্তা ও হক আদায়ের আমল

اَلْمُذِلُّ (আলমুযিল্লু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি এ নাম ৭৫ বার পাঠ করে সেজদায় গিয়ে দোয়া করবে, সে হিংসুকের হিংসা বিদ্বেষ থেকে নিরাপদ থাকবে। কেউ পাওনা আদায়ে টালবাহানা করলে পাওনাদার এ নাম বেশি বেশি পাঠ করবে, ইনশাআল্লাহ সহজে পাওনা আদায় করে দিবে।

দুআ কবুল হওয়ার আমল

اَلسَّمِيْعُ (আসসামীউ)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার চাশতের নামাযের পর এ নাম পাঁচশ বার পাঠ করে কোনো কথা না বলে আল্লাহ তাআলার নিকট দোআ করবে, আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করবেন।

নেক আমলের তাওফীক লাভের আমল

اَلْبَصِيْرُ (আলবাছীরু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি জুমার নামাযের পর এ নাম ১০০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে নেক আমলের তাওফীক দান করবেন।

গোপন রহস্য উন্মোচন হওয়ার আমল

اَلْحَكَمُ (আলহাকামু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি মধ্য রাতে ওযুর সাথে একাগ্রচিত্তে দির্ঘক্ষণ পর্যন্ত এ নাম পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে গোপন রহস্য উন্মোচিত করে দিবেন।

নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার আমল

اَلْعَدْلُ (আলআদ্‌লু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি জুমার রাতে এ নামটি ত্রিশ টুকরা রুটির উপর লিখে খাবে, মানুষের অন্তর তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টজীবকে তার অনুগত করে দিবেন।

রিযিকের প্রশস্ততার আমল

اَللَّطِيْفُ (আললাতীফু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি এ নাম ১৩৩ বার পাঠ করবে, তার রিযিক প্রশস্ত ও সকল কাজ সহজে সম্পন্ন হবে।

গোপন তথ্য অবগত হওয়ার আমল

اَلْخَبِيْرُ (আলখাবীরু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি সাতদিন পর্যন্ত বেশি বেশি এ নাম পাঠ করবে, তার জন্য গোপন তথ্য প্রকাশ হতে শুরু করবে। অত্যাচারীর কবলে পড়ে এ নাম বেশি বেশি পাঠ করতে থাকলে অবস্থার পরিবর্তন হবে।

জনপ্রিয় নেতা হওয়ার আমল

اَلْحَلِيْمُ (আলহালীমু)

বৈশিষ্ট্য : জননেতা এ নাম বেশি বেশি পাঠ করলে সর্বসাধারণের কাছে তার নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য হবে। কাগজে লিখে পানিতে ধুয়ে নিজের পেশাগত কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রে মালিশ করলে, উক্ত পেশায় বরকত হবে। নৌকায় মালিশ করলে ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে। জীব-জন্তুর গায়ে মালিশ করলে সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

মান-সম্মান বৃদ্ধি পাওয়ার আমল

اَلْعَظِيْمُ (আলআযীমু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি বেশি বেশি এ নাম পাঠ করতে থাকবে, লোকদের কাছে তা মান সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং সর্বপ্রকার রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

জ্বর আরোগ্য হওয়ার আমল

اَلْغَفُوْرُ (আলগাফুরু)

বৈশিষ্ট্য : এ নাম তিনবার লিখে জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে বেঁধে দিলে জ্বর আরোগ্য হবে।

মানসিক সমস্যা দূর হওয়ার আমল

اَلشَّكُوْرُ (আশশাকুরু)

বৈশিষ্ট্য : এ নাম লিখে শরীরে বুলালে এবং ধুয়ে পান করালে মানসিক সমস্যা দূর হয়। দৃষ্টিশক্তি দূর্বল ব্যক্তি এ নাম লিখা কাগজ চোখে বুলালে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

বাচ্চা দ্রুত বেড়ে উঠার আমল

اَلْعَلِيُّ (আলআলিয়্যু)

বৈশিষ্ট্য : এ নাম লিখে বাচ্চার সাথে বেঁধে দিলে, বাচ্চা দ্রুত বেড়ে উঠবে। মুসাফির সাথে রাখলে স্বল্প সময়ে স্বজনদের কাছে ফিরে আসবে।

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা বৃদ্ধির আমল

اَلْكَبِيْرُ (আলকাবীরু)

বৈশিষ্ট্য : এ নাম বেশি বেশি পাঠ করলে ইলমে মারেফত হাসিল হবে। এ নাম পড়ে খাদ্যদ্রব্যের উপর ফুঁক দিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে খাওয়ানো হলে তাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।

হিংস্র জন্তু থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল

اَلْحَفِيْظُ (আলহাফীযু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি সর্বদা এ নামের যিকির করবে এবং লিখে সাথে রাখবে, সে সর্বপ্রকার ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ থাকবে। হিংস্র জীবজন্তুর মাঝে শুয়ে থাকলেও সেগুলো তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

রোযাদার ও মুসাফিরের কষ্ট লাঘব হওয়ার আমল

اَلْمُقِيْتُ (আলমুকীতু)

বৈশিষ্ট্য : রোযাদার ব্যক্তি এ নামটি পড়ে মাটির উপর ফুঁক দিয়ে বা মাটির উপর লিখে সে মাটি পানিতে ভিজিয়ে তা থেকে পান করলে, রোযার কষ্ট লাঘব হবে এবং মুসাফিরের বিষণ্ণতা দূর হবে।

হিসাব নিকাশ সহজ হওয়ার আমল

اَلْحَسِيْبُ (আলহাসীবু)

বৈশিষ্ট্য : যদি কারো হিসাব নিকাশ গ্রহণে কঠোরতা দেখা দেয়, তাহলে সাত দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পরে এ নাম ২০ বার পাঠ করলে হিসাব নিকাশ সহজ হবে।

ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধির আমল

اَلْجَلِيْلُ (আ জালীলু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি বেশি বেশি এ নামটির যিকির করবে বা মেশক ও জাফরান দিয়ে লিখে নিজের কাছে রাখবে, তার ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

অন্যের মনে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করার আমল

اَلْكَرِيْمُ (আলকারীমু)

বৈশিষ্ট্য : শোয়ার সময় এ নাম বেশি বেশি পাঠ করলে অন্যের মনে পাঠকারীর মর্যাদা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে।

হারানো মাল ফিরে পাওয়া ও স্ত্রী-পরিবার হেফাযতের আমল

اَلرَّقِيْبُ (আররাকীবু)

বৈশিষ্ট্য : এ নামটি বেশি বেশি পাঠ করলে স্ত্রী-পরিবার নিরাপদ থাকবে। কারো কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে তা ফিরে পাবে। গর্ভপাতের আশংকা দেখা দিলে এ নাম সাতবার পড়বে, তাহলে ইনশাআল্লাহ গর্ভপাতের আশংকা দূর হয়ে যাবে। সফরে যাওয়ার সময় সন্তানের ঘাড়ে হাত রেখে সাত বার এ নাম পাঠ করলে, ইনশাআল্লাহ সন্তান নিরাপদে থাকবে।

দুআ কবুল হওয়ার আমল

اَلْمُجِيْبُ (আলমুজীবু)

বৈশিষ্ট্য : এ নামের যিকির করে দুআ করলে, তা আল্লাহ তাআলার দরবাকে কবুল হয়।

আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির আমল

اَلْوَاسِعُ (আলওয়াসিউ)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি বেশি বেশি এ নামের যিকির করবে, তার সাহস, উদারতা ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে।

মুসীবত থেকে মুক্তি লাভের আমল

اَلْحَكِيْمُ (আলহাকীমু)

বৈশিষ্ট্য : বেশি বেশি এ নামের যিকির করলে, মুসীবত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

স্ত্রী অনুগত হওয়ার আমল

اَلْوَدُوْدُ (আলওয়াদুদু)

বৈশিষ্ট্য : এ নামটি ১০০০ বার পাঠ করে খাদ্যদ্রব্যের উপর ফুঁক দিয়ে সে খাদ্য স্বামী-স্ত্রী এক সাথে খেলে স্ত্রী স্বামীকে মহব্বত করবে এবং তার অনুগত হবে।

কুষ্ঠ রোগ নিরাময়ের আমল

اَلْمَجِيْدُ (আলমাজীদু)

বৈশিষ্ট্য : আইয়ামে বীয তথা চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রোযা রেখে ইফতারের পূর্বে এ নামের যিকির করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করলে কুষ্ঠ বা শ্বেতরোগ নিরাময় হয়।

অন্তর ইলম ও হিকমতে পূর্ণ হওয়ার আমল

اَلْبَاعِثُ (আলবা'য়িছু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি শোয়ার সময় বুকে উপর হাত রেখে ১০০ বার এ নাম পাঠ করবে, তার অন্তর ইলম ও হিকমতে পরিপূর্ণ হবে, ক্বলবে নূর পয়দা হবে।

স্ত্রী-সন্তান অনুগত হওয়ার আমল

اَلشَّهِيْدُ (আশ্‌শাহীদু)

বৈশিষ্ট্য : অবাধ্য স্ত্রী বা সন্তানের কপালের সামনের চুল ধরে এ নাম ১০০০ বার পাঠ করে শরীরে ফুঁক দিলে তারা অনুগত হবে।

কাঙ্খিত বস্তু লাভ করার আমল

اَلْحَقُّ (আলহাক্কু)

বৈশিষ্ট্য : চার কোণ বিশিষ্ট এক টুকরা কাগজের চার কোণে এ নাম লিখে সেহরীর সময় হাতের তালুর উপর রেখে আকাশের দিকে তুলে ধরে দুআ করলে, ইনশাআল্লাহ কাঙ্খিত ব্যক্তি বা বস্তু পাওয়া যাবে।

প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার আমল

اَلْوَكِيْلُ (আলওয়াকীলু)

বৈশিষ্ট্য : যে কোনো প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার জন্য এ নামের বেশি বেশি যিকির খুবই উপকারী।

সাহস বৃদ্ধির আমল

اَلْقَوِيُّ (আলকাওয়িউ)

বৈশিষ্ট্য : সহস কম এমন ব্যক্তি বেশি বেশি এ নাম পড়লে, তার সাহস বৃদ্ধি পাবে। নির্যাতিত ব্যক্তি নির্যাতনকারীকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে পড়লে সে পরাজিত হবে।

অন্যায় থেকে বিরত রাখার আমল

اَلْمَتِيْنُ (আলমাতীনু)

বৈশিষ্ট্য : অন্যায় কাজে লিপ্ত নারী বা পুরুষের উপর এ নাম পড়ে ফুঁক দিলে সে অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসবে।

সকলের প্রিয় হওয়ার আমল

اَلْوَلِيُّ (আলওয়ালিয়্যু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি বেশি বেশি এ নাম পাঠ করবে, সে সকলের প্রিয় হবে। জুমার রাতে ১০০০ বার পাঠ করলে সকল মুশকিল আসান হবে।

প্রশংসনীয় চরিত্র গঠন করার আমল

اَلْحَمِيْدُ (আলহামীদু)

বৈশিষ্ট্য : এ নাম বেশি বেশি পাঠ করলে, কাজকর্ম, কথাবার্তা ও আখলাক চরিত্র প্রশংসনীয় হবে।

সকলকে নিজের অনুগত করার আমল

اَلْمُحْصِيُ (আলমুহছী)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি ২০টি রুটির টুকরার উপর ২০ বার এ নাম পড়ে ফুঁক দিয়ে খাবে, সকল লোক তার অনুগত ও অনুসারী হবে।

গর্ভ রক্ষার আমল

اَلْمُبْدِئُ (আলমুবদিউ)

বৈশিষ্ট্য : সেহরীর সময় গর্ভবতী মহিলার পেটের উপর এ নাম পড়ে ফুঁক দিলে, গর্ভ নিরাপদ থাকবে।

ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ হওয়ার আমল

اَلْمُعِيْدُ (আলমুঈদু)

বৈশিষ্ট্য : কেউ কোনো কথা শত চেষ্টা করেও মনে করতে না পারলে, এ নাম বার বার পড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ মনে পড়বে। সাথে اَلْمُبْـدِئُ (আলমুবদিউ) নামও পড়া যেতে পারে।

বিচ্ছেদ ও বন্দিত্বের শংকা মুক্ত হওয়ার আমল

اَلْمُحْيِيُ (আলমুহ্ঈ)

বৈশিষ্ট্য : এ নাম বেশি বেশি পাঠ করলে বিচ্ছেদ ও বন্দিত্বের শংকা মুক্ত থাকবে।

অপচয় রোধ করার আমল

اَلْمُمِيْتُ (আলমুমীতু)

বৈশিষ্ট্য : কারো অপচয় করার অভ্যাস হয়ে গেলে বা প্রবৃত্তি ইবাদতের প্রতি নিরুৎসাহী হলে, এ নাম বেশি বেশি পড়বে। তাহলে অপচয়ের অভ্যাস দূর হবে এবং প্রবৃত্তি ইবাদতের প্রতি উৎসাহীত হবে।

রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার আমল

اَلْحَيُّ (আলহাইয়্যু)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত নাম বেশি বেশি পড়লে বা লিখে ধুয়ে পানি পান করলে যে কোনো ধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সুনিদ্রা লাভ করার আমল

اَلْقَيُّوْمُ (আলকাইয়্যুমু)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত নাম বেশি বেশি পড়লে সুনিদ্রা লাভ হয়। ফজর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ (ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম) নাম দুটি পাঠ করলে ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি মন উৎসাহীত হয়।

অন্তর নূরান্বিত হওয়ার আমল

اَلْوَاجِدُ (আলওয়াজিদু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি খাওয়ার সময় এ নাম পাঠ করবে, খাদ্য তার অন্তরে শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং অন্তরকে নূরান্বিত করবে।

অন্তর শক্তিশালী হওয়ার আমল

اَلْمَاجِدُ (আলমাজিদু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি বেশি বেশি এ নাম পাঠ করবে, তার অন্তর নূরানী ও শক্তিশালী হবে।

দুনিয়ার মুহাব্বাত দূর হওয়ার আমল

اَلْوَاحِدُ الْاَحَدُ (আলওয়াহিদুল আহাদু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি প্রদিদিন এ নাম ১০০০ বার পাঠ করবে, তার অন্তর থেকে দুনিয়ার মুহাব্বাত দূর হয়ে যাবে, আল্লাহর মুহাব্বাত পয়দা হবে।

ক্ষুধা নিবারণ হওয়ার আমল

اَلصَّمَدُ (আস্‌সামাদু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি এ নাম শেষ রাতে ১২৫ বার পাঠ করবে, তার সত্যবাদিতার নিদর্শন প্রকাশ পাবে। এ নাম যতক্ষণ পড়তে থাকবে, ততক্ষণ পাঠকারীর উপর ক্ষুধা পিপাসার কোনো প্রভাব পড়বে না।

শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল

اَلْقَادِرُ (আল্‌কাদিরু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায পড়ে এ নাম একশ বার পড়বে, আল্লাহ তাআলা তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন না। ওজু করার সময় এ নাম বেশি বেশি পড়লে শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়া যায়।

সব কাজ সঠিকভাবে সমাধান হওয়ার আমল

اَلْمُقْتَدِرُ (আলমুকতাদিরু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে এ নাম ২০ বার পাঠ করবে, তার সব কাজ সঠিকভাবে সমাধান হবে।

যুদ্ধে শক্তি ও মুক্তি লাভের আমল

اَلْمُقَدِّمُ (আলমুকাদ্দিমু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি যুদ্ধে গিয়ে এ নাম বেশি বেশি পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে যুদ্ধে শক্তি ও মুক্তি দান করবেন।

তাওবা নসীব হওয়ার আমল

اَلْمُؤَخِّرُ (আলমুআখ্খিরু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি এ নাম বেশি বেশি পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে মন্দ কাজ থেকে তাওবা করার তাওফীক দান করবেন।

মুসাফির দ্রুত দেশে ফেরার আমল

اَلْاَوَّلُ (আলআউয়ালু)

বৈশিষ্ট্য : মুসাফির ব্যক্তি জুমার দিন ১০০০ বার এ নাম পাঠ করলে, সে অতি দ্রুত আপন লোকদের সাথে মিলিত হবে।

মাখলুকের ভালোবাসা দূর হওয়ার আমল

اَلْاٰخِرُ (আলআখিরু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০০ বার এ নাম পাঠ করবে, তার অন্তর থেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর ভালোবাসা দূর হয়ে যাবে।

অন্তরে নূর প্রকাশ পাওয়ার আমল

اَلظَّاهِرُ (আলযাহিরু)

বৈশিষ্ট্য : ইশরাকের নামাযের পর এ নাম বেশি পরিমাণে পাঠ করলে, অন্তরে নূর প্রকাশ পায়।

অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার আমল

اَلْبَاطِنُ (আলবাতিনু)

বৈশিষ্ট্য : প্রতিদিন তিনবার এক ঘন্টা করে এ নাম পাঠ করলে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

বজ্র থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল

اَلْوَالِيُّ (আলওয়ালিয়্যু)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত নাম বেশি বেশি পাঠ করলে বজ্র ও বিজলী থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

উচ্চ মর্যাদা লাভের আমল

اَلْمُتَعَالِي (আলমুতাআলী)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত নাম বেশি বেশি পাঠ করলে উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়। এবং কাজকর্ম সুশৃঙ্খল হয়।

সন্তান নেককার হওয়ার আমল

اَلْبَرُّ (আলবাররু)

বৈশিষ্ট্য : প্রতিদিন সাত বার এ নাম পাঠ করে বাচ্চাকে ফুঁক দিলে, সে নেককার হবে।

তাওবা নসীর হওয়ার আমল

اَلتَّوَّابُ (আত্তাউয়াবু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি চাশতের নামাযের পর এ নামটি ৩৬০ বার পাঠ করবে, ইনশাআল্লাহ তার খাঁটি তাওবা নসীব হবে। দশবার পড়ে জালেমের উপর ফুঁক দিলে জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রতিশোধ গ্রহণ করার আমল

اَلْمُنْتَقِمُ (আলমুনতাকিমু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি ন্যায়ের উপর থেকে শত্রুর প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা রাখে না, সে এ নাম বেশি বেশি পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তার থেকে প্রতিশোধ নিবেন।

গোনাহ মাফ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আমল

اَلْعَفُوُّ (আলআফুউ)

বৈশিষ্ট্য : এ নাম বেশি বেশি পাঠ করলে গোনাহ মাফ হয় এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

ক্রোধ দমন করার আমল

اَلرَّءُوْفُ (আররাউফু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় ১০ বার দরূদ শরীফ এবং ১০ বার এ নাম পাঠ করবে, ইনশাআল্লাহ তার ক্রোধ দূর হয়ে যাবে।

লোকদের থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার আমল

مَالِكُ الْمُلْكِ (মালিকুলমুলকি)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি সব সময় এ নাম পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে লোকদের থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। তার ধন সম্পদ অর্জিত হবে।

ইজ্জত সম্মান লাভ করার আমল

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (যুল জালালি ওয়ালইকরাম)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি অধিকহারে এ নাম পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান এবং সৃষ্টজগত থেকে অমুখাপেক্ষীতা দান করবেন।

ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল

اَلْمُقْسِطُ (আলমুকসিতু)

বৈশিষ্ট্য : অধিকহারে এ নাম পাঠ করলে ইবাদতে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকবে।

বন্ধুত্ব অটুট রাখার আমল

اَلْجَامِعُ (আলজামিউ)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি বেশি বেশি এ নামের যিকির করবে, তার বন্ধুত্ব অটুট থাকবে, উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে এবং কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে ফিরে পাবে।

যে কোনো রোগ ভালো হওয়ার আমল

اَلْغَنِيُّ (আলগানিয়্যু)

বৈশিষ্ট্য : যে কোনো রোগ বা মুসীবতের সময় এ নাম পাঠ করলে রোগ আরোগ্য হয়, মুসীবত দূর হয়।

স্ত্রীর ভালোবাসা লাভ করার আমল

اَلْمُغْنِيُّ (আলমুগনিয়্যু)

বৈশিষ্ট্য : প্রতিদিন ১০০০ বার উক্ত নাম পাঠ করলে ধন সম্পদে বরকত হয়। স্ত্রী সহবাসের সময় মনে মনে উক্ত নামের খেয়াল করলে স্ত্রী অনেক মুহাব্বাত করে।

আশা পূরণ হওয়ার আমল

اَلْمُعْطِیُّ (আলমু'তিয়্যু)

বৈশিষ্ট্য : উক্ত নামের যিকির যে কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য খুবই উপকারী।

উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার আমল

اَلْمَانِعُ (আলমানিউ)

বৈশিষ্ট্য : সকাল সন্ধ্যা এ নামের যিকির করলে যে কোনো উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

যে কোনো ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল

اَلضَّارُّ (আদ্দা-ররু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি জুমার রাতে ১০০ বার এ নাম পাঠ করবে, সে সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

সফলতা অর্জন করার আমল

اَلنَّافِعُ (আন্ নাফিউ)

বৈশিষ্ট্য : যে কোনো কাজে সফলতা অর্জন করতে চাইলে, বেশি বেশি এ নামের যিকির করবে।

ক্বলব নূরাণী হওয়ার আমল

اَلنُّوْرُ (আন্নূরু)

বৈশিষ্ট্য : বেশি বেশি এ নামের যিকির করলে ক্বলব নূরাণী হয়।

সঠিক বুঝ লাভ করার আমল

اَلْهَادِیُ (আলহাদীউ)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি বেশি বেশি উক্ত নামের যিকির করবে, বা লিখে সাথে রাখবে, তার সঠিক বুদ্ধি উদয় হবে। রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের জন্যও এর যিকির উপকারী।

সূচীপত্র

প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আমল

اَلْبَدِيْعُ (আলবাদিউ)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি ১০,০০০ বার এ নাম পাঠ করবে, তার প্রয়োজন পূর্ণ হবে, সর্বপ্রকার অনিষ্টতা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি লাভ করবে।

দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়ার আমল

اَلْبَاقِيْ (আলবাকিয়ু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি ১০০০ বার এ নাম পাঠ করবে, সে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকবে।

পেরেশানী দূর হওয়ার আমল

اَلْوَارِثُ (আলওয়ারিছু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় এ নাম ১০০০ বার পাঠ করবে, তার সর্বপ্রকার পেরেশানী দূর হয়ে যাবে।

আমল কবুল হওয়ার আমল

اَلرَّشِيْدُ (আররাশীদু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর এ নাম ১০০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার আমল কবুল করবেন।

দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভের আমল

اَلصَّبُوْرُ (আস্‌সবুরু)

বৈশিষ্ট্য : যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এ নাম ১০০ বার পাঠ করবে, তার কোনো দুঃখ কষ্ট থাকবে না।

আসমাউল হুসনার বৈশিষ্ট অসংখ্য।

ইখলাস থাকলে এতটুকুই যথেষ্ট।

জরুরী মাসায়েল

❖ অযু ছাড়া কুরআনুল কারীমের আয়াত লিখা জায়েয নেই। তাই পাক পবিত্র হয়ে অযু করে পবিত্র স্থানে বসে তাবিজ লিখবে।

❖ অযু ছাড়া কুরআনুল কারীমের আয়াত লিখিত কোনো জাগজ বা পাত্র স্পর্শ করা জায়েয নেই। সুতরাং লেখক ও বাহক উভয়েরই অযু থাকতে হবে। না হয় গোনাহগার হবে।

❖ তাবিজের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে, তা কবরস্থানে দাফন করে দিতে হবে।

❖ তাবিজ দ্বারা ভালো ফল পাওয়ার জন্য অন্তরে কুরআনুল কারীমের আযমত থাকতে হবে, সুন্নাতের পাবন্দী হতে হবে এবং জামাতের সাথে নামায আদায় করতে হবে।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বিস্‌মিল্লাহ্‌'র পরীক্ষিত আমলসমূহ

মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

বিস্‌মিল্লাহ'র ফাযায়েল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর ফযীলত অর্জনের জন্য অন্তর দ্বারা তা পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে হবে এবং অন্তরকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করতে হবে। যখন কোনো বান্দা এ দুটো জিনিস একত্রিক করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য ও পথ প্রদর্শন করার জন্য তার শাহরগ থেকেও বেশি নিকটে চলে আসেন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আমাদের জন্য এত বড় এক নেয়ামত যে, এর বরকতে সমস্ত অশান্তি দূর হয়, সকল নেয়ামত অর্জন হয়, সুস্থতা লাভ হয়, দুর্বল ব্যক্তি শক্তি লাভ করে, দরিদ্র ব্যক্তি বিত্তশালী হয়।

যে কোনো মুহূর্তে বান্দা আল্লাহকে ডাকবে এবং بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর মাধ্যমে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, কুদরতীভাবে অবশ্যই তিনি তাকে সাহায্য করবেন। তবে শর্ত হলো ইখলাস ও বিশ্বাসের সাথে হতে হবে।

হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা আল্লাহ তাআলার নামসমূহ থেকে একটি নাম। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এতটাই নিকটবর্তী, যেমন চোখের কালো রংটা সাদা রংয়ের নিকটবর্তী।

নহরের উৎস স্থল

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রজনীতে যখন জান্নাত ভ্রমন করেছেন, তখন জান্নাতের চারটি নহর দেখে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'জিবরাঈল এ নহরগুলো কোন দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে কোন দিকে গিয়েছে? তখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলেছিলে, এই নহরগুলো হাইজে কাওসার এর দিকে গিয়েছে। তবে প্রবাহের স্থান আমার জানা নেই। আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন। আশা করি আল্লাহ তাআলা আপনাকে তা জানিয়ে দিবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন। সাথে সাথে একজন

ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে সালামের পর হাত দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুকে চেপে ধরলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন এবার চোখ খুলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ খুলে নিজেকে একটি গাছের নিচে দেখতে পেলেন। পাশে সাদা রংয়ের একটি গুম্মুজ রয়েছে। যাতে স্বর্ণের একটি দরজা ছিলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ গুম্মুজের ব্যাপারে বলেন, যদি সকল মানুষ এবং জান্নত সেখানে রাখা হয়, তাহলে গুম্মুজটিকে মনে হবে যেন বড় উঁচু পাহাড়ের উপর একটি পাখি বসে আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি সেই গুম্মুজের নিচ দিয়ে চারটি নহর প্রবাহিত হতে দেখে সেখান থেকে ফিরে আসার ইচ্ছা করলাম। তখন ঐ ফেরেশতা আমাকে বললো, আপকি কি গুম্মুজে প্রবেশ করবেন? আমি বললাম, তাতে কিভাবে প্রবেশ করবো? গুম্মুজের কামরা তো তালাবদ্ধ, আর আমার কাছে তো তার চাবি নেই। ফেরেশতা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাবি হলো بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একথা শোনার পর আমি তালার কাছে গিয়ে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া মাত্রই তালাটি খুলে গেলো। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভিতরে গিয়ে দেখলাম এই নহরগুলো ঐ গুম্মুজের তলদেশ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। আর গুম্মুজের চতুর্দিকে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখা রয়েছে।

আমি আরো দেখলাম, بِسْمِ اللهِ এর م থেকে পানির নহর, ب থেকে দুধের নহর, الرَّحِيْمِ এর م থেকে মধুর নহর প্রবাহিত হচ্ছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এই নহরগুলোর উৎস হলো بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ।

এরপর গায়েব থেকে আওয়াজ দিয়ে আমাকে বলা হলো,

يَا مُحَمَّدُ مَنْ ذَكَرَنِيْ بِهٰذِهِ الْاَسْمَاءِ مِنْ اُمَّتِكَ بِقَلْبٍ خَالِصٍ وَقَالَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سَقَيْتُهٗ مِنْ هٰذِهِ الْاَنْهَارِ

‘হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আমাকে এই নামগুলো দ্বারা ইখলাসের সাথে স্মরণ করবে এবং بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে, আমি তাকে এই নহরগুলো থেকে পান করাবো।’

বিস্‌মিল্লাহ্‌'র মাসায়েল

মাসআলা : অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ এবং আইম্মায়ে মুজাতহেদীন এ ব্যাপারে একমত যে, بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ কুরআনুল কারীমের একটি স্বতন্ত্র আয়াত। তবে কোনো কোনো ফিকাহ্‌বিদ বলেছেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সূরা নামল এর إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (সূরা নামল : ৩০) এই আয়াতের অংশবিশেষ। এটি স্বতন্ত্র কোনো আয়াত নয়, বরং তা দুই সূরার মাঝে পার্থক্য করার জন্য বারবার নাযিল হয়েছে।

উক্ত মতপার্থক্য এবং কুরআনের আয়াতসসূহের সম্মান বজায় রাখা সম্পর্কিত আয়াতের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ লিখা কাগজ বা পাত্র ওযু ছাড়া স্পর্শ করা জায়েজ নেই। بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ এর হুকুমও কুরআনুল কারীমের মতোই। কিন্তু কেউ যদি নামাযে ক্বেরাতের পরিবর্তে শুধু بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পড়ে, তাহলে তার নামায হবে না।

মাসআলা : তারাবীহ নামাযে একবার পুরা কুরআনুল কারীম খতম করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। একটি আয়াত ছুটে গেলেও এ সুন্নাত আদায় হবে না। তাই ইমাম সাহেব পুরা রমজান মাসের কোনো এক তারাবীতে কোনো কোনো এক স্থানে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ উচ্চ আওয়াজে পড়তে হবে। যাতে বিনা মতভেদে ইমাম মুক্তাদি উভয়ের পক্ষ থেকে কুরআনুল কারীমের খতম হয়ে যায়।

মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে নামাযের প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে সূরা ফাতিহার পূর্বে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পড়া ওয়াজিব। আর ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে তা সুন্নাত। এজন্য প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাহিতার পূর্বে

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া উচিত। তবে অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে উদাসীন।

মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে নামাযে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলানোর পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া সুন্নাত না। তাই না পড়াই উত্তম।

ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে যে নামাযে কেরাত উচ্চ আওয়াজে পড়া হয় সে নামাযে ছেড়ে দেয়াই উত্তম। আর যে নামাযে কেরাত চুপে চুপে পড়া হয় সে নামাযে পড়ে নেয়াই উত্তম।

মাসআলা : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক ভালো কাজ যদি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দ্বারা শুরু না করা হয়, তাহলে সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই প্রত্যেক বৈধ ও কল্যাণকর কাজের শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়তে হবে।

বিস্‌মিল্লাহ'র আমলসমূহ

যে কোনো প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আমল

❖ যে ব্যক্তি ১২০০০ বার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে এবং প্রতি ১০০০ বার পড়ার পর কমপক্ষে একবার দরূদ শরীফ পড়ে নিজের সমস্যা ও প্রয়োজন পেশ করে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করবে, ইনশাআল্লাহ তার সকল সমস্যা সমাধান হবে এবং সকল প্রয়োজন পুরো হবে।

❖ আরবী হরফের মান হিসাবে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর হরফের মান হয় ৭৮৬। যে ব্যক্তি সাতদিন পর্যন্ত এ সংখ্যা সমান بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে নিজের প্রয়োজন পুরো হওয়ার জন্য দোয়া করবে, ইনশাআল্লাহ তার প্রয়োজন পুরো হবে।

অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার আমল

যে ব্যক্তি ৬০০ বার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখে সাথে রাখবে, তার ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধি পাবে। মানুষের অন্তর তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং কেউ তার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না।

বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল

যে ব্যক্তি মুহাররাম মাসের প্রথম তারিখে ১১৩ বার পুরো بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কাগজে লিখে সাথে রাখবে, সে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে নিরপদ থাকবে।

চুরি ও শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের আমল

যদি কেউ শোয়ার পূর্বে ২১ বার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে, তাহলে সে চুরি ও শয়তানের প্রভাব এবং আকস্মিক মৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকবে।

শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার আমল

শত্রুর সামনে ৫০ বার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়লে, ইনশাআল্লাহ শত্রু পরাজিত হবে।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হওয়ার আমল

৭৮৬ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে সূর্যোদয়ের সময় পান করলে, ইনশাআল্লাহ স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হবে।

ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার আমল

৭৮৬ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে যাকে পান করানো হবে, তার সাথে যে পান করাবে তার গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। তবে অবৈধ কাজে ব্যবহার করলে বিপদের আশংকা আছে।

গর্ভ রক্ষার আমল

যে মহিলার সন্তান বাঁচে না, ৬১ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখে তাবিজ বানিয়ে তার সাথে রাখলে, ইনশাআল্লাহ সন্তান নিরাপদ থাকবে। এটা পরীক্ষিত।

ফসল রক্ষা ও বরকত হওয়ার আমল

১০০ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কাগজে লিখে ক্ষেতে দাফন করে রাখলে, ক্ষেত সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে এবং তাতে অনেক বরকত হবে।

বিচারকের সহানুভূতি লাভ করার আমল

এক টুকরা কাগজে ৫০০ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখে তার উপর ১৫০ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে ফুঁক দিয়ে তা তাবিজ বানিয়ে সাথে রাখলে বিচারক ইনসাফ করবে এবং সহানুভূতিশীল হবে।

মাথা ব্যথা আরোগ্য হওয়ার আমল

২১ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে মাথায় বা গলায় বেঁধে দিলে মাথা ব্যথা ভালো হয়ে যাবে।

মর্যাদা লাভ করার আমল

শাইখ আবু বকর সিরাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ পুরো بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ৬২৫ বার লিখে নিজের সাথে রাখে, তাহলে সকল মানুষের মনে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না। এটা পরীক্ষিত।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

দরূদ শরীফের বৈশিষ্ট্যসমূহ

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর زادالسعيد নামক গ্রন্থে দরূদ শরীফের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং দুনিয়া ও আখেরাতের উদ্দেশ্য হাসিল করার বরকতময় কিছু আমল নির্ভরযোগ্য সূত্রে উল্লেখ করেছেন। সবশেষে তা উল্লেখ করা হলো।

দুআ কবুল হওয়ার আমল

হযরত আলী মুরতাযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের উপর দরূদ পাঠ না করা পর্যন্ত সকল দোয়া আসমান ও জমিনের মধ্যখানে থেমে থাকে।

হযরত ফারুকে আযম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের উপর দরূদ শরীফ না পড়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলে থাকে।

ধন-সম্পদে বরকত হওয়ার আমল

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি চায় তার ধন-সম্পদে বরকত হোক, সে যেন اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبۡدِكَ وَرَسُوۡلِكَ وَصَلِّ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُؤۡمِنَاتِ وَالۡمُسۡلِمِيۡنَ وَالۡمُسۡلِمَاتِ উক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করে।

পায়ের ঝিঁ ঝিঁ দূর হওয়ার আমল

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট এক ব্যক্তি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর তার পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে যায়। তখন তিনি বললেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির নাম নাও। লোকটি বললো, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' সাথে সাথে তার পায়ের ঝিঁ ঝিঁ দূর হয়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পায়ে ঝিঁ ঝিঁ আসলে তিনিও উক্ত আমল করেন। সাথে সাথে তার ঝিঁ ঝিঁও দূর হয়ে যায়।

ভুলে যাওয়া বিষয় স্মরণ করার আমল

হযরত আবূ মূসা মাদানী এক দূর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তুমি কোনো জিনিসের কথা গেলে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো, তাহলে ইনশাআল্লাহ তা স্মরণ হয়ে যাবে।

স্বপ্নযোগে রাসূল সা. এর যিয়ারত লাভ করার আমল

দরূদ শরীফের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট হলো, বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করলে স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ হয়। এটি পরীক্ষিত।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ترغيب اهل السعادة নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার রাতে প্রতি রাকাতে এগারোবার আয়াতুল কুরসী ও এগারোবার সূরা ইখলাসসহ দুই রাকত নফল নামায আদায় করবে। সালাম ফিরানোর পর একশ'বার اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمْ উক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ তিন জুমা অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করবে।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, দুই রাকাত নামাযের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ২৫ বার সূরা ইখলাস পড়ে নামায শেষ করার পর এক হাজার বার صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ উক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত নসীব হবে।

জ্ঞাতব্য : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করার জন্য প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং অন্তর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এশক ও মুহাব্বতে পরিপূর্ণ থাকতে হবে। নামায রোযা ইত্যাদি ফরয আমলে উদাসীন ও নাজায়েয এবং হারাম কাজে লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে এ সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না।

জাগ্রত অবস্থায় রাসূল সা. এর যিয়ারত লাভ করার আমল

শায়খ আবদুল ওয়াহহাব শরানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এমন কয়েকজন বুযুর্গের ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যাঁরা জাগ্রত অবস্থায় অসংখ্যবার রাসূল

সূচীপত্র

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করেছেন। তাফসীরে জালালাইন কিতাবের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জাগ্রত অবস্থায় ৩৫ বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করেছেন।

এমন সৌভাগ্যবানদের একজনকে এব্যপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করাই এর মূল কারণ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ পরম সৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন।

“মুহাম্মাদ” নামের বরকত

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের কোনো একজন লিখেছেন, বাচ্চা গর্ভে আসার পর তার নাম ‘মুহাম্মাদ’ রাখার নিয়ত করলে সে বাচ্চা ছেলে হবে। আমার অভিজ্ঞতায় বিষয়টি সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ
اَجْمَعِيْنَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ.

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

☑ ইল্‌ম অর্জনের পথ ও পদ্ধতি

☑ কুরআন পরিচিতি

☑ আমালে কুরআনী

বারো চাঁদ ভিত্তিক

☑ জুমার বয়ান (আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.)

☑ খুতুবাতে বশীর (সম্পাদনা)

☑ সকাল-সন্ধ্যার আমল (সম্পাদনা)

☑ সুখময় দাম্পত্য জীবন

প্রকাশের পথে লেখকের আরো কিছু গ্রন্থ

⌘ আসালীবুন নাহু

⌘ আসালীবুছ ছরফ

⌘ আসালীবুল ফারায়েজ

⌘ বাংলা কী লিখবেন কী লিখবেন না

⌘ তাকওয়া কী?

⌘ ইতিহাসের জানালা

⌘ বড়দের শিক্ষাজীবন

বারো চাঁদ ভিত্তিক

⌘ জুমার বয়ান (মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী দা.বা.)

⌘ ছোটদের প্রিয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

অনুবাদক পরিচিতি

অনুবাদক বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানাধীন তালাব গ্রামে ১৯৮৬ ইং সালে (মায়ের ভাষ্য অনুযায়ী) এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পিতা হাফেজ মুহাম্মদ বরকত উল্লাহ'র দুই সন্তানের মাঝে ছোট।

পিতার কাছেই অনুবাদকের হাতে খড়ি হয়। এরপর ১৯৯১ইং সাল থেকে তালাব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২বছর, ভালুকা আশরাফুল উলুম রাহমানিয়া কওমী মাদরাসায় ২বছর, শ্রীপুর জান্নাতুল আত্ফাল মাদরাসায় ২বছর, মাওনা চৌরাস্তা দারুল উলুম কওমী মাদরাসায় ৪বছর অধ্যয়নের পর ২০০১ইং সালে ঢাকার অদূরে অবস্থিত জামি'আ ইসলামিয়া টংগী দারুল উলুম মাদরাসায় চলে আসেন।

সেখানে ৩বছর অধ্যয়ন শেষে ২০০৪ইং সালে জামি'আ মাদানিয়া বারিধারা মাদরাসা থেকে কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ' এর তাকমীল জামা'আতের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

এরপর ২০০৫ ইং সালে বারিধারা মাদরাসা থেকে এলমে ফেক্বাহ ও আদবের উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করে ভাষানটেক জামি'আ মুহাম্মাদিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তিনি কর্ম জীবনে পদার্পণ করেন, পাশাপাশি খন্ডকালীন সময় টংগী আজিজুল উলুম দারুল ইফতা'র অধীনে পড়া-শোনা করে ইফতার উপর বিশেষ সম্মাননা ডিগ্রী লাভ করেন।

বর্তমানে তিনি সৈয়দপুর জামি'আ এমদাদিয়া মাদরাসায় হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত আছেন এবং পূর্ব সৈয়দপুর জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

—প্রকাশক

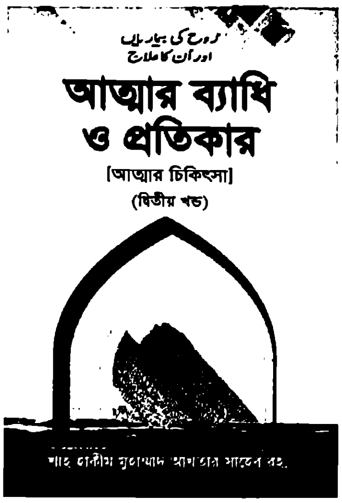

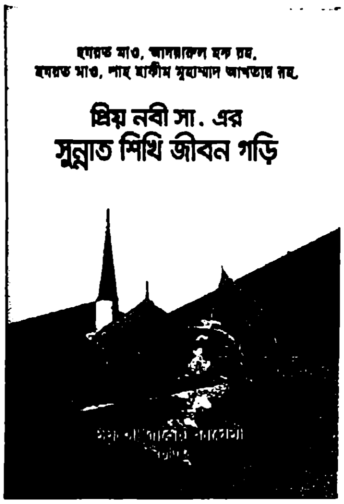

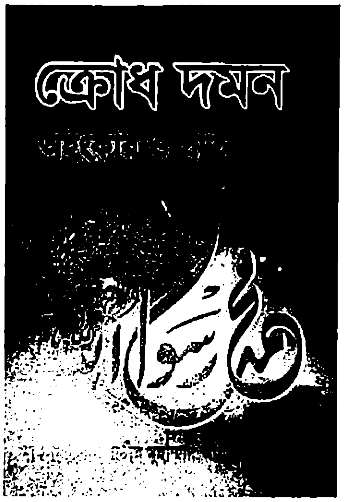

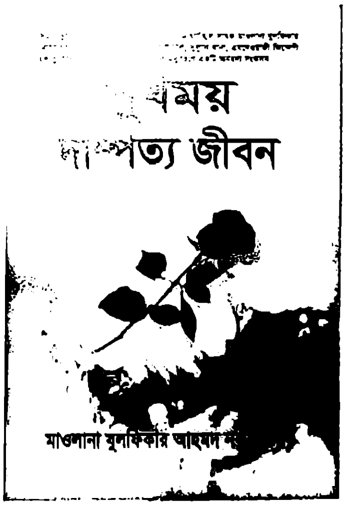

দারুল কুরআন
ইসলামী টাওয়ার, (২য় তলা) ১১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭১৯৬৭৯৪৮৪

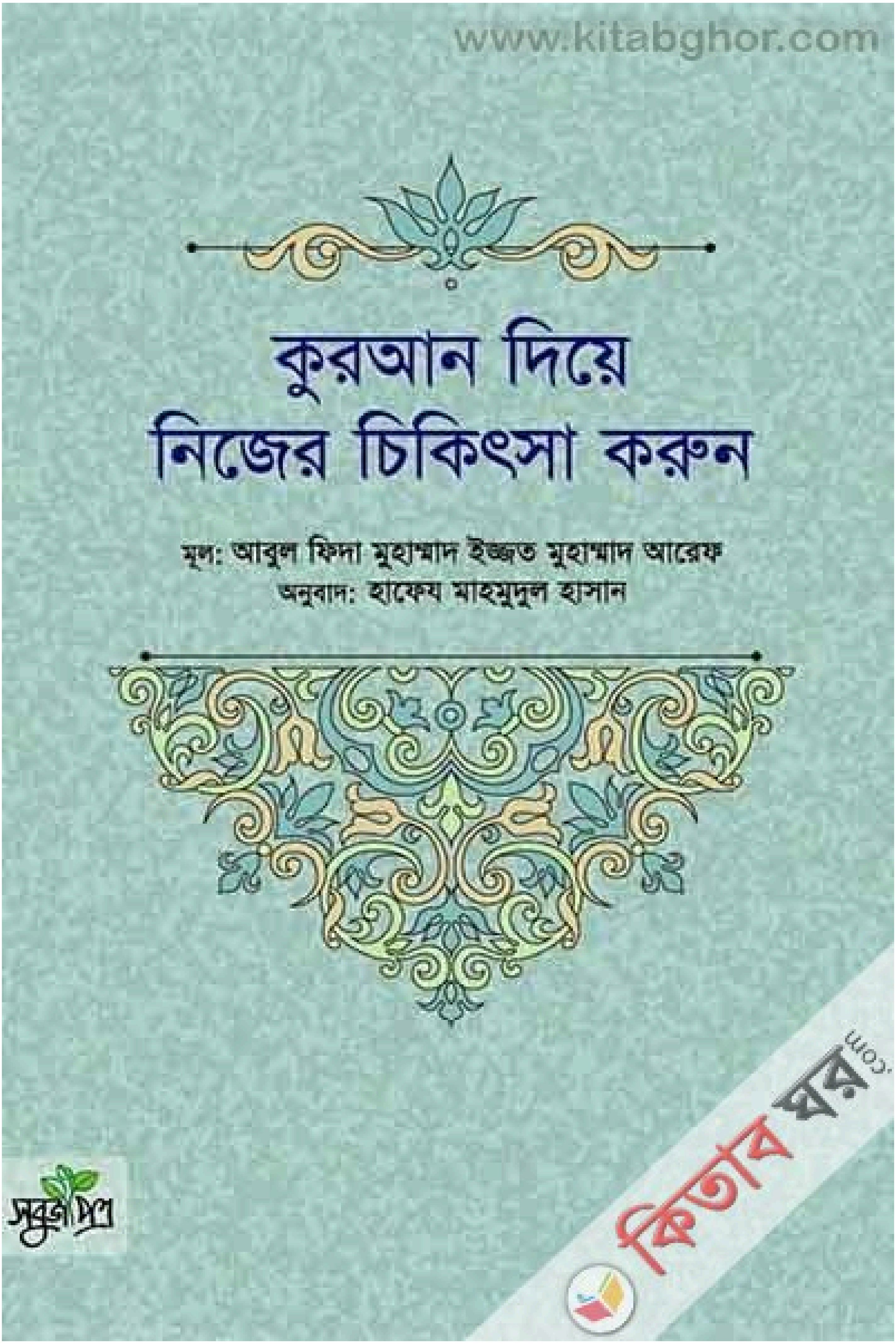
www.kitabghor.com
কুরআন দিয়ে
নিজের চিকিৎসা করুন
মূল: আবুল ফিদা মুহাম্মাদ ইজ্জত মুহাম্মাদ আরেফ
অনুবাদ: হাফেয মাহমুদুল হাসান
সবুজ পত্র
কিতাব ঘর .com

মহান আল্লাহর বাণী-

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করছি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে তাদের রোগের উপশমকারী ও রহমত। কিন্তু এসত্ত্বেও তা যালিমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

-সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ اَلعَسَلِ وَالْقُرْآنِ »

"তোমরা যাবতীয় রোগ-ব্যাধির নিরাময়ে (চিকিৎসায়) দুটো জিনিসকে আঁকড়ে ধর– মধু এবং কুরআন।"

-সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৪৫২

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

« خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ »

"সর্বোত্তম ঔষধ হচ্ছে, আল কুরআন।"

-সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৫০১

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআন হচ্ছে নিরাময় ও রহমত

মানসিক ও শারীরিক এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় রোগ ব্যাধির পরিপূর্ণ চিকিৎসা হচ্ছে আল কুরআন। তবে এ থেকে নিরাময় লাভের তাওফীক সবাইকে দেওয়া হয় না; সবাই এর উপযুক্তও নয়।

রোগী সততা, আস্থা, পরিপূর্ণ কবুল, অকাট্য বিশ্বাস এবং এর যাবতীয় শর্ত পূরণের মাধ্যমে যদি এ কুরআনকে তার রোগের উপর উত্তমভাবে প্রয়োগ করে তাহলে কোনো ব্যাধিই কখনো এর মোকাবিলা করতে পারবে না।

কিভাবে রোগ-ব্যাধি আসমান-যমিনের মালিকের ঐ কথার মোকাবিলা করবে, যা তিনি পাহাড়ের উপর নাযিল করলে পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত? যমিনের উপর নাযিল করলে যমিনকে বিদীর্ণ করে দিত?

সুতরাং, শরীর ও মনের এমন কোনো রোগ নেই অথচ আল কুরআনে তার চিকিৎসার পথ দেখানো আছে, এর প্রতিকার এবং তা থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের বুঝ দান করেছেন, সে-ই কেবল এ থেকে সার্বিক সুস্থতা লাভ করে ধন্য হয়।

কুরআন যাকে নিরাময় করবে না আল্লাহও তাকে নিরাময় করবেন না। আর যার জন্যে কুরআন যথেষ্ট নয়; আল্লাহও তার জন্যে যথেষ্ট হবেন না। (যাদুল মা'আদ ইবনুল কাইয়্যেম খণ্ড-৩, পৃ. ১৭৮-১৭৯)

আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে
সকল প্রিয়জনের জন্যে উৎসর্গ
যাদেরকে আমি ভালোবাসি,

সে- "প্রাণিকুল, যারা আল্লাহর পবিত্রতার গুণগান গায়।
পর্বতমালা, যারা শির তুলে আল্লাহর জন্য রয়েছে সিজদায়।
প্রতিটি পাথরকুচি, যা বিনয়ের সাথে উপর থেকে নিচে ঝরে পড়ে।
প্রতিটি ফুল, যা তার প্রার্থনার নেশায় গর্বভরে দোল খায়।
মেঘমালা, যা আল্লাহর নির্দেশে আকাশে উড়ে বেড়ায়।
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এরাই আমার ভালোবাসার পাত্র।
এমন এক যুগে, যে যুগে খোদাভীতি বিরল।"

– আবুল ফিদা

কুরআন দিয়ে নিজেকে চিকিতসা করুন

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহান আল্লাহ ছাড়া ক্ষতিকে অপসারণ করার আর কেউ নেই	১৫
আল কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে দলীল কী?	১৮
রোগ থেকে বেঁচে থাকা চিকিৎসার চেয়ে উত্তম	২৮
অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত	৩৪
আল কুরআনে আয়াতে শিফা (নিরাময়ের আয়াতসমূহ)	৩৬
কতিপয় সূরা ও আয়াতের ফযিলত	৩৮
মানসিক রোগের চিকিৎসায় আল কুরআন মহৌষধ	৪৬
সব ধরনের রোগের চিকিৎসায়	৪৮
আল্লাহর ইসমে আযম দ্বারা যাবতীয় রোগের চিকিৎসা	৪৯
মাথা ব্যথার চিকিৎসা	৫০
যাবতীয় চক্ষুরোগ চিকিৎসা ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর করতে	৫৩
দাঁতের ব্যথার জন্যে	৫৩
কণ্ঠনালীর ব্যথায়	৫৪
নাকের রক্তক্ষরণের চিকিৎসা	৫৫
বধিরতার চিকিৎসায়	৫৬
যাবতীয় চর্ম রোগের চিকিৎসায়	৫৭
মাথার খুসকি নিরাময়ে	৫৮
বিষাক্ত ফোঁড়ার চিকিৎসায়	৫৮
যাবতীয় বক্ষ ব্যাধির চিকিৎসায়	৫৯
লিভার, পাকস্থলী, হৃদকম্পন বৃদ্ধি, বক্ষ ও হৃদ রোগের চিকিৎসায়	৬১
অর্শ্ব রোগের চিকিৎসা	৬২
কাঁপুনি (ভীতি) এবং বিষ নষ্ট করার চিকিৎসায়	৬৩
সাপ-বিচ্ছু দংশনের চিকিৎসা	৬৩
রোমাতিজমের চিকিৎসা	৬৪

সূচীপত্র

বিষয়

প্রোস্টেট গ্রন্থীর ব্যথায়

প্রসব সহজ করার আমল

প্রসব সহজ হওয়ার আরেকটি তদবীর

জ্বরের চিকিৎসায়

বড়দের অস্থিরতা আর শিশুদের ভয়ের চিকিৎসা

চিন্তা-পেরেশানি এবং বিষণ্নতার চিকিৎসা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জ্বিনদের কুরআন কারীম শ্রবণের ঘটনা

বদ নজর (হিংসা) ও এ থেকে আত্মরক্ষার চিকিৎসা

জ্বিনের আছর (আক্রমণ) থেকে রক্ষার তদবীর

জ্বিনে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা

জ্বিনে আক্রান্ত বা মৃগী রোগীর চিকিৎসা আর উপসর্গগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়ার আরেকটি পদ্ধতি

মৃগী রোগী এবং বেহুঁশের হুঁশ ফিরিয়ে আনতে

যাবতীয় মানসিক রোগের চিকিৎসা

যাদু টোনার চিকিৎসা

ভুলে যাওয়ার চিকিৎসা

কুমন্ত্রণার চিকিৎসা

মহান আল্লাহর বরকতে আরেকটি পরীক্ষিত তদবীর

ক্যান্সার চিকিৎসায়

হক কথা

শায়খ বিন উসাইমীন-এর অভিমত বা ফতোয়া, “রোগীর উপর কুরআন পড়ে ফুঁক দেওয়া শরী'আতসম্মত”

শিরোনামে ক্লিক করুন

কুরআন দিয়ে নিজেকে চিকিতসা করুন বইয়ের (সূচী)

মহান আল্লাহ ছাড়া ক্ষতিকে অপসারণ করার আর কেউ নেই

নিশ্চয়ই সকল কিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এবং একমাত্র তিনিই সবকিছু করতে সক্ষম, সবকিছুর প্রতি অনুগ্রহকারী একমাত্র তিনি। সুতরাং তিনি দয়া না করলে আর কে করবে? তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর বিশাল ক্ষমতা ও রহমতে যাবতীয় বিপদ-মুসিবত অপসারণ করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَ يَسْقِيْنِ ﴿٧٩﴾ وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓـَٔتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٢﴾ ﴾

"যিনি আমাকে পয়দা করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে (অন্ধকারে) চলার পথ দেখিয়েছেন। তিনি আমাকে আহার্য দেন। তিনিই আমার পানীয় যোগান। আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তিনি আমাকে আবার নতুন জীবন দেবেন। বিচারের দিন তাঁর কাছ থেকে আমি এ আশা করব যে, তিনি আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন।" (সূরা ২৬; শু'আরা ৭৮-৮২)

অতএব, তাঁর শেফা ছাড়া কোনো শেফা নেই, তাঁর বিপদমুক্তি ছাড়া কোনো বিপদমুক্তি নেই এবং তাঁর শক্তি ছাড়া কোনো শক্তি নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۗ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴾

"যদি আল্লাহ তাআলা তোমাকে কোনো দুঃখ-কষ্ট দেন, তাহলে তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই তা দূরীভূত করার। আর তিনি যদি তোমার কোনো কল্যাণ চান, তাহলে তাঁর সে কল্যাণ রদ করারও কেউ নেই। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাকেই কল্যাণ পৌছান, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সূরা ১০; ইউনুস ১০৭)

এ কারণেই আইয়ুব (আ) যখন ইজ্জত এবং মহত্ত্বের মালিক, ক্ষমার একমাত্র অধিকারী, শেফাদানকারী, সকলের জন্যে যথেষ্ট, স্বীয় নির্দেশ এবং বিশাল ক্ষমতার দ্বারা সকল বিপদ অপসারণকারী মহান আল্লাহর নিকট চরম অসুস্থতার মুহূর্তে কায়মনোবাক্যে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আহ্বান করলেন।

আল্লাহ তাআলার ভাষায়,

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ﴾

"স্মরণ করুন! যখন আইয়ুব (আ) তাঁর মালিককে ডেকে বলেছিলেন, হে আল্লাহ আমাকে এক কঠিন অসুখ পেয়ে বসেছে, আমায় আপনি সুস্থ করে দিন, আপনিই হচ্ছেন দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৩)

যাবতীয় পবিত্রতা ও গুণগান আপনারই জন্যে, আপনি আমাদেরকে আপনার নিকট চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদেরকে তা কবুলের ওয়াদা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ﴾

"অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা আমি দূর করে দিলাম, তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম, তাদের সবাইকে আমার কাছ থেকে বিশেষ দয়া এবং আমার বান্দাদের জন্যে উপদেশ হিসেবে আরো সমপরিমাণ দান করলাম।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৪)

সুতরাং, রোগীর উচিত বেশি বেশি দু'আ করা এবং কবুলের পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস সহকারে আল্লাহর নিকট চাওয়া যে, তিনি তাঁকে সুস্থ করবেন, রোগমুক্ত করবেন আর সে যেন আল্লাহর সুন্দর সন্দুর নামগুলো দিয়ে দু'আ করে।

﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

"(হে আমার রব!) আমাকে এক কঠিন অসুখ পেয়ে বসেছে, আর আপনি তো হচ্ছেন দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৩)

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর রহমত তাকে ঢেকে ফেলবে এবং আল্লাহ তার ওপর থেকে বিপদ সরিয়ে দেবেন। অতএব, সকল পবিত্রতা আল্লাহর জন্যে; বনি আদম কতই না দুর্বল।

* * *

আল কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে দলীল কী?

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত। কিন্তু এ সত্ত্বেও তা যালিমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

কুরআনে কারীমের এ মহান আয়াত নিয়ে যিনি গবেষণা করবেন তিনি নিশ্চিতভাবে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কুরআন নিরাময় এবং রহমত। এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এ হচ্ছে আল্লাহর সে কালাম, যার সামনের অথবা পেছনের কোনো দিক থেকেই বাতিল আসতে পারে না।

সকল পবিত্রতা সে সত্তার জন্যে, যার নির্দেশ ك (কাফ) এবং ن (নূন)-এর মধ্যে নিহিত। তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন বলেন, ﴿ كُنْ ﴾ হয়ে যাও। আর তখনই তা হয়ে যায়। কাজেই আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত হবে; আর তা كُنْ শব্দের মধ্যে। যদি শুধু তাঁর كُنْ শব্দের মধ্যে এমন প্রভাব থাকে তাহলে তাঁর সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কালামের প্রভাব কেমন হবে? যাতে তিনি বলেছেন,

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে, ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

নিঃসন্দেহে আল্লাহর কথা সত্য, আল্লাহর নামের শপথ, পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস নিয়ে যে ব্যক্তি কোনো রোগীর ওপর কুরআন পড়বে, আল্লাহর কালাম এবং তার বরকতে সে সুস্থ হয়ে যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« فَأَبْشِرُوْا فَإِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ طَرْفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرْفُهُ الآخَرُ بِأَيْدِيْكُمْ, فَتَمَسَّكُوْا بِهِ وَلَنْ تَهْلِكُوْا وَلَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ أَبَدًا »

"অতএব, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, এ কুরআনের এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে আর আরেক প্রান্ত তোমাদের হাতে। একে তোমরা আঁকড়ে ধর, কখনো তোমরা ধ্বংস হবে না। এরপর কখনো তোমরা পথহারা হবে না।" (আত-তারগীব ১/৭৯)

আর ইবনে মাসউদের হাদীস, যা ইবনে মাজাহ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ : اَلْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ »

"তোমরা যাবতীয় রোগ-ব্যাধির নিরাময়ে (চিকিৎসায়) দু'টো জিনিসকে আঁকড়ে ধর– মধু ও কুরআন।"

আর মধু সম্পর্কে যেমনটি আমরা জানি, এটি সে আল্লাহর সৃষ্টি, যিনি সবকিছু সূক্ষ্ম ও দৃঢ় করে বানিয়েছেন। তিনি মধু মক্ষিকার অন্তরে এমন অনুভূতি ঢেলে দিয়েছেন, সে যেন আল্লাহর সহজ করে দেওয়া রাস্তাসমূহে চলে হরেক রকমের ফল থেকে খাবার আহরণ করে অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে এমন মধু তৈরি করে যাতে মানুষদের জন্যে সুস্থতা রয়েছে। যদি মধু, যা একটা সময়ের পর নষ্ট হয়ে যায় তার এমন নিরাময়কারী শক্তি থাকে এবং শক্তি উদ্যমতা আর রোগমুক্ততা দান করতে পারে, তাহলে শরীর মন এবং আত্মার উপর আল্লাহর কালামের কেমন শক্তি এবং প্রভাব হতে পারে? নিঃসন্দেহে সেটি রহমত এবং সুস্থতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আর যেমনটি ইবনুল কাইয়্যেম আল যাউজিয়্যাহ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ اَلطِّبُّ النَّبْوِيُّ -তে উপরিউল্লিখিত হাদীসের টীকায় বলেছেন, স্রষ্টাপ্রদত্ত আর মানবীয় চিকিৎসা, দৈহিক আর আত্মীক চিকিৎসা এবং আসমানী আর যমিনী চিকিৎসাকে একত্রিত করা হয়েছে এ হাদীসে।

হ্যাঁ, মানুষ যদি কুরআন এবং মধুর দ্বারা চিকিৎসা করে তাহলে সে দু'শক্তিকে একত্রিত করলো, আসমানী শক্তি আর যমিনী শক্তি, আর সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। তবে আল্লাহর কালাম (কুরআন) অধিক মহান ও শক্তিশালী। যাকে কুরআন সুস্থ করে না, তাকে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সুস্থ করতে পারবে না। মানুষ যদি কুরআনের সুস্থতা এবং তার ঔষধি শক্তির ব্যাপারে সন্দেহ করে তাহলে হতে পারে সে সুস্থ হতে চাইবে এমন কিছুর দ্বারা যাতে ফিৎনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে ইবলিস তাকে তার দীনের ব্যাপারে গোলকধাঁধায় ফেলে দেবে, তখন কুরআনের ব্যাপারে তার অন্তরে সন্দেহ দানা বাঁধবে। এমন ব্যক্তির সুস্থতা কখনো স্থায়ী হবে না, আর তার প্রতি কখনো রহম করা হবে না। কেননা, সে সর্বোৎকৃষ্টকে ছেড়ে দিয়েছে আর আঁকড়ে ধরেছে নিকৃষ্টকে। তবে এতে কোনো দোষ নেই যে, কুরআনের সাথে অন্যান্য ঔষধ এবং আল্লাহর বরকত ও তাঁর সুস্থতা কামনার দ্বারা চিকিৎসা করবে।

প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের দ্বারা স্বীয় নাফসকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্যে রক্ষাকারী হিসেবে ব্যবহার করতেন, যাতে করে আল্লাহ তাআলা তাঁকে যাবতীয় রোগ-বালাই থেকে হেফাযত করেন।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "প্রত্যেক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় যেতেন তখন তার হাতের তালুদ্বয়কে একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন আর-

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾

[অর্থাৎ সূরা ইখলাস, ফালাক, ও নাস পড়তেন] অতঃপর দু'হাত দিয়ে শরীরের যতটুকু অংশ সম্ভব মুছতেন। মাথা থেকে শুরু করে তার চেহারা এবং শরীরের সামনের অংশে হাতের তালুদ্বয় বুলাতেন। তিনি তিনবার এ কাজটি করতেন।" (সহীহ বুখারী: ৬৩১২)

আবু ওবায়দা বিন ত্বালহা বিন মোছাররেফ বর্ণনা করেন, “বলা হয়, যখন অসুস্থ ব্যক্তির নিকট কুরআন পড়া হয়, এর কারণে সে কষ্টের লাঘবতা অনুভব করে।”

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করলে এবং পরস্পর কুরআন নিয়ে চর্চা করলে তাদের উপর আসমান থেকে প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট যারা রয়েছে (অর্থাৎ ফেরেশতারা) তাদের মাঝে এদেরকে নিয়ে আলোচনা করেন। (সহীহ মুসলিমঃ ২৬৯৯, সুনানে আবূ দাউদঃ ৩৬৪৩)

প্রশান্তি আর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার পর, ফিরিশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখা আর তাদেরকে নিয়ে আল্লাহ তাআলার স্বপ্রশংস আলোচনার পর তাদের মধ্যে কোনো ব্যাধি থাকতে পারে?

সকল পবিত্রতা সেই সম্মানিত দাতা ও দানকারী সত্তার জন্যে, যিনি ওয়াদা করেছেন, তাঁর ওয়াদা সত্য। তিনি বলেছেন, তাঁর বলাও সত্য।

অতএব, কিভাবে কুরআন সুস্থতাদানকারী না হয়ে পারে? সে তো এমন কুরআন, তাকে যদি পাহাড়ের উপর নাযিল করা হতো তাহলে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত এবং তার মহাপরাক্রমশালী এক স্রষ্টা ও পালনকর্তার জন্যে নতশির হয়ে যেত।

নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর রহমত এবং সম্মানিত কালামের বদৌলতে যেকোনো রোগ নিরাময় করে দেবেন। কেননা, তিনি কোনো জিনিসকে বলেন, كُنْ (হও) আর তখনি তা হয়ে যায়। এই ﴿كُنْ﴾ শব্দের চেয়েও অনেক বেশি বড় ও সম্মানিত হচ্ছে তাঁর ঐ কুরআন,

যার তিলাওয়াত দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করা হয়। যা সৃষ্টির সেরা, আল্লাহর হাবীব, আমাদের সম্মানিত রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَوۡ أَنزَلۡنَا هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٖ لَّرَأَيۡتَهُۥ خَٰشِعٗا مُّتَصَدِّعٗا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِۚ ﴾

"আমি যদি এ কুরআন কোনো পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে আপনি দেখতেন যে, সে আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।" (সূরা ৫৯; হাশর ২১)

আবু হোরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু' সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« ما أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً »

"আল্লাহ এমন কোনো রোগ দেননি, অথচ তার জন্যে নিরাময়ের ব্যবস্থা রেখেছেন।" (সহীহ বুখারীঃ ৫৬৭৮)

আমাদের সকলেরই জানা যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত ফায়সালা ব্যতীত কোনো মানুষ রোগাক্রান্ত হয় না। হতে পারে তা তাকে যাচাই এবং পরীক্ষার জন্যে, তার গুণাহসমূহ মোচনের জন্যে অথবা তার কৃতকর্ম (যুলুম বা পাপের) শাস্তি স্বরূপ।

এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফায়সালা। শুরুতে এবং শেষে কখনই এ থেকে পালানোর সুযোগ নেই। না! আল্লাহ না চাইলে রোগী কখনও সুস্থ হবে না। তিনিই আসমান থেকে রোগ নামিয়েছেন এবং এর সাথে এর ঔষধও নাযিল করেছেন। সকল পবিত্রতা আল্লাহরই জন্যে, সবার আগে এ কুরআন হচ্ছে সুস্থতা এবং রোগ মুক্তির গোপন ভেদ আর মহৌষধ। আল্লাহর পক্ষ থেকে একে মানুষের জন্যে রহমত আর সম্মানিত নিরাময় হিসেবে নাযিল করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ ﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

যে কুরআনকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা নাযিল করেছেন, তার চেয়ে মর্যাদাবান কোনো কিছু কি পাওয়া যাবে? এটি তাঁর মহান কালাম, তিনিই তার নির্দেশে তাকদীর পরিবর্তন করতে পারেন। রোগ তাঁর নির্ধারণেই হয়েছে। আবার তিনিই কুরআনের বরকতে স্বীয় ক্ষমতায় রোগীকে সুস্থ করে দেবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٢٢ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝٢٣ ﴾

"(সামগ্রিকভাবে গোটা) দুনিয়ার ওপর কিংবা (ব্যক্তিগতভাবে) তোমাদের ওপর যখনি কোনো বিপর্যয় আসে, তাকে অস্তিত্ব দান করার (বহু) আগেই তা (ও তার বিবরণ) একটি গ্রন্থে লেখা থাকে, আর আল্লাহ তাআলার জন্যে এ কাজ অত্যন্ত সহজ, (আগেই লিখে রাখার এ ব্যবস্থা এ জন্যেই রাখা হয়েছে) যাতে করে তোমাদের কাছ থেকে যাকিছু (সুযোগ-সুবিধা) হারিয়ে গেছে তার জন্যে তোমরা আফসোস না করো এবং তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তাতেও যেন তোমরা বেশি হর্ষোৎফুল্ল না হও; আল্লাহ তাআলা এমন সব লোকদের ভালোবাসেন না যারা ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন করে।" (সূরা ৫৭; হাদীদ ২২-২৩)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾﴾

"(স্মরণ করো) যখন আইয়ুব তার মালিককে ডেকে বলেছিল (হে আল্লাহ), আমাকে এক কঠিন অসুখে পেয়ে বসেছে, (আমায় তুমি) নিরাময় করো, (কেননা) তুমিই হচ্ছো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তাকে (যে শুধু) তার পরিবার-পরিজনই ফিরিয়ে দিলাম (তা নয়); বরং তাদের (সবাইকে) আমার কাছ থেকে বিশেষ দয়া এবং আমার বান্দাদের জন্যে উপদেশ হিসেবে আরো সমপরিমাণ (অনুগ্রহ) দান করলাম।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৩-৮৪)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَاۤ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ﴾

"(হে নবী!) তুমি আমার বান্দা আইয়ুবের কথা স্মরণ করো। যখন সে তার মালিককে ডেকে বলেছিলো (হে আল্লাহ), শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে।" (সূরা ৩৮; সোয়াদ ৪১)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ﴾

"(এখন) তোমরা (বরং) আমার গায়ের এ জামাটি নিয়ে যাও এবং একে আমার পিতার মুখমণ্ডলের ওপর রেখো, (দেখবে) তিনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, অতঃপর তোমরা তোমাদের সমগ্র পরিবার-পরিজনদের নিয়ে আমার কাছে চলে এসো।" (সূরা ১২; ইউসুফ ৯৩)

আল্লাহর কুদরতের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের বরকতে ইউসুফ (আ) তার ভাইদের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা যেন ঐ জামা যা একদিন মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে (অথচ তিনি ছিলেন নির্দোশ) সাক্ষী ছিল। আর আজকে তা নিদর্শন এবং প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান তাদের পিতা ইয়াকুব (আ)-এর চেহারার উপর ঢেলে দেয়; নির্দেশ মোতাবেক যখন জামাটি ইয়াকুব (আ)-এর চেহারার উপর রাখা হলো। আল্লাহর এক অলৌকিক ক্ষমতা বলে ইয়াকুব (আ) তখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। পাবেন না কেন? এতো আল্লাহর কালাম, যা চিরভাস্বর, কখনো লয় প্রাপ্ত হবে না। আর ইউসুফ (আ)-এর জামা তো পুরনো হবে। এতদসত্ত্বেও এ জামা আল্লাহর কুদরত এবং তাঁর ইচ্ছায় ইয়াকুব (আ)-এর অন্ধত্ব থেকে মুক্তির কারণ হয়েছে। সুতরাং, করুণাময় আল্লাহর কালাম যে সকল রোগের চিকিৎসা। একে অসম্ভব মনে করা বা বিস্ময় প্রকাশ করার কিছুই নেই।

আমরা তো এও জানি যে, কালোজিরাকে আল্লাহ তাআলা সকল রোগের নিরাময়কারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

« عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ »

তোমরা এ কালোজিরাকে গ্রহণ করবে। কেননা, এতে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের চিকিৎসা রয়েছে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

অতএব, কোনো সন্দেহ নেই; বরং নিশ্চিত, অকাট্য এবং পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলা যাবে যে, দয়াময় আল্লাহর কালাম কুরআন মানুষের যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন; দৈহিক ও মানসিক ব্যাধিসমূহের জন্যে সুস্থতা।

আর আমি অকাট্যভাবে এ সিদ্ধান্ত দিতে পারি যে, আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۗءٌ وَّرَحْمَةٌ ﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

দ্বারা যে বিষয়টি প্রমাণিত তথা কুরআন মুমিনদের জন্যে শেফা ও রোগমুক্তির মাধ্যম- এতে যে সন্দেহপোষণ করবে, নিঃসন্দেহে সে সত্যকে অস্বীকারকারী আর আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী।

আল্লাহর জন্যে সকল পবিত্রতা, شِفَاء এবং رَحْمَة এ দুটি শব্দ নিয়ে যে গবেষণা করবে, সে অনুধাবন করতে পারবে যে, সুস্থতার জন্যে রহমত জরুরি। কেননা, হতে পারে একজন রোগী রোগমুক্ত হলো। কিন্তু সম্ভাবনা আছে যে, রোগ তাকে পুনরায় আক্রমণ করবে। অথবা সুস্থ হবে, কিন্তু একেবারে কাহিল হয়ে পড়বে বা শরীরের অন্যকোনো অঙ্গ খারাপ হয়ে যাবে আর মনের শান্তি নষ্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত এবং নিরাময় নিয়ে আসে, যাতে করে রোগী আল্লাহর বরকতে যন্ত্রণা থেকে পরিপূর্ণভাবে আরাম বোধ করে।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, মানসিক ও শারীরিক, দুনিয়া এবং আখিরাতের যাবতীয় রোগ-ব্যাধির পরিপূর্ণ চিকিৎসা হচ্ছে আল কুরআন। তবে এ থেকে নিরাময় লাভের তাওফীক সবাইকে দেওয়া হয় না। আর সবাই এর উপযুক্তও নয়। রোগী সততা, আস্থা, পরিপূর্ণ কবুল, অকাট্য বিশ্বাস এবং এর যাবতীয় শর্ত পূরণের মাধ্যমে যদি এ কুরআনকে উত্তমভাবে তার রোগের উপর প্রয়োগ করে তাহলে কোনো ব্যাধিই কখনো এর মোকাবিলা করতে পারবে না। কিভাবে রোগ-ব্যাধি আসমান-যমিনের মালিকের ঐ কথার মোকাবিলা করবে, যা তিনি পাহাড়ের উপর নাযিল করলে পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত? যমিনের উপর নাযিল করলে যমিনকে বিদীর্ণ করে দিত? সুতরাং শরীর ও মনের এমন কোনো রোগ নেই অথচ আল কুরআনে তার চিকিৎসার পথ দেখানো আছে, এর প্রতিকার এবং তা থেকে বেঁচে

থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের বুঝ দান করেছেন, সে-ই কেবল এ থেকে সার্বিক সুস্থতা লাভ করে ধন্য হয়।

কুরআন যাকে নিরাময় করবে না, আল্লাহও তাকে নিরাময় করবে না। আর যার জন্যে কুরআন যথেষ্ট নয়, আল্লাহও তার জন্যে যথেষ্ট হবেন না। (যাদুল মা'আদ ইবনুল কাইয়্যেম খণ্ড-২, পৃ. ১৭৮-১৭৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ۖ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاۤءٌ ۗ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ اُولٰۤئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴾

"আমি যদি এ কুরআন (আরবী ভাষার বদলে) আজমী (অনারব ভাষায়) বানাতাম, তাহলে এরা বলতো, কেন এর আয়াতগুলো (আমাদের ভাষায়) পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হলো না (তারা বলতো, এ কি আজব ব্যাপার); এটা (নাযিল করা হয়েছে) আজমী (ভাষায়), অথচ এর বাহক হচ্ছে আরবী; (হে রসূল,) আপনি বলুন, তা (গোটা কুরআন) হচ্ছে (মূলত) ঈমানদারদের জন্যে হেদায়াত (গ্রন্থ) ও (মানুষের যাবতীয় রোগ-ব্যাধির) নিরাময়; কিন্তু যারা (এর ওপর) ঈমান আনে না তাদের কানে (বধিরতার) ছিপি আঁটা আছে, (তাই) কুরআন তাদের ওপর (যেন) একটি অন্ধকার (পর্দা, এ কারণেই সত্য কথা শোনা সত্ত্বেও তারা এর সাথে এমন আচরণ করে); যেন তাদের অনেক দূর থেকে ডাকা হচ্ছে (তাই কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না)। (সূরা ৪১; হা-মীম আস সাজদা ৪৪)

***

রোগ থেকে বেঁচে থাকা চিকিৎসার চেয়ে উত্তম

সব ধরনের না হলেও অনেক ব্যাধিই শয়তানের কারণে হয়ে থাকে, কেননা শয়তানই হচ্ছে অনিষ্টতার অগ্নিগর্ভ আর ফাসাদের কূপ। যে সকল রোগের মূল কারণ শয়তান, তার মধ্যে কিছু রয়েছে মানসিক, যেমনঃ মৃগী রোগ, হিংসা, যাদু। আর কিছু রয়েছে দৈহিক। যেমনঃ প্যারালাইসিস, শ্বেত বিক্ষিপ্ত শুভ্রতা, ফোঁড়া, মস্তিষ্ক বিকৃতি, এইডস ইত্যাদি। যদিও বাহ্যিকভাবে এগুলো রোগজীবাণু ভাইরাস-এর সংক্রমণে হয়ে থাকে। তবে তার গোড়াতে রয়েছে শয়তান, সে-ই মূলত এ জাতীয় বিষাক্ত জীবাণু ছড়িয়ে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴾

“(হে নবী!) আপনি আমার বান্দা আইয়ুবের কথা স্মরণ করুন। যখন সে তার মালিককে ডেকে বলেছিলো (হে আল্লাহ), শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে।” (সূরা ৩৮; সোয়াদ ৪১)

نُصْبٌ অর্থ রোগ আর عَذَابٌ হচ্ছে ঐ কষ্ট যা রোগের তীব্রতায় সৃষ্টি হয়, আর এর কারণ হচ্ছে শয়তানের স্পর্শ, শয়তানই যেন রোগবালাই এর মূল উৎস। মানুষের প্রতি হিংসা এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় পাগলপারা হয়ে সে তাদের মাঝে স্পর্শ ও অন্যান্য পদ্ধতিতে রোগজীবাণু ছড়িয়ে দেয়।

এ কারণে যে ব্যক্তি রোগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, নিষ্কৃতি ও মুক্তি চায় তার জন্যে অতীব জরুরী হলো শয়তানকে নিজের মন এবং শরীর থেকে দূরে রাখা। আর আয়াতুল কুরসী’র মাধ্যমেই তা সম্ভব। কেননা, আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যখন তোমার বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পড়।

তাহলে গোটা সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার উপর হেফাযতকারী থাকবে। সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান তোমার নিকট আসতে পারবে না। (সহীহ বুখারী: ৩২৭৫)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

"মহান আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব অনাদি সত্তা, ঘুম তো দূরের কথা সামান্য তন্দ্রাও তাকে আচ্ছন্ন করে না। আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে এর একচ্ছত্র মালিক একমাত্র তিনি। এমন কে আছে, যে তাঁর নিকট বিনা অনুমতিতে সুপারিশ করবে? তাদের বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীতের সবকিছুই তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই নিজস্ব পরিসীমার আওতাধীন করতে পারে না। তবে কিছু জ্ঞান যদি তিনি কাউকে দান করতে চান (তাহলে সেটি ভিন্ন কথা)। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য আসমান-যমিনের সবকিছুই পরিবেষ্টন করে আছে। এ দু'য়ের হেফাযত করার কাজ কখনো তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না। আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান।" (সূরা ২; বাকারা ২৫৫)

بِسْمِ اللّٰهِ (বিসমিল্লাহ)-এর মর্যাদাও অনুরূপ। যাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى حِيْنَ يَدْخُلُ وَحِيْنَ يَطْعَمُ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ هٰهُنَا. وَإِنْ دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُوْلِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ. وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ مَطْعَمِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ»

"যখন কেনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করতে আসে এবং বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে প্রবেশ করে আর বিসমিল্লাহ বলে খাবার গ্রহণ করে, তখন শয়তান (তার দলবলকে) বলে, তোমাদের জন্যে এখানে রাত কাটানোর সুযোগ নেই এবং রাতের খাবারও নেই। আর যদি আল্লাহর নাম স্মরণ না করে ঘরে প্রবেশ করে তখন শয়তান বলে, রাতকাটানোর সুযোগ পেয়ে গেলে, খাবারের সময় লোকটি যদি বিসমিল্লাহ না বলে, তখন শয়তান বলে, রাত কাটানোর এবং রাতের খাবার খাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলে।" (সহীহ মুসলিমঃ ২০১৮)

এভাবেই ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ ﴾ (বিসমিল্লাহ)-এর বরকতে মানুষ নিজের নফস, পরিবার পরিজন এবং স্বীয় ঘরকে যাবতীয় বিপদ এবং রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করতে পারবে। যে কথাটির দ্বারা ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ ﴾ (বিসমিল্লাহ) আল্লাহ তাআলার কিতাব শুরু করা হয়েছে, তা কত না সুন্দর, বড় ও মহান।

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لَاتَجْعَلُوْا بُيُوْ تَكُمْ مَقَا بِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ »

"তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না; শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায়, যে ঘরে সুরাতুল বাকারা তিলাওয়াত করা হয়।" (সহীহ মুসলিমঃ ৭৮০১)

আবদুল্লাহ বিন হাবীব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বলেছেন, বল। আমি বললাম, কী বলব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ [সূরা ইখলাছ] এবং মুআউয়েযাতাইন [সূরা ফালাক ও নাস] সকাল সন্ধ্যায় তিনবার বল। তাহলে এটি তোমার সবকিছুর জন্যেই যথেষ্ট হয়ে যাবে।" (জামে তিরমিযীঃ ৩৫৭৫)

উকবা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হে উকবা! আমি কি তোমাকে সঠিক ও সর্বোত্তম দু'টি সূরা শেখাব না? সূরা দু'টি হলো, সূরা ফালাক ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ আর সূরা নাস ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾

"হে উকবা! এ দু'টি সূরা পড়, যখন তুমি ঘুমাতে যাও আবার ঘুম থেকে উঠ। এ দু'টি সূরার সমতুল্য কোনো সূরা দিয়ে কখনো কোন আবেদনকারী আবেদন করেনি, কোনো আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় চায়নি।" (সুনানে আহমদঃ ৪/১৫৩, সুনানে নাসাঈঃ ৮/২৫৩)

কেননা, এ দু'টি সূরা শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়। আল্লাহর রহমতকে টেনে আনে, আর শরীরকে সুস্থতা এবং প্রশান্তি দ্বারা ভরে দেয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সত্য বলেছেন,

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ ﴾

"অতঃপর তোমরা যখন কুরআন পড়তে শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তান (-এর ওয়াসওয়াসা) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (যাবতীয় কার্যকলাপে) তাদের মালিকের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর (শয়তানের) কোনোই আধিপত্য নেই।" (সূরা ১৬; নাহল ৯৮-৯৯)

ঠিকই! কারণ ইবলিসই হচ্ছে, মানুষের দুর্ভাগ্য, রোগব্যাধি এবং যাবতীয় নৈরাশ্যের মূল। যখনই মানুষ এ অভিশপ্ত শত্রু থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে এবং একনিষ্ঠতা, বিশ্বাস ও সততার সাথে তার ওপর তাওয়াক্কুল করবে, তখন যত্ন ও হেফাযতের দ্বারা আল্লাহর রহমত তাকে বেষ্টন করে নেবে এবং তার জন্যে সুস্থতা সহজ হয়ে যাবে।

কুরআন সুস্থতা এবং রোগমুক্তির কারণ হবে না কেন? আল্লাহর প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাকুতি-মিনতি সহকারে কুরআনের বরকতের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

করেছেন, যাতে কুরআন তাঁর হৃদয়ের বসন্ত, অন্তরের আলো, চিন্তা থেকে মুক্তি আর পেরেশানি অপসারণের কারণ হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কোনো বান্দাকে যদি বিপদ বা পেরেশানি পেয়ে বসে আর সে বলে,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ, وابْنُ عَبْدِكَ, وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ, أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَلَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْعَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوَاسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْكَرِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ ... إِلاَّ أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُ هَمَّه وحُزْنَهُ وأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجاً»

তখনি আল্লাহ তার চিন্তা এবং পেরেশানিকে দূর করে দেবেন এবং এর স্থলে প্রশস্ততা ও প্রশান্তি দান করবেন।” (সহীহুল কালেমিত তাইয়্যেব লি-ইবনে তাইমিয়্যাহ)

হাদীসে বর্ণিত দু'আটির অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ আমি আপনার বান্দা, আপনার (এক) বান্দা ও (এক) বান্দীর সন্তান, আমার (সম্মুখ ভাগের চুলের গোছা) আপনার হাতে, আমার ব্যাপারে আপনার নির্দেশ চূড়ান্ত (কার্যকর)। আপনার ফায়সালা (বিচার) সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। আপনার ঐ সকল (গুণবাচক) নাম যা দিয়ে আপনি আপনার নাম রেখেছেন। অথবা আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন। অথবা আপনার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছেন অথবা (কাউকে না জানিয়ে) আপনার নিকট অদৃশ্যের ইলমের মধ্যে সংরক্ষিত রেখেছেন, এসব কিছুর দোহাই দিয়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যে, আপনি কুরআনে কারীমকে আমার হৃদয়ের বসন্ত, অন্তরের আলো, চিন্তা থেকে মুক্তি, আর যাবতীয় পেরেশানি থেকে বাঁচার কারণ বানিয়ে দিন।

যাবতীয় রোগ এবং দিবা-রাত্রিতে আত্মপ্রকাশকারী সব ধরনের ক্ষতিকারক বিষয় থেকে বাঁচার উপকরণসমূহের মধ্যে আল্লাহর বেশি বেশি যিকর অন্যতম।

আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾

“জেনে রেখো, আল্লাহর যিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।” (সূরা ১৩; রা'দ ২৮)

অন্তরসমূহ যখন প্রশান্তি লাভ করে, বক্ষসমূহ তখন উন্মুক্ত হয়ে যায়, আত্মাসমূহ শান্ত হয়, শরীর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকে। কেননা, যে আল্লাহর সাথে রয়েছে, আল্লাহও তার সাথে রয়েছেন। কিভাবে রোগ-ব্যাধি ঐ ব্যক্তির উপর চড়াও হওয়ার সাহস করতে পারে, আসমান ও যমিনের চিরস্থায়ী সত্তা যার হেফাযতে রয়েছেন?

কিন্তু আল্লাহর যিকির এবং আনুগত্য থেকে উদাসীন, স্বীয় প্রবৃত্তির লোভনীয় বস্তুসমূহে ডুবন্ত, মূল্যহীন দুনিয়ার প্রাচুর্যের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি, তার ব্যাপারে তো মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন,

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾

“যে ব্যক্তি দয়াময় (আল্লাহ তাআলা)-এর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে একটি শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই (সর্বক্ষণ) তার সাথি হয়ে থাকে।” (সূরা ৪৩; যুখরুফ ৩৬)

নিঃসন্দেহে এটিই হচ্ছে, আল্লাহর ইনসাফ, পবিত্র সৎ লোকেরা যেন পাপিষ্ঠ অসৎ লোকদের সমান না হয়।

সাধারণত এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, মানুষদের মধ্যে নেককার লোকেরা দৈহিক দিক থেকে সুস্থ-সবল আর চেহারার দিক থেকে উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী হয়ে থাকে। জ্ঞানীদের একজনকে এর রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, “কেননা তারা রোযা, তাহাজ্জুদ এবং তাকওয়ার দ্বারা দয়াময় আল্লাহর সাথে একান্তে একাকী হয়েছে, আল্লাহ তখন তাদেরকে স্বীয় নূর থেকে পরিয়ে দিয়েছেন।

***

অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴾

"আমি কুরআনে যাকিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তা যালিমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

এ মহিমান্বিত আয়াতে কারীমাটি নির্ধারিত করে দিচ্ছে যে, কুরআন থেকে রহমত ও সুস্থতা লাভ করবে এমন একটি দল, যে দলের সদস্যরা কুরআনপন্থী, এতে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং কুরআনের বিধান মোতাবেক আমলকারী। কিন্তু যারা এ কুরআনের উপর ঈমান আনেনি, কিভাবে কুরআন তাদের উপকার করবে? অথচ তারা এ কুরআনকে অস্বীকার করছে, ছেড়ে দিচ্ছে, অথবা ইসলামের দাবিদার হয়েও তারা এ কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে।

আল কুরআনে এসেছে, সেদিন রাসূল (স) বলবেন,

﴿ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴾

"হে আমার রব! অবশ্যই আমার জাতি এ কুরআনকে একটি পরিত্যাজ্য বিষয় মনে করেছিল।" (সূরা ২৫; ফুরকান ৩০)

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, কুরআনকে পরিত্যাগকারীর কয়েকটি প্রকার রয়েছে- (১) কুরআন তিলাওয়াত শোনাকে পরিহার করা, (২) এর উপর ঈমান আনয়নকে পরিহার করা এবং (৩) কুরআন দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিচার-ফায়সালায় কুরআনের দ্বারস্থ হওয়াকে পরিহার করা।

ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴾

"আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই হচ্ছে কাফির।" (সূরা ৫; মায়িদা ৪৪)

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কঠিন পাথর বৃষ্টির পানিকে গ্রহণ করে না, আর কুরআন হচ্ছে, যমিনের জন্যে আসমানের পানি। কাফেরদের অন্তরসমূহকে উদাসিনতা, অস্বীকার, ঘৃণা, মুনাফেকী ও বিমুখতার দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তুমি যদি দরজা না খোল তাহলে কিভাবে কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী তোমার দরজার কড়া নাড়াবে? এমতাবস্থায় সে তো তোমাকে ছেড়ে ঐ ব্যক্তির নিকট যাবে, যে তার অন্তরকে তার জন্যে খুলে দেবে আর সে নূর, হেদায়াত ও সুস্থতার দ্বারা ঐ অন্তরকে ভরে দেবে।

এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾

"হে রাসূল! আপনি বলুন, কুরআন ঈমানদারদের জন্যে হেদায়াত এবং নিরাময়।" (সূরা ৪১; ফুসসিলাত ৪৪)

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾

"আর যারা বেঈমান, তাদের কর্ণকুহরে রয়েছে ছিপি, যা তাদের উপর অন্ধত্বের মতো চেপে বসে আছে।" (সূরা ৪১; ফুসসিলাত ৪৪)

সুতরাং, যে ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করে যে, কুরআন তাকে সুস্থ নাও করতে পারে এবং সে কুরআনের দ্বারা চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, সে তো আস্থাহীনতায় ভুগছে। ফলশ্রুতিতে সে তার রবের উপর কু-ধারণা করছে, কাজেই সে তো বঞ্চিত হবেই। কারণ, সে নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করেছে এবং তার নিকট বিশ্বাস জমেছে ইয়াহুদী-খ্রিস্টান, মূর্তিপূজক ও নাস্তিকদের চিকিৎসার উপর। কিন্তু প্রভুর দেওয়া কুরআনিক চিকিৎসা তার দৃষ্টিতে

(নাউযুবিল্লাহ) সেকেলে অথবা সন্দেহযুক্ত। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অজ্ঞতা ও মূর্খতা এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের ব্যাপারে বোকামি। এ কারণে বলা যায় যে, সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই কুরআন তাকে নিরাময় দান করবে না। আর এ কথা তো কুরআনই বলে দিয়েছে,

﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾

"আর যারা বেঈমান তাদের কর্ণকুহরে রয়েছে ছিপি, যা তাদের উপর অন্ধত্বের মতো চেপে বসে আছে।" (সূরা ৪১; ফুসসিলাত ৪৪)

***

আল কুরআনে আয়াতে শিফা
(নিরাময়ের আয়াতসমূহ)

শায়খ আবুল কাসেম আল কুশাইরী থেকে বর্ণিত, একবার তার সন্তান মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো। তিনি বলেন, তার সুস্থতার ব্যাপারে আমি নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম। বিষয়টি আমার উপর খুব কঠিন বা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে গেল। তখন আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখলাম এবং আমার সন্তানের অসুস্থতার বিষয়ে তাঁর নিকট বললাম। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "আয়াতুশ শেফার ব্যাপারে তুমি কোথায়? অর্থাৎ এগুলো দিয়ে আমল বা চিকিৎসা কর না কেন?" তখন আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা বা তালাশ করে দেখলাম, আল্লাহর কিতাবের ৬টি স্থানে সেগুলো রয়েছে। আর তা হলো,

﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾

"আর তিনি মুমিন সম্প্রদায়ের বক্ষসমূহ নিরাময় করে দেবেন।" (সূরা ৯; তাওবা ১৪)

﴿ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

"(এ কিতাব) মানুষের অন্তরে যেসব ব্যাধি রয়েছে তার নিরাময় এবং মুমিনদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।" (সূরা ১০; ইউনুস ৫৭)

﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ﴾

"এভাবে তার (মৌমাছির) পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়, যার মধ্যে মানুষের নিরাময়ের ব্যবস্থা রয়েছে।" (সূরা ১৬; নাহল ৬৯)

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

"আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

﴿ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾

"আমি যখন অসুস্থ হই, তখন তিনিই (আল্লাহ) আমাকে সুস্থতা দান করেন।" (সূরা ২৬; শুআরা ৮০)

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا هُدًى وَّشِفَآءٌ ﴾

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন, কুরআন ঈমানদারদের জন্যে হেদায়াত ও নিরাময়।" (সূরা ৪১; ফুসসিলাত ৪৪)

তিনি বললেন, আমি উক্ত আয়াতগুলো একটি কাগজে লিখলাম। অতঃপর কাগজটিকে পানি দ্বারা ধৌত করলাম এবং তাকে পান করালাম। এতে সে রোগ থেকে এমনভাবে স্বস্তি লাভ করল, যেভাবে কোনো জীবজন্তুকে তার বাঁধন খুলে দিলে স্বস্তি লাভ করে।

***

কতিপয় সূরা ও আয়াতের ফযিলত

সূরা ফাতেহার ফযিলত

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« أَفْضَلُ الْقُرْآنِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ »

আল কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা হচ্ছে সূরা আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা)[১]

সূরা বাকারার ফযিলতসমূহ

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَاماً وَسِنَامُ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ, وَإِنَّ الشَّيْطَانَ اَذَا سَمِعَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ ولَهُ ضُرَاطٌ »

"প্রত্যেক জিনিসের চূড়া (শীর্ষ স্থান) থাকে, আর কুরআনের চূড়া হচ্ছে 'আল বাকারা'। শয়তান যখন সূরা বাকারার তিলাওয়াত শোনে তখন যে ঘরে এ সূরার তিলাওয়াত হতে থাকে, পায়ু পথে আওয়াজ করতে করতে সে ঐ ঘর থেকে বের হয়ে যায়।" (সুনানে আহমদ ৫/ ২৬, মুস্তাদরাক হাকেম ১/৫৬)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবীদের কয়েকজনকে কোনো এক মিশনে পাঠালেন। পাঠানোর প্রাক্কালে তিনি তাদের মধ্যে কে কতটুকু পরিমাণ কুরআন আয়ত্ত করেছে জানতে চাইলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী একজনের নিকট এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১. সয়ূতী الكنز-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং হাকেম ও বায়হাকীর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।

ওয়াসাল্লাম বললেন, হে অমুক! তোমার নিকট কুরআনের কী আছে? সাহাবী বললেন, আমার নিকট অমুক অমুক সূরা এবং সূরা বাকারা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যাও, তুমি এদের আমীর। তখন তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্তদের একজন বললেন, আল্লাহর শপথ, যথাযথ আমল করতে না পারার ভয়ই আমাকে সূরা বাকারা শেখা থেকে বিরত রেখেছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা কুরআন শেখ এবং পড়। কেননা, যে কুরআন শেখে, পড়ে এবং সে মোতাবেক আমল করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মেশক আম্বর ভরা মোশকের মতো যার খুশবু চতুর্দিকে ছড়ায়। আর ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শিখল আর তা পেটে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকল তার দৃষ্টান্ত ঐ মেশক ভরা মোশকের ন্যায় যার মুখে ছিপি লাগিয়ে রাখা হয়েছে।" (জামে তিরমিযীঃ ২৮৭৬)

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সূরা বাকারা পড়, কেননা একে গ্রহণ করা বরকত, ছেড়ে দেওয়া হাসরত (আফসোস) আর যারা অকর্মণ্য তারা এ সূরা পড়তে, আমলে আনতে সক্ষম হবে না।" (সহীহ মুসলিমঃ ৮০৪)

সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলোর ফযিলত

আবদুর রহমান বিন ইয়াজিদ বলেন, কাবা শরীফের নিকটে আমার সাথে ইবনে মাসউদের সাক্ষাৎ হয়। তখন আমি তাঁকে বললাম, সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াতের ব্যাপারে আমার কাছে আপনার নিকট থেকে হাদীস পৌঁছেছে। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সূরা বাকারার সর্বশেষ দুটি আয়াত যে রাত্রে পড়বে, তা তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে।" (সহীহ বুখারীঃ ৫০০৯, সহীহ মুসলিমঃ ২৫৫)

ইমাম নববী (র) বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামুল্লাইল-এর বদলে আয়াতদ্বয় যথেষ্ট হয়ে যাবে। কেউ বলেছেন, শয়তান থেকে, কেউ

বলেন, বিপদাপদ থেকে, প্রকৃত কথা হচ্ছে, সবগুলো ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য হবার সুযোগ রয়েছে।

নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন, তা আরশের নিকটে রয়েছে, ঐ কিতাব থেকে তিনি দু'খানি আয়াত নাযিল করেছেন, যার দ্বারা সূরাতুল বাকারা সম্পন্ন করেছেন। তিন দিন কোনো ঘরে ঐ আয়াতদ্বয় তিলায়াত করা হলে শয়তান সে ঘরের নিকটে আসতে পারবে না।" (জামে তিরমিযী: ২৮৮২)

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না, যে ঘরে সূরাতুল বাকারা পঠিত হয় শয়তান সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।" (সহীহ মুসলিম: ৭৮০)

আয়াতুল কুরসীর ফযিলত

উবাই বিন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে আবুল মোনযের! তুমি কি জান, আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি তোমার কাছে সর্বোত্তম। উবাই বলেন, তখন আমি বললাম:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ﴾

(অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার বক্ষে মৃদু আঘাত করে বললেন, আল্লাহর নামের শপথ! ইলম তোমার জন্যে সহজ হয়ে যাক, হে আবুল মোনযের।" (সহীহ মুসলিম: ২৫৮)

আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে তার মাঝে আর জান্নাতে প্রবেশ করার মাঝে মৃত্যুই শুধু বাধা হয়ে থাকবে।" (ইবনুস সুন্নী: ১২১)

সূরা কাহফের ফযিলত

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ পড়বে, দু' জুমার মধ্যবর্তী সময় তার জন্যে আলোকিত হয়ে থাকবে।" (মুস্তাদরাক হাকেম: ১/৫৬৫)

তাঁর থেকে আরো বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ পড়বে তার মাঝে আর সম্মানিত কাবা ঘরের মাঝের পথটুকু আলোকিত হয়ে থাকবে।" (বায়হাকী: ২/৪৭৪)

বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ছিল আর তার নিকটে একটি ঘোড়া দুটি লম্বা রশির দ্বারা বাঁধা ছিল। একখণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে ফেলছিল আর আস্তে আস্তে তার নিকটবর্তী হচ্ছিল। ঘোড়াটি ভয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। সাহাবী সকাল বেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বৃত্তান্ত খুলে বলল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এটি হচ্ছে প্রশান্তি, যা কুরআনের বরকতে নেমেছিল।" (সহীহ বুখারী: ৫০১১)

আবূদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, দাজ্জালের ফেৎনা থেকে তাকে রক্ষা করা হবে।" (সহীহ মুসলিম: ৮০৯)

সূরা বনী ইসরাঈলের ফযিলত

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি সূরা বনী ইসরাঈল, কাহফ, মারইয়াম, ত্বাহা ও সূরা আম্বিয়া'র ব্যাপারে বলেন, এগুলো ওহীর প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর সাথে আমার জানাশুনা এবং পরিচয় বেশি। (আদ দুররুল মানছুর ৪/২৫৭)

সূরা ফাতহের ফযিলত

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উপর এমন একটি আয়াত (সূরা) অবতীর্ণ হয়েছে, সারা পৃথিবীর চেয়ে তা আমার নিকট বেশি প্রিয়। তা হলো,

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ (সহীহ মুসলিম: ১৭৮৬)

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে যা আমার নিকট যার উপর সূর্য উদিত হয়েছে (অর্থাৎ পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে) তার চেয়ে প্রিয় ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ অর্থাৎ সূরা ফাতহ।" (সহীহ বুখারী ৫/১৬১, ৬/১৬৯)।

সূরা যালযালাহ্-এর ফযিলত

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনিল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে পড়ান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "﴿الم﴾ দিয়ে শুরু করা তিনটি সূরা (প্রত্যেহ) পড়।" লোকটি বলল, আমার বয়স বেড়েছে, অন্তর শক্ত হয়ে গেছে আর জিহ্বা মোটা বা ভারী হয়ে গেছে। রাসূল বললেন, "তাহলে ﴿حم﴾ ওয়ালা সূরাগুলো থেকে তিনটি করে পড়।" লোকটি আগের কথার মতোই বলল, এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাহলে আল্লাহর তাসবীহ দিয়ে শুরু করা সূরাগুলো থেকে তিনটি পড়।" তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে একটি অল্প কথায় বেশি অর্থ প্রদানকারী সূরা পড়ান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ অর্থাৎ, সূরা যালযালাহ্ পড়ালেন।" (মুসনাদে আহমদ ২/১৬৯, হাকেম ২/৫৩২)

সূরা কাউসার-এর ফযিলত

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিছুক্ষণ পূর্বে আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣ ﴾

"(হে নবী!) আমি অবশ্যই আপনাকে (নিয়ামতে পরিপূর্ণ) কাওসার দান করেছি; অতএব আপনার মালিককে স্মরণ করার জন্যে আপনি নামায পড়ুন এবং (তাঁরই উদ্দেশে) আপনি কোরবানী করুন; অবশ্যই (যে) আপনার নিন্দুক, সেই হবে শেকড়-কাটা (অসহায়)।" (সূরা ১০৮; কাওসার ১-৩)

(এরপর রাসূল সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন) তোমরা কি জান, কাউসার কী? এটি হচ্ছে এমন একটি ঝরনা যার ওয়াদা আমার রব আমাকে করেছেন। এতে প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। এটি আমার হাউয, আমার উম্মতেরা কিয়ামতের দিন ঐ হাউজের ঘাটে নামবে। এর পানপাত্রের সংখ্যা তারকারাজির সমতুল্য হবে। উম্মতের কতিপয় লোক সেদিন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অস্থির হয়ে পড়বে। তখন আমি বলব, হে আমার রব! এরা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তখন আল্লাহ বলবেন, আপনি জানেন না, এরা আপনার মৃত্যুর পর দীনের মধ্যে কত রকমের নতুন জিনিস (বিদ'আত) আবিষ্কার করেছে।" (সহীহ মুসলিমঃ ৪০০, সুনানে আবু দাউদঃ ৭৮৪)

সূরা ইখলাসের ফযিলত

মোয়াজ ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা ইখলাছ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ ﴾ দশবার পড়বে, এর বিনিময়ে তার জন্যে জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।" (মুস্তাদরাক আহমদঃ ৩/৪৩৭, দারেমী ২/৪৫৯)

আর আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে সাহাবীরা! তোমরা সবাই একত্রিত হও, আমি তোমাদের সম্মুখে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ব। অতঃপর সূরা ইখলাছ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ﴾ পড়লেন এবং বললেন, জেনে রেখো এ সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।" (সহীহ মুসলিম: ৮১২, জামে তিরমিযী: ২৯০০)

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানুষেরা পরস্পর এটা ওটা জিজ্ঞাসা করতে করতে এক পর্যায়ে এটাও জিজ্ঞাসা করবে যে, আল্লাহ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, আল্লাহর স্রষ্টা কে? (নাউযুবিল্লাহ)।" তারা যদি এমন প্রশ্ন করে তাহলে তোমরা উত্তরে বল,

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤﴾

"(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক ও একক, আল্লাহ কারোই মুখাপেক্ষী নন, তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, আর তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি, আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই।" (সূরা ১১২; ইখলাস ১-৪)

"এরপর যেন নিজের বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়।" (সুনানে আবু দাউদ: ৪৭২২)

মোয়াউয়াযাতাঈন-এর ফযিলত

উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, "আমার উপর এমন কতক

আয়াত নাযিল করা হয়েছে, যার সমতুল্য আমি আর দেখছি না; মোয়াউয়াযাতাঈন তথা, ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ [সূরা ফালাক] আর ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ [সূরা নাস] সূরাদ্বয়। (সুনানে আহমদ: ৪/১৫২)

আবদুল্লাহ বিন হাবীব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সকাল এবং সন্ধ্যায় তিনবার করে ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ [সূরা ইখলাছ] আর মোয়াউয়াযাতাঈন [সূরা ফালাক ও নাস] পড়, তোমার সবকিছুর জন্যে এটি যথেষ্ট হয়ে যাবে।"

উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যোহফা ও আবওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চলছিলাম, হঠাৎ করে মারাত্মক অন্ধকার এবং ধূলি ঝড় আমাদেরকে ঢেকে ফেলেছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ আর ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ ﴾ সূরাদ্বয় দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে লাগলেন এবং বললেন, হে উকবা এ দুটি সূরার দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা, এ দুটি সূরার সমতুল্য কোনো সূরার দ্বারা কেউ আশ্রয় চাইতে পারবে না।" (দারে বায়হাকী ২/৩৯৫)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবীর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি অসুস্থ হতেন তখন নিজে নিজে আশ্রয়দানকারী সূরাগুলো পড়তেন এবং নিজের উপর ফুঁ দিতেন। যখন তাঁর অসুস্থতা মারাত্মক আকার ধারণ করল তখন আমি পড়ে ফুঁ দিতাম, আর বরকতের আশায় তাঁর হাত দিয়ে মুছে দিতাম। (সহীহ মুসলিম: ২১৯২)

***

মানসিক রোগের চিকিৎসায় আল কুরআন মহৌষধ

● ইমাম জাফর সাদেক (রা) বলেন, আমি আশ্চর্যান্বিত হই ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে ভীতসন্ত্রস্ত হলো, অথচ আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

"আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই হলেন উত্তম কর্মবিধায়ক।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১৭৩) এর শরণাপন্ন হলো না। কেননা, আমি এরপরই আল্লাহ তাআলার এ বাণী দেখেছি,

﴿ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ﴾

"অতঃপর আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে এরা ফিরে এলো।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১৭৪)

● আমি বিস্মিত হই ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে পেরেশানিতে নিমজ্জিত হলো, অথচ আল্লাহ তাআলার এই বাণীর আশ্রয় নিল না,

﴿ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴾

"(হে আল্লাহ তাআলা), আপনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, আপনি পবিত্র, আপনি মহান, অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৭)

কারণ, আমি এরপরই আল্লাহর ঐ বাণী দেখেছি,

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۗ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

"অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে (তার মানসিক) দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলাম; আর এভাবেই আমি আমার মুমিন বান্দাদের সব সময় উদ্ধার করি।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৮)

● আমি অবাক হই ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে ধোঁকাবাজদের ধোঁকা আর চক্রান্তকারীদেরা চক্রান্তের শিকার হলো, অথচ আল্লাহ তাআলার ঐ কথার দ্বারস্থ হলো না যে,

﴿ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴾

“আর আমি তো আমার কাজকর্ম (বিষয়-আসয়) আল্লাহ তাআলার কাছেই সোপর্দ করছি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ নযর রাখেন।” (সূরা ৪০; মুমিন ৪৪)

কেননা, আমি এরপরেই দেখেছি আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴾

“অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে ওদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন, (অপর দিকে একটা) কঠিন শাস্তি (এসে) ফেরাউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করে নিল।” (সূরা ৪০; মুমিন ৪৫)

● (গ্রন্থকার আবুল ফিদা বলেন,) আর আমি আল্লাহর বান্দা, স্বীয় গুনাহ স্বীকারকারী, তাঁর রহমত ও ক্ষমা প্রত্যাশী, এর সাথে আর একটি যোগ করে বলছি,

আমি বিস্ময় বোধ করি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে রোগাক্রান্ত হয়েছে অথচ আল্লাহ তাআলার ঐ কথা থেকে সাহায্য নিল না যে,

﴿ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ﴾

“মারাত্মক ব্যাধি আমাকে স্পর্শ করেছে, আর আপনি হলেন সকল দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।” (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৩)

কেননা, এরপরের আয়াতেই আমি আল্লাহর বাণী দেখেছি,

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴾

“অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা আমি দূর করে দিলাম, তাকে (যে শুধু) তার পরিবার পরিজনই ফিরিয়ে দিলাম (তা নয়); বরং তাদের (সবাইকে) আমার কাছ থেকে বিশেষ দয়া এবং আমার বান্দাদের জন্যে উপদেশ হিসেবে আরো সমপরিমাণ (অনুগ্রহ) দান করলাম।” (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৪)

***

সব ধরনের রোগের চিকিৎসায়

জাফরান এবং গোলাপ জল দিয়ে কোনো পাত্রে ৩ বার সূরা ইখলাস লিখবে। লেখা শুকানোর পর যমযমের পানি দিয়ে তা ধুয়ে নেবে। এ সময় দৈনিক ৩ বার রোগী নিজেও সূরা ফাতেহা পড়বে এবং তিন দিন পর্যন্ত এ পানি পান করবে।

এভাবে যমযমের পানির মধ্যে সাতবার সূরা ফাতেহা পড়বে এবং ১ সপ্তাহ পর্যন্ত ঐ পানি পান করবে। এ সময়ে আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকবে। অনেক রোগীর উপর সূরা ফাতেহা তিলাওয়াতের এ আমল পরীক্ষা করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর মহান ক্ষমতা এবং রহমতে তাদেরকে সুস্থ করে দিয়েছেন।

ইবনুল কাইয়্যেম (র) বলেন, একবার আমি মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়ি। ডাক্তার এবং ঔষধ কোনোটাই আমি পাচ্ছিলাম না। তখন আমি মক্কায় এভাবে নিজের চিকিৎসা করেছি যে, যমযমের পানি নিতাম এবং এর উপর কয়েকবার করে সূরা ফাতেহা পড়তাম আর ঐ পানি পান করতাম। এর বদৌলতে আলহামদুলিল্লাহ আমি পরিপূর্ণ সুস্থতা লাভ করি। এরপর আমি বিভিন্ন রোগজনিত ব্যথায় সূরা ফাতেহার উপর নির্ভর করতাম এবং চূড়ান্ত সুস্থতা অনুভব করতাম।

***

আল্লাহর ইসমে আযম দ্বারা যাবতীয় রোগের চিকিৎসা

আসমা বিনতে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর ইসমে আযম এ দুটি আয়াতের মধ্যে রয়েছে। এর প্রথমটি হলো,

﴿ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴾

"তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, তিনি দয়ালু, তিনি মেহেরবান।" (সূরা ২; বাকারা ১৬৩)

আর দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে সূরা আল-ইমরানের শুরুতে:

﴿ الٓمٓ ۝١ اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝٢ ﴾

"আলিফ, লাম, মীম। মহান আল্লাহ তাআলা, তিনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তিনিই চিরঞ্জীব, তিনিই চিরস্থায়ী।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১-২)[১]

এ আমলটি করতে হবে রাতের নামায তাহাজ্জুদের পর, যখন মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে তখন। ঐ দিনের রোযারও নিয়ত করবে। সোমবার আর বৃহস্পতিবার হলে বেশি ভালো। আল্লাহর ইসমে আযমের বরকতের দোহাই দিয়ে সর্বোচ্চ কাকুতি-মিনতি সহকারে নিজের সুস্থতা অথবা যার জন্যে দু'আ করা হচ্ছে তার সুস্থতা কামনা করবে।

***

---

১. সুনানে আবু দাউদ: ১৪৯৬, জামে তিরমিযী: ৩৪৭৮, সুনানে ইবনে মাযাহ: ৩৮৫৫।

মাথা ব্যথার চিকিৎসা

আপনার নিজের ডান হাতে রোগীর মাথা (টিপে) ধরবেন এবং পড়বেন,

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ﴿ ذٰلِكَ تَخۡفِيۡفٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٌ ﴾

"এটা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে দণ্ড হ্রাস (করার উপায়) ও তাঁর একটি অনুগ্রহ মাত্র।" (সূরা ২; বাকারা ১৭৮)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ﴿ يُرِيۡدُ اللّٰهُ اَنۡ يُّخَفِّفَ عَنۡكُمۡ ۚ وَخُلِقَ الۡاِنۡسَانُ ضَعِيۡفًا ﴾

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর থেকে (বিধি-নিষেধের বোঝা) লঘু করে (তোমাদের জীবন সহজ করে) দিতে চান, (কেননা) মানুষকে দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে।" (সূরা ৪; নিসা ২৮)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ﴿ اَلۡـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنۡكُمۡ وَعَلِمَ اَنَّ فِيۡكُمۡ ضَعۡفًا ﴾

"(এ নিশ্চয়তা দ্বারা) এখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর থেকে (উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার) বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, (যেহেতু) তিনি (একথা) জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু দুর্বলতা রয়েছে।" (সূরা ৮; আনফাল ৬৬)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ﴿ كٓهٰيٰعٓصٓ ۝١ ذِكۡرُ رَحۡمَتِ رَبِّكَ عَبۡدَهٗ زَكَرِيَّا ۝٢ اِذۡ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝٣ ﴾

"কা-ফ হা ইয়া আঈন ছোয়াদ। (হে নবী, এ হচ্ছে) আপনার মালিকের অনুগ্রহের (কথাগুলোর) স্মরণ, যা তিনি তাঁর এক অনুগত বান্দা যাকারিয়ার ওপর (প্রেরণ) করেছিলেন। যখন তিনি তার রবকে চুপে চুপে ডেকেছিলেন।" (সূরা ১৯; মারইয়াম ১-৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ﴾

"(হে নবী!) আমার কোনো বান্দা যখন আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (আপনি তাকে বলে দিন), আমি (তার একান্ত) কাছেই আছি; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে ডাকে আমি তখনই তার ডাকে সাড়া দেই।" (সূরা ২; বাকারা ১৮৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾

"রাত ও দিনের মাঝে যা কিছু স্থিতি লাভ করছে তার সব কিছুই তাঁর জন্যে; তিনি (এদের সবার কথা) শোনেন এবং (সবার অবস্থা) দেখেন।" (সূরা ৬; আন'আম ১৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ﴾

"(হে নবী!) আপনি কি আপনার মালিকের (কুদরতের) দিকে তাকিয়ে দেখেননি? কিভাবে তিনি ছায়া (সর্বত্র) বিস্তার করে রেখেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তা তো (একই স্থানে) স্থায়ী করে রাখতে পারতেন।" (সূরা ২৫; ফুরকান ৪৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ حٰمٓ ۚ ﴿١﴾ عٓسٓقٓ ﴿٢﴾ ﴾

"হা-মীম, আইন-সীন-কাফ" (সূরা ৪২; শূরা ১-২)

মাথা ব্যথার জন্যে

আপনার ডান হাতে রোগীর মাথা ধরে ইব্‌হাম (বৃদ্ধাঙ্গুলি) ও ছাব্বাবাহ (তর্জনী আঙ্গুল) দিয়ে কপালের দু'পাশ টিপে ধরবেন, আর ৭ বার সূরা ফাতিহা পড়বেন (সুবহানাল্লাহ খুব দ্রুত ব্যথা সরে যাবে, ঐ ব্যক্তির, যে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে অথবা একাগ্রচিত্তে শুনতে চায়।

মাথার অর্ধাংশ ব্যথার জন্যে

তিনবার সূরা ইখলাস পড়বে এবং আরো পড়বে আল্লাহ তাআলার বাণী,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ﴾

"আমি যদি এ কুরআন কোনো পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে আপনি (অবশ্যই) তাকে দেখতেন, কিভাবে তা বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে পড়ছে।" (সূরা ৫৯; হাশর ২১)

এক গ্লাস বৃষ্টি অথবা যমযমের পানির মধ্যে সাতবার পড়বে, অর্ধেক পানি পান করবে আর বাকি অর্ধেক পানি দিয়ে আক্রান্ত অংশ ধুয়ে ফেলবে।

সব ধরনের মাথা ব্যথায়

ডান হাতে মাথা চেপে ধরে আয়াতুশ শেফাগুলো

﴿ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾

﴿ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ﴾

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

﴿ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴾

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ﴾

এবং সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧ ﴾

***

যাবতীয় চক্ষুরোগ চিকিৎসা ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর করতে

দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পিঠে

﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾

"এখন আমরা তোমার (চোখের সামনে) থেকে তোমার সে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, অতএব, (আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি হবে অত্যন্ত প্রখর (সব কিছুই এখন তুমি দেখতে পাবে)।" (সূরা ৫০; ক্বাফ ২২)

আয়াতে কারীমাটুকু সাতবার এবং সাথে প্রত্যেক বার রাসূলের উপর দুরূদ শরীফ পড়বে। অতঃপর আঙ্গুলদ্বয়ের উপর হালকা থুথু ছিটিয়ে তা দিয়ে চোখ দুটোকে মুছে দেবে।

আল্লাহর হুকুমে কিতাবুল্লাহ-এর বরকতে চোখ উঠা-সহ বিভিন্ন চক্ষুপীড়া থেকে নিরাপদ থাকবে আর দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

***

দাঁতের ব্যথার জন্যে

ব্যথাযুক্ত গালের উপর (আঙ্গুল দিয়ে) লিখবে,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴾

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের কান, চোখ দিয়েছেন। আরো দিয়েছেন, একটি অন্তর কিন্তু তোমরা খুব কমই (এসব দানের) কৃতজ্ঞতা আদায় কর।" (সূরা ৬৭; মূলক ২৩)

এমনিভাবে আরো লিখবে,

﴿ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾

"আর যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে তা তাঁরই। এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা ৬; আনআম ১৩)

***

কণ্ঠনালীর ব্যথায়

ইমাম বায়হাকী তাঁর ‘শেয়াবুল ঈমান’ গ্রন্থে ওয়াছেলা বিন আছকা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে স্বীয় কণ্ঠনালীর ব্যথার অভিযোগ করল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “তুমি বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত কর।” (শেয়াবুল ঈমান ২/৫১৯)

কিতাবুল্লাহের বেশি বেশি তিলাওয়াত রোগীর উপর রহমত এবং প্রশান্তি নাযিল করবে। তখন তার গোটা শরীরকে স্থিরতা ঢেকে ফেলবে, শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীয় দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করতে পারবে। আর আল্লাহর হুকুমে রোগীর নিকট সুস্থতা এবং রোগ মুক্তি ফিরে আসবে, আল্লাহ তাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করবেন। তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তারতীল যত সুন্দর হবে সূরের তন্ত্রিগুলোও ততই সুবিন্যস্ত হবে, হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আর রোগের যাবতীয় উপকরণ সরে যাবে, দূরীভূত হবে। কেননা, ভালোর সাথে খারাপ একত্রিত হতে পারে না। কুরআনের কথা কতই না ভালো, যা রহমানের বান্দাদের জন্যে শেফা, রহমত এবং বলছম তুল্য, যারা কিতাবুল্লাহকে তিলাওয়াত এবং আমলের মাধ্যমে আঁকড়ে ধরে, আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো মতাদর্শে জীবন পরিচালনা করে তাদের জন্যে।

***

নাকের রক্তক্ষরণের চিকিৎসা

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (র) নাক থেকে রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কপালের উপর লিখতেন,

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ﴿ وَقِيۡلَ يٰۤاَرۡضُ ابۡلَعِیۡ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقۡلِعِیۡ وَغِيۡضَ الۡمَآءُ وَقُضِیَ الۡاَمۡرُ ﴾

"(অতঃপর) বলা হলো, হে যমীন! তুমি (এবার) তোমার পানি গিলে নাও, হে আসমান! তুমিও (পানি বর্ষণ থেকে) ক্ষান্ত হও। অতএব, পানির প্রচণ্ডতা প্রশমিত হলো এবং (আল্লাহর) কাজও সম্পন্ন হলো।" (সূরা ১১; হূদ ৪৪)

আর তাঁকে আমি বলতে শুনেছি, একাধিক লোকের জন্যে আমি এটা লিখেছি, আল্লাহর হুকুমে তারা সুস্থ হয়েছে। ক্ষরিত রক্ত দিয়ে লেখা বৈধ হবে না। যেমনটি মূর্খরা করে থাকে। কেননা, রক্ত অপবিত্র। অতএব উহা দ্বারা আল্লাহর পবিত্র কালাম লেখা বৈধ হবে না।

ইবনুল কাইয়্যেম আল যাউজিয়া তার اَلطِّبُّ النَّبَوِيُّ-এর ২৭৮ পৃষ্ঠায় এমনটি উল্লেখ করেছেন। জাফরানের কালি দিয়ে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কপালে উক্ত আয়াতে কারীমাটুকু লিখতে হবে।

***

বধিরতার চিকিৎসায়

বধিরতায় আক্রান্ত কানের উপর ডান হাত রেখে ক্বারী সাহেব পড়বেন,

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

"আমি যদি এ কুরআন কোনো পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে আপনি (অবশ্যই) তাকে দেখতেন, কিভাবে তা বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে পড়ছে। আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্যে এ কারণেই বর্ণনা করছি, যেন তারা (কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে) চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।" (সূরা ৫৯; হাশর ২১) আরো পড়বেন-

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۗ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

"তিনিই আল্লাহ তাআলা, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, দেখা-অদেখা সব কিছুই তাঁর জানা, তিনি দয়াময়, তিনি করুণাময়। তিনিই আল্লাহ তাআলা, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পূত-পবিত্র, তিনি শান্তি (দাতা), তিনি বিধায়ক, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনি মাহাত্ম্যের একক অধিকারী। তারা যেসব (ব্যাপারে আল্লাহর সাথে) শিরক করছে, আল্লাহ তাআলা সেসব কিছু থেকে অনেক পবিত্র। তিনি আল্লাহ তাআলা, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক, সব কিছুর রূপকার তিনি, তাঁর জন্যেই (নিবেদিত) সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (যেখানে) যা কিছু আছে তার সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ৫৯; হাশর ২২-২৪)

***

যাবতীয় চর্ম রোগের চিকিৎসায়

আপনার ডান হাতের তর্জনী (বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের আঙ্গুল) দ্বারা রোগাক্রান্ত অংশের দিকে ইশারা করবেন। অতঃপর পড়তে হবে-

﴿ اَوْ كَالَّذِیْ مَرَّ عَلٰى قَرْیَةٍ وَّ هِیَ خَاوِیَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى یُحْیٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ ۚ وَ انْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ اٰیَةً لِّلنَّاسِ وَ انْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَیْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴾

"অথবা, (হে রাসূল!) আপনি কি ঐ ব্যক্তির ঘটনার দিকে দৃষ্টি দেননি, যে একটি বস্তির পাশ দিয়ে গেল, (সে দেখল) তা (বিধ্বস্ত হয়ে) আপন অস্তিত্বের ওপর মুখ থুবড়ে আছে, (তখন সে ব্যক্তি বলল, এ (মৃত জনপদ)-কে কিভাবে আল্লাহ তাআলা আবার পুনর্জীবন দান করবেন, এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা (সত্যি সত্যিই) তাকে মৃত্যু দান করলেন এবং (এভাবেই তাকে) একশত বছর ধরে মৃত (ফেলে) রাখলেন। অতঃপর তাকে পুনরায় জীবিত করলেন। এবার জিজ্ঞেস করলেন, (বলতে পারো) তুমি কতোকাল (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছো? সে বললো, আমি একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছি। আল্লাহ তাআলা বললেন, বরং এমনি অবস্থায় তুমি একশ বছর কাটিয়ে দিয়েছ, তাকিয়ে দেখো, তোমার নিজস্ব খাবার ও পানীয়ের দিকে।".... (সূরা ২; বাকারা ২৫৯)

***

মাথার খুসকি নিরাময়ে

রোগীর উপর নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা পড়তে হবে।

﴿ فَأَصَابَهَآ إِعۡصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحۡتَرَقَتۡ ﴾

"হঠাৎ করে ঐ বাগানকে পেয়ে বসে এক আগুনের ঘূর্ণিবায়ু, যাতে বাগান জ্বলে ভস্মিভূত হয়েছে।" (সূরা ২; বাকারা ২৬৬)

আল্লাহর কুদরত এবং শক্তিতে নিরাময় হয়ে যাবে।

***

বিষাক্ত ফোঁড়ার চিকিৎসায়

রোগীর উপর নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা পড়তে হবে।

﴿ وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡجِبَالِ فَقُلۡ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسۡفًا ١٠٥ فَيَذَرُهَا قَاعًا
صَفۡصَفًا ١٠٦ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمۡتًا ١٠٧ ﴾

"(হে নবী!) তারা আপনার কাছে (কিয়ামতের সময়) পাহাড়গুলোর অবস্থা (কী হবে) জানতে চাইবে। আপনি তাদের বলুন, (সে সময়) আমার মালিক এগুলোকে (টুকরো টুকরো করে) উড়িয়ে দেবেন। অতঃপর তাকে তিনি মসৃণ ও সমতল ভূমিতে পরিণত করে ছাড়বেন। তখন আপনি এতে কোনো রকম অসমতল ও উঁচু-নিচু দেখবেন না।" (সূরা ২০; ত্বা-হা ১০৫-১০৭)

***

যাবতীয় বক্ষ ব্যাধির চিকিৎসায়

রুগীর উপর সূরা ইনশিরাহ পড়তে হবে।

﴿ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨ ﴾

"(হে রাসূল!) আমি কি (জ্ঞান ধারণের জন্যে) আপনার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেইনি। আমিই তো আপনার ওপর থেকে বোঝা নামিয়ে দিয়েছি। যা আপনার পিঠ নুইয়ে দিচ্ছিল। আমিই আপনার স্মরণকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতঃপর কষ্টের সাথে অবশ্যই আরাম রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে আরাম। অতঃপর যখন আপনি অবসর পাবেন তখনি ইবাদতের পরিশ্রমে লেগে যাবেন এবং স্বীয় মাবুদের অভিমুখী হবেন।" (সূরা ৯৪; ইন্‌শিরাহ ১-৮)

এবং মহান আল্লাহর বাণী,

﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝٢٥ وَ يَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۝٢٦ وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝٢٧ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝٢٨ ﴾

"(তিনি বললেন) হে আমার মালিক! আপনি আমার জন্যে আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ আমার জন্যে সহজ করে দিন, আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে করে ওরা আমার কথা (ভালো করে) বুঝতে পারে।" (সূরা ২০; ত্বা-হা ২৫-২৮)

আয়াতগুলো পড়ে পড়ে ডান হাতে রোগীর বুকের উপর ম্যাসেজ করবে।

যমযমের পানির ওপর সূরা ফাতেহা পড়ে ঐ পানি দ্বারা বক্ষ ধুয়ে ফেলবে এবং কিছু পানি পান করবে। এতে বক্ষ শক্তিশালী হয় এবং যাবতীয় ব্যথা দূরীভূত হয়।

তবে হে আল্লাহর বান্দা, সিগারেট পান করা, পানকারীদের সাথে উঠাবসা করা আর বেশি কথা বলা থেকে সর্বদা সতর্ক হও।

সব সময় আল্লাহর কিতাব মুখস্থ করতে সচেষ্ট থাক, স্বীয় হৃদয়কে কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা ভরপুর করো, সত্য কথা বলা, সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করতে চেষ্টা চালিয়ে যাও। আর বেশি বেশি তাহাজ্জুদ নামায পড়, কেননা এটি সৎ লোকদের অভ্যাস। অচিরেই তুমি সুস্থতা ও রোগমুক্তি দেখতে পাবে, যা তোমার হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দেবে যে, সত্যিকার অর্থেই কুরআন যাবতীয় বক্ষ ব্যাধির মহৌষধ।

বক্ষ ব্যাধির জন্যে

ইবনে মারদাওয়াইহ আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি আমার বক্ষে অসুস্থতা অনুভব করি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "কুরআন পড়"। (দেখুন, তাযকেরাহ: ৮০)

এর সাথে তিন বার সূরা ইন্‌শিরাহ [অত্র বইয়ের পৃষ্ঠা ৬০ দ্রষ্টব্য] এবং আল্লাহ তাআলার বাণী-

﴿ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [সূরা ১০; ইউনুছ ৫৭] পড়তে হবে।

***

লিভার, পাকস্থলী, হৃদকম্পন বৃদ্ধি, বক্ষ ও হৃদ রোগের চিকিৎসায়

গোলাপজল ও জাফরানের কালি দ্বারা সাদা পাত্রে তিনবার আয়াতুল কুরসী লিখবে। যমযমের পানি হলে উত্তম নতুবা যেকোনো পানি দ্বারা তা ধৌত করে খালী পেটে এক সপ্তাহ যাবৎ পান করবে।

যমযমের পানির মধ্যে সাতবার সূরা ফাতেহা পড়বে (আমীন ব্যতিত, কেননা তা কেবল নামাযে বলা হয়)। অতঃপর খালি পেটে ঐ পানি পান করবে।

হৃদ রোগে করণীয়

আবূ জাফর মোহাম্মদ বিন আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তরে কাঠিন্য অনুভব করে, সে যেন একটি পাত্রে জাফরানের কালি দ্বারা সূরা ইয়াসিন লিখে তা পান করে।[১]

হৃদয়কে শক্তিশালী করতে এবং এতে প্রফুল্লতা দান করতে পরীক্ষিত তদবীরের অন্যতম হচ্ছে:

রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে স্বীয় ডান হাত বুকের উপর রেখে সূরা গাফের পড়বে। আর সকালে সাতটি খেজুর নিয়ে (মদিনা মোনাওয়ারার খেজুর হলে বেশি উত্তম) তার উপর সাতবার সূরা ফাতিহা পড়বে, আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর বরকতে সেগুলো খেয়ে ফেলবে। আর তিনটি কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করবে– অপচয়, রাতজাগা ও আল্লাহর যিকর থেকে গাফেল হওয়া।

মহান আল্লাহ বলেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴾

"জেনে রেখ, আল্লাহর যিকরেই অন্তর প্রশান্ত হয়।" (সূরা ১৩; রাদ ২৮)

সুতরাং, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর যিকর-এর দ্বারা সজিব ও তাজা রাখ।

***

---

১. ইমাম কুরতুবী আর হাকেম তার মোসতাদরাকে বর্ণনা করেছেন।

অর্শ্ব রোগের চিকিৎসা

মানুষের মাঝে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক। এর কারণও বিভিন্ন। (১) মানসিক, (২) শারীরিক ও (৩) খাদ্যজনিত। রসায়নিক চিকিৎসা এখন পর্যন্ত এ রোগকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়নি। সাময়িক উপশমের ব্যবস্থা করতে পেরেছে মাত্র (যেমন– ইসবাজমু কিনলস, ইসবাজমুমিবালজীন)। কিন্তু ইসলামী চিকিৎসায় প্রাচীন যুগ থেকেই অর্শ্ব রোগের পূর্ণ চিকিৎসা পাওয়া যায়। তবে শর্ত হলো, রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিকারী বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন- অতিরিক্ত রাগ, পরিশ্রম, গ্যাস সৃষ্টিকারী পানীয়, ঝাল জাতীয় খাবার।

এ কারণে লাউ, আঁশযুক্ত সবজি, মাছের কলিজার তেল ইত্যাদি অর্শ্ব রোগের খাবার জাতীয় ঔষধের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু কুরআনুল কারীমের দ্বারা এর চিকিৎসা নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে করতে হবে।

অর্শ্ব রোগের জন্যে কুরআন থেকে যা লিখতে হবে-

সূরা ফাতেহা ﴿ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴾ পর্যন্ত (কেননা আমীন সালাতে পড়তে হয়), সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস লিখার পর লিখবে-

«أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِعِزَّتِهِ الَّتِيْ لَاتُرَامُ, وَبِقُدْرَتِهِ الَّتِيْ لَايَمْنَعُ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْوَجَعِ, وَمِنْ شَرِّ مَافِيْهِ»

"আল্লাহ তাআলার সুমহান মর্যাদা এবং তাঁর সে সম্মান যার নাগাল পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁর সে ক্ষমতা, যা থেকে কোনো কিছুকে বাধা দেওয়া যায় না, তাঁর নিকট এ ব্যথার অনিষ্টতা এবং এতে যত প্রকারের ক্ষতি রয়েছে সব কিছু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

এ কথাগুলো গোলাপজল ও জাফরান দিয়ে নকশাবিহীন কাচের পাত্র বা চিনা বাসনে লিখবে। কালি শুকানোর পর যমযমের পানি অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে তা পান করবে।

***

কাঁপুনি (ভীতি) এবং বিষ নষ্ট করার চিকিৎসায়

রুগীর উপর পড়তে হবে-

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿ لِاِیۡلٰفِ قُرَیۡشٍ ۙ﴿۱﴾ اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَۃَ الشِّتَآءِ وَ الصَّیۡفِ ۚ﴿۲﴾ ﴾

"(কা'বার পাহারাদার) কোরায়শ বংশের প্রতিরক্ষার জন্যে, তাদের প্রতিরক্ষা শীত ও গরমকালের সফরের জন্যে।" (সূরা ১০৬; কোরাইশ ১-২)

উক্ত আয়াতে কারীমা পড়ে রোগীকে সাতবার ফুঁ দিবেন। এ ছাড়া জাফরান কালি দ্বারা সাদা পাত্রে লিখে শুকানোর পর বৃষ্টি বা যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে পান করাবেন। খালি পেটে প্রত্যহ একবার করে সাত দিন করতে হবে।

***

সাপ-বিচ্ছু দংশনের চিকিৎসা

ইবনে আবি শাইবা তাঁর মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে মাসঊদ বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন, তিনি যখন সিজদায় গেলেন তখন একটি বিচ্ছু তাঁর পবিত্র পায়ের আঙ্গুলে দংশন করলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে বললেন, "বিচ্ছুর উপর আল্লাহর লা'নত, নবী বা অন্য কাউকে সে দংশন করতে ছাড়ে না।" এরপর তিনি লবণ এবং পানি আনতে বললেন, আর দংশিত স্থানকে লবণাক্ত পানিতে বার বার ডুবাতে লাগলেন আর সূরা ইখলাস ﴿ قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস- পড়ে দম দিতে থাকলেন। এমনকি তা ব্যথামুক্ত হয়ে গেল। (আল মোসান্নাফ ১২/১৫২)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী সফরে ছিলেন, তাঁরা আরবের কোনো এক গোত্রের পাশ দিয়ে যেতে তাদের আতিথেয়তা চাইলেন,

তারা সাহাবীদের আবেদন গ্রহণ করলো না। কিছুক্ষণ পর গোত্রের লোকেরা এসে বলল, তোমাদের মধ্যে কি কোনো ঝাড়-ফুঁককারী আছে? গোত্রের সর্দার অসুস্থ বা তাকে বিষধর কিছু দংশন করেছে।

সাহাবীদের একজন বললেন, হ্যাঁ। তিনি তাকে সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁ দিলেন, লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। তাকে বিনিময়ে এক পাল বকরি দেওয়া হলো, তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া গ্রহণ করতে পারব না। তিনি রাসূলের নিকট ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বললেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর নামের শপথ, আমি শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁ দিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, "কে তোমাকে শেখাল যে, এ সূরা ঝাড়-ফুঁকে অব্যর্থ।" অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বকরি থেকে তোমরা গ্রহণ কর, আর তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ রাখিও।" (মুসলিমঃ ২২১০)

দারকুতনীর এক রেওয়ায়েতে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾ সাতবার পড়েছি।

***

রোমাতিজমের চিকিৎসা

আপনার ডান হাত ব্যথার স্থানে রাখুন এবং তিনবার পড়ুন,

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴾

"কোনো প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি (সিদ্ধান্ত) ছাড়া মরবে না, (আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যেকটি প্রাণীরই মৃত্যুর) দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট (হয়ে

আছে), যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কারের প্রত্যাশা করে আমি তাকে (এ দুনিয়াতেই) তার কিছু অংশ দান করবো, আর যে ব্যক্তি আখিরাতের পুরস্কারের ইচ্ছা পোষণ করবে, আমি তাকে সে (চিরন্তন পাওনা) থেকেই এর প্রতিফল দান করবো এবং অচিরেই আমি (আমার প্রতি) কৃতজ্ঞদের (যথার্থ) প্রতিফল দান করবো।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১৪৫)

সূরা কদর [সম্পূর্ণ] সাতবার পড়ুন,

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿٥﴾ ﴾

"আমি ক্বদরের রাত্রিতে কুরআন নাযিল করেছি, আপনি কি জানেন ক্বদরের রাত্রিটি কী? ক্বদরের রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ রাতে ফেরেশতা ও (তাদের সর্দার) রূহ (জিবরাঈল) তাদের মালিকের সব ধরনের আদেশ নিয়ে যমীনে প্রশান্তি অবতরণ করে, তা উষার আবির্ভাব পর্যন্ত থাকে।" (সূরা ৯৭; কদর ১-৫)

অথবা, আল্লাহ তাআলার এ বাণীটি পড়ুন,

﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾

"যারা কুফরী করে তারা কি দেখে না, আসমানসমূহ ও পৃথিবী (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো। অতঃপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি এবং আমি প্রাণবান সব কিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি, (এসব জানার পরও) কি তারা ঈমান আনবে না?" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৩০)

***

প্রোস্টেট গ্রন্থীর ব্যথায়

ব্যথার স্থানে হাত রেখে আল্লাহ্ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীটুকু তিনবার পড়বেন,

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾

"তুমি কি জানো না, আল্লাহ তাআলা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তুমি কি জানো না, আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যেই নির্দিষ্ট। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।" (সূরা ২; বাকারা ১০৬-১০৭)

***

প্রসব সহজ করার আমল

খাল্লাল বলেন, আবদুল্লাহ বিন আহমদ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি (জনৈক মহিলার সন্তান প্রসবে যখন খুব কষ্ট হচ্ছিল তখন) সাদা পাত্রে অথবা যেকোনো পরিষ্কার প্লেটে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসটি তার (গর্ভবতীর) জন্যে লিখে দিলেন,

« لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ »

"আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই, তিনি মহাধৈর্যশীল ও সম্মানিত, মহান আরশের অধিপতি আল্লাহর জন্যে সকল পবিত্রতা।"

﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার নামে, তিনি সৃষ্টিকুলের মালিক।" (সূরা ১; ফাতিহা ১)

﴿ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ﴾

"(যেদিন এরা কিয়ামত দেখতে পাবে সেদিন (এদের মনে হবে) তারা এক বিকাল অথবা এক সকাল পরিমাণ সময় দুনিয়ায় অতিবাহিত করে এসেছে।" (সূরা ৭৯; নাযিআত ৪৬)

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

"যেদিন সত্যিই তারা সেই আযাব (নিজেদের) সামনে দেখতে পাবে- যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছিলো, তখন তাদের অবস্থা হবে এমন, যেন দুনিয়ায় তারা দিনের সামান্য এক মুহূর্ত সময় অতিবাহিত করে এসেছে; (মূলত এটি) একটি ঘোষণামাত্র, (এ ঘোষণা) যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের ছাড়া আর কাউকে সেদিন ধ্বংস করা হবে না।" (সূরা ৪৬; আহকাফ ৩৫)

নেককার পূর্বসূরিদের একদল কুরআনের বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহ লিখে তা পান করার অনুমতি দিয়েছেন এবং একে ঐ নিরাময়ের অন্ত র্ভুক্ত করছেন, যা আল্লাহ কুরআনে রেখেছেন।

***

প্রসব সহজ হওয়ার আরেকটি তদবীর

গোলাপজল ও জাফরান দ্বারা পরিষ্কার পাত্রে

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ① وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ② وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ③ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ④ ﴾

"যখন আসমান ফেটে যাবে, সে তো তার মালিকের আদেশটুকুই (তখন) পালন করবে এবং এটাই তো তাকে করতে হবে। যখন এ ভূমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করা হবে, (মূহূর্তের মধ্যেই) সে তার ভেতরে যা আছে তা ফেলে দিয়ে খালি হয়ে যাবে।" (সূরা ৮৪; ইনশিক্বাক ১-৪)

আয়াতগুলো লিখে গর্ভবতীকে পান করাতে হবে এবং তার তলপেটের উপর পড়া পানির ছিটা দিতে হবে।[১]

(লেখা শুকানোর পর যমযম অথবা সুমিষ্ট পানির দ্বারা লেখা ধৌত করে মহান আল্লাহর নামের বরকতে পান করাবে ও ছিটা দেবে।)

***

জ্বরের চিকিৎসায়

মারওয়াযী (র) বলেন, আহমদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, আমি জরাক্রান্ত। তখন তিনি আমার জন্যে একটি চিরকুট লিখলেন, যাতে নিম্নোক্ত কথাগুলো ছিল:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ وبا لله مُحَمَّدٌ رسول الله ﷺ : ﴿ يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾ ﴾

রহমান রহীম আল্লাহ তাআলার নামে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর সাহায্যে।

"আমি বললাম, হে আগুন তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল এবং শান্তিময় হয়ে যাও। ওরা তাঁর বিরুদ্ধে একটা ফন্দি আঁটতে চাইল। আর আমি তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৬৯-৭০)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَإِسْرَافِيْلَ اِشْفِ صَاحِبَ هٰذَا الْكِتَابِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبَرُوْتِكَ وَإِلٰهُ الْحَقِّ آمِيْنَ-

হে জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফীলের মালিক আল্লাহ, আপনার শক্তি, ক্ষমতা ও দাপটের বদৌলতে এই চিরকুটওয়ালাকে সুস্থ করে দিন, হে সত্যের মাবুদ আপনি কবুল করুন।[২]

***

১. আত তিব্বুন্নবী: ইবনুল কাইয়্যেম আল যাউজিয়্যাহ, পৃ.- ২৭৭-২৭৮।
২. তিব্বে নববী, হাফেয আবি আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আয যাহাবী, পৃ- ২৮৫।

বড়দের অস্থিরতা আর শিশুদের ভয়ের চিকিৎসা

নিম্নের আয়াতগুলো গোলাপজল ও জাফরান দিয়ে কোনো পাত্রে লিখবে, শুকিয়ে যাওয়ার পর যমযম অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে পান করাবে।

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ
اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ﴿١٢﴾ ﴾

"অতঃপর আমি গুহার ভেতরে তাদের কানে বহু বছর ধরে (ঘুমের) পর্দা লাগিয়ে রাখলাম। তারপর (এক পর্যায়ে) আমি তাদের (ঘুম থেকে) উঠিয়ে দিলাম, যাতে করে আমি একথা জেনে নিতে পারি (তাদের) দু'দলের মধ্যে কোন্ দলটি ঠিক করে বলতে পারে, তারা কতোদিন সেখানে অবস্থান করেছিল।" (সূরা ১৮; কাহফ ১১-১২)

ইমাম নববী (র) 'শারহুল মোহাযযাব' গ্রন্থে বলেন, যদি কুরআনের কোনো আয়াত পাত্রে লিখা হয়, অতঃপর উহাকে ধুয়ে রোগীকে পান করানো হয়। হাসান বসরী, মুজাহিদ, আবু ক্বেলারা এবং আওযায়ী (র) বলেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

***

চিন্তা-পেরেশানি এবং বিষণ্ণতার চিকিৎসা

সূরা ইনশিরাহ [আলাম নাশরাহ] একটি পাত্রে লিখবে। শুকানোর পর যমযম অথবা বৃষ্টির পানি দিয়ে ধুয়ে আল্লাহর বরকতের আশা নিয়ে পান করবে।

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

"(হে মুহাম্মদ!) আমি কি আপনার (জ্ঞান ধারণের) জন্যে আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? (হাঁ, অতঃপর) আমিই তো আপনার (ওপর) থেকে আপনার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, (এমন এক বোঝা) যা আপনার পিঠ নুইয়ে দিচ্ছিল, আমিই আপনার স্মরণকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতঃপর কষ্টের সাথে অবশ্যই আরাম রয়েছে; নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে আরাম; অতঃপর যখনি আপনি অবসর পাবেন তখনি আপনি (ইবাদাতের) পরিশ্রমে লেগে যান এবং সম্পূর্ণ নিজের মালিকের অভিমুখী হন।" (সূরা ৯৪; ইন্‌শিরাহ ১-৮)

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জ্বিনদের কুরআন কারীম শ্রবণের ঘটনা

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۖ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

“(একবার), যখন একদল জ্বিনকে আমি আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, তারা (আপনার) কুরআন (পাঠ) শুনছিল, যখন তারা সে স্থানে উপনীত হলো, তখন তারা বলতে লাগল, সবাই চুপ হয়ে যাও, অতঃপর যখন (কুরআন পাঠের) কাজ শেষ হয়ে গেল তখন তারা নিজের সম্প্রদায়ের কাছে (আল্লাহর আযাব থেকে) সতর্ককারী হিসেবেই ফিরে গেল। তারা বলল, হে আমাদের জাতি, আজ আমরা এমন এক গ্রন্থ (তার তিলাওয়াত) শুনে এসেছি, যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে, (এ গ্রন্থ) আগের পাঠানো সব গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করে, এ (গ্রন্থ)-টি (সবাইকে) সত্য অবিচল ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।” (সূরা ৪৬; আহকাফ ২৯-৩০)

যাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে রাত্রিতে জ্বিনেরা আমার তিলাওয়াত শুনেছিল, আমি তাদের সামনে সূরা আর রাহমান পড়ছিলাম, তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম সাড়াদানকারী ছিল। আমি যখনই ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (অতএব, [হে মানুষ ও জ্বিন]) তোমার তোমাদের মালিকের কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে) এ আসতাম, তখনই তারা বলতো, وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ (হে আমাদের মালিক আপনার নিয়ামতের কোনো কিছুকেই আমরা অস্বীকার করছি না। সুতরাং আপনারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা)।

***

বদ নজর (হিংসা) ও এ থেকে আত্মরক্ষার চিকিৎসা

হিংসা হচ্ছে কু-দৃষ্টির রোগ। জ্বিন এবং ইনসানের কু-দৃষ্টি থেকে শয়তানি শক্তির দ্বারা এর উৎপত্তি হয়। আর সুস্থতা, রোগমুক্তি ও ধনসম্পদের মতো নিয়ামতকে ধ্বংস করে দেয়। এ থেকে রক্ষা পেতে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং এর চিকিৎসায় আমাদের কর্তব্য হলো, বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা আর একনিষ্ঠতার সাথে সে মোতাবেক আমল করা।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় জ্বিন এবং মানুষের কু-দৃষ্টি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন, এমনকি তার উপর মোয়াউয়েজাত নাযিল হয়। যখন معوذات তথা قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [সূরা ফালাক] ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ [সূরা নাস] সূরাদ্বয় নাযিল হয় তখন তিনি এ দুটোকে আঁকড়ে ধরলেন আর বাকিগুলো ছেড়ে দিলেন। (জামে তিরমিযী: ২০৫৮)

***

জ্বিনের আছর (আক্রমণ) থেকে রক্ষার তদবীর

ওলামায়ে কেরাম ১০টি বিষয় প্রণয়ন করেছেন। ঈমানদার এগুলোকে অনুসরণ করলে নিজেকে আল্লাহর হুকুমে জ্বিনের আক্রমণ ও অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারবে।

এক. সর্বদা আল্লাহর নিকট তাদের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাওয়া

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

"যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে তাহলে আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চান; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা ৪২; ফুসসিলাত ৩৬)

দুই. সূরা ফালাক ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ও নাস ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ পড়া।

তিন. আয়াতুল কুরসী পড়া। প্রিয় নবীর হাদীসে এসেছে, যখন তুমি রাত্রে শোবার জন্যে বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী সম্পূর্ণটা পড়বে। সব সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার উপর হেফাযতকারী থাকবে। সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না।" (বুখারী: ৪/৩৯৬)

চার. সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা। হাদীসে এসেছে, "তোমরা তোমাদের ঘরকেগুলোকে কবর বানিও না। যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয়, শয়তান সে ঘরের কাছেও আসে না।"

পাঁচ. সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করা।

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَ ارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾﴾

"(আল্লাহর) রাসূল সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তার ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, আর যারা (সে রাসূলের ওপর) বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও (সে একই বিষয়ের ওপর) ঈমান এনেছে। এরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কেতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসূলদের ওপর। (তারা বলে,) আমরা তাঁর (পাঠানো) নবী-রাসূলদের কারো

মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি না; আর তারা বলে, আমরা তো (আল্লাহর নির্দেশ) শুনেছি এবং (তা) মেনেও নিয়েছি, হে আমাদের মালিক, (আমরা) তোমার ক্ষমা চাই এবং (আমরা জানি,) আমাদের (একদিন) তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলা কখনো কাউকেই তার শক্তি সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না; সে ব্যক্তির জন্যে ততোটুকুই বিনিময় রয়েছে যতোটুকু সে (এ দুনিয়ায়) সম্পন্ন করবে, আবার সে যতোটুকু (মন্দ দুনিয়ায়) অর্জন করেছে তার ওপর তার (ততোটুকু শাস্তিই) পতিত হবে। (অতএব, হে মুমিন ব্যক্তিরা, তোমরা এই বলে দু'আ করো,) হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, (কোথাও) যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের মালিক, আমাদের পূর্ববর্তী (জাতিদের) ওপর যে ধরনের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে তা আমাদের ওপর চাপিয়ো না। হে আমাদের মালিক, যে বোঝা বইবার সামর্থ্য আমাদের নেই তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না, তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী করো। তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের ওপর তুমি দয়া করো। তুমিই আমাদের (একমাত্র আশ্রয়দাতা) বন্ধু। অতএব কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।" (সূরা ২; বাকারা ২৮৫-২৮৬)

ছয়. সূরা গাফের-এর প্রথম তিন আয়াত পড়বে-

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣﴾

"হা-মী-ম। এ গ্রন্থ আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেই নাযিল হয়েছে, (তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। (তিনি মানুষের) গুনাহ মাফ করেন, তাওবা কবুল করেন, (তিনি) শাস্তিদানে কঠোর, (তিনি) বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক; তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, (একদিন) তাঁর দিকেই (সবাইকে) ফিরে যেতে হবে।" (সূরা ৪০; মুমিন ১-৩)

সাত. একশত বার পড়তে হবে–

لاَ اِ لَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ, وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

আট. বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা।

নয়. সর্বদা (ওযূ) পবিত্রাবস্থায় থাকা, সালাত আদায় করা, বিশেষ করে রাগের সময়।

দশ. অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত দৃষ্টি, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া এবং মানুষের সংশ্রব থেকে নিজেকে দূরে রাখা। কেননা, শয়তান উল্লিখিত দরজাসমূহ দিয়ে মানুষের উপর তার কু-প্রভাব বিস্তার করে।

***

জ্বিনে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা

আক্রান্ত ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসিন পড়বে, আর তার কপালে লিখবে,

﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

“আর জ্বিনেরা জানে যে, এতে অন্য বান্দাদের মতো তারা আল্লাহ তাআলার আদেশের অধীন এবং তাদের মধ্যে যারা বদকার তাদের অবশ্যই শাস্তির জন্যে একদিন উপস্থিত করা হবে। এরা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যেসব বেহুদা কথাবার্তা বলে আল্লাহ তাআলা তা থেকে পবিত্র-মহান।” (সূরা ৩৭; সাফফাত ১৫৮ ও ১৫৯)

উপরিউক্ত আমলের বদৌলতে আল্লাহর হুকুমে রোগী হুঁশ ফিরে পাবে এবং শয়তান তার শরীর থেকে সরে পড়বে, ইনশাআল্লাহ।

আর রোগীর কর্তব্য হবে, বেশি বেশি কিতাবুল্লাহ-এর তিলাওয়াত করা এবং এর বিধান মোতাবেক আমল করা। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন,

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ ﴾

"অতঃপর তুমি যখন কুরআন পড়তে শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তান (-এর ওয়াসওয়াসা) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (যাবতীয় কার্যকলাপে) তাদের মালিকের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর (শয়তানের) কোনোই আধিপত্য নেই।" (সূরা ১৬; নাহল ৯৮-৯৯)

***

জ্বিনে আক্রান্ত বা মৃগী রোগীর চিকিৎসা এবং তার উপসর্গগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়ার আরেকটি পদ্ধতি

প্রথমত: আক্রান্ত ব্যক্তির ডান কানে সাতবার আযান দেবে।

দ্বিতীয়ত: সূরা ফাতেহা, ফালাক ও নাস, আয়াতুল কুরসী, সূরা সাফফাত, সূরা হাশরের শেষের আয়াতগুলো এবং সূরা তারেক পড়বে।

এমনিভাবে মৃগী বা বেহুঁশ রোগীর হুঁশ ফিরিয়ে আনতে- ১১ বার আয়াতুল কুরসী পড়ে রোগীর মাথায় ফুঁ দেবে।

***

মৃগী রোগী এবং বেহুঁশ ব্যক্তির হুঁশ ফিরিয়ে আনতে

ইবনুস সুন্নী ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একবার এ ধরনের রোগীর কানে কুরআনের কতিপয় আয়াত পড়লেন, আর আল্লাহর রহমতে রোগী হুঁশ ফিরে পেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কানে তুমি কী পড়েছ? ইবনে মাসউদ বললেন নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা,

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَٰلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَن يَدْعُ

مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۱۷﴾ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

“তোমরা কি (সত্যি সত্যিই এটা ধরে নিয়েছ, আমি তোমাদের এমনিই অনর্থকই পয়দা করেছি এবং তোমাদের (কখনোই) আমার কাছে একত্রিত করা হবে না, (না, তা কখনো নয়,) মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা, তিনিই সব কিছুর যথার্থ মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, সম্মানিত আরশের একক অধিপতিও তিনি। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে, তার কাছে যার (জন্যে) কোনো রকম সনদ নেই (সে যেন জেনে রাখে), তার হিসাব তার মালিকের কাছে (যথার্থই মজুদ) আছে। সেদিন তারা কোনো অবস্থায়ই সফলকাম হবে না যারা তাঁকে অস্বীকার করেছে। বলুন, হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও অনুগ্রহ করুন। আর দয়ালুদের মধ্যে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ।” (সূরা ২৩; মুমিনুন ১১৫-১১৮)

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পরিপূর্ণ বিশ্বাস সহকারে কেউ যদি এ আয়াতগুলো পাহাড়ের উপর তিলাওয়াত করে, তাহলে পাহাড়ও সরে যাবে। (ইবনুস সুন্নীঃ ৬৫২)

***

যাবতীয় মানসিক রোগের চিকিৎসা

ইবনে দারিস সাঈদ ইবনে যোবাইর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একজন পাগল লোকের উপর সূরা ইয়াসিন পড়েছেন, আর সে সুস্থ হয়ে গেছে। (আল হামদুলিল্লাহ)

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সূরা ইয়াসিন হচ্ছে কুরআনের অন্তর! আমাদের জ্বিন ভাইয়েরা যখন উহার তিলাওয়াত শুনে তখন নিশ্চুপ হয়ে যায় এবং আল্লাহর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করে।

আল্লাহ তাআলার বাণী,

قُلْ اُوْحِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝ یَّهْدِیْٓ اِلَی الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝

"(হে নবী!) আপনি বলুন, আমার কাছে এ মর্মে ওহী নাযিল করা হয়েছে, জ্বিনদের একটি দল (কুরআন) শুনেছে, অতঃপর তারা (নিজেদের লোকদের কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনে এসেছি, যা (তার শ্রোতাকে) সঠিক (ও নির্ভুল) পথ প্রদর্শন করে। তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা আর কখনো আমাদের মালিকের সাথে কাউকে শরীক করবো না।" (সূরা ৭২; জিন ১-২)

কুরআনের বরকতে জ্বিনেরা ওদের মস্তিষ্ক থেকে সরে যাবে যাদেরকে মস্তিষ্কের বিকৃতি পেয়ে বসেছিল। جُنُوْنٌ শব্দের উৎপত্তি جَنَّ থেকে। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্বিনদের আক্রমণের কারণেই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে থাকে। এখন যখন আড়াল থেকে এ কুরআন (বিশেষ করে সূরা ইয়াসিন) মুসলিম অথবা কাফের জ্বিনের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করবে তখন উহা তাদেরকে রোগীর শরীর ও মন থেকে সরিয়ে দেবে এবং এদেরকে দূরে তাড়িয়ে দেবে। কারণ, কুরআনের আয়াতগুলো মুসলিম জ্বিনের সামনে হুমকি-ধমকি-শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে উপস্থিত হবে, যাতে করে সে আল্লাহকে ভয় করে। আর কাফির জ্বিনের ওপর তা বিদ্যুতের গর্জনের মতো পতিত হয় তখন সে ভয়ে যন্ত্রণায় পালিয়ে যায়। আর আসমান যমীনের চিরস্থায়ী সত্তা সুমহান আল্লাহর ইচ্ছায় রোগী তখন সুস্থ হয়ে ওঠে। আল্লাহ তো সবকিছুই করতে সক্ষম।

***

যাদু টোনার চিকিৎসা

ইবনে আবি হাতেম লাইছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি শুনতে পেয়েছি যে, নিম্নের আয়াতগুলো যাদুটোনার চিকিৎসায় খুবই কার্যকরী। পানি ভর্তি পাত্রে আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দিবে। অতঃপর যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির মাথায় উক্ত পানি ঢালবে।

আয়াতগুলো হচ্ছে,

﴿ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾ ﴾

"তারা যখন (তাদের যাদুর বাণ) নিক্ষেপ করলো, তখন মূসা বললো, তোমরা যা নিয়ে এসেছো তা (তো আসলেই) যাদু; (দেখবে) অচিরেই আল্লাহ তাআলা তা ব্যর্থ করে দেবেন; আল্লাহ তাআলা কখনো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকর্ম শুধরে দেন না। আল্লাহ তাআলা স্বীয় বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও না-ফরমান মানুষরা একে খুবই অপ্রীতিকর মনে করে।" (সূরা ১০; ইউনুস ৮১-৮২)

﴿ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾ ۚ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾ ۚ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ ۚ وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾ ۚ ﴾

"অতঃপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম (এবং তাকে বললাম এবার) তুমি (যমীনে) তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর, (নিক্ষিপ্ত হবার সাথে সাথেই) তা তাদের অলীক বানোয়াটগুলোকে গ্রাস করে ফেলল। অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, আর তারা যা কিছু বানিয়ে এনেছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। সেখানে তারা সবাই

পরাভূত হলো এবং তারা লাঞ্ছিত হয়ে (ফিরে) গেল। অতঃপর (সত্যের সামেন) তাদের অবনত করে দেওয়া হলো।" (সূরা ৭; আরাফ ১১৭-১২০)

﴿وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى﴾

"(হে মূসা!) তোমার ডান হাতে যে (লাঠি) আছে তা (ময়দানে) নিক্ষেপ করো (দেখবে, এ যাবৎ) যা খেলা ওরা বানিয়েছে এটা সেগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে, (মূলত) ওরা যা কিছুই করেছে তা তো (ছিলো) নেহায়েত যাদুকরের কৌশল; আর যাদুকর কখনো সফল হয় না, যে রাস্তা দিয়েই সে আসুক না কেন!" (সূরা ২০; ত্বা-হা ৬৯)

***

ভুলে যাওয়ার চিকিৎসা

দারেমী [হাদীস নং ৩৩৮৫] মুগীরা ইবনে ছোবাঈ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমানের পূর্বে সূরা বাকারার ১০টি আয়াত পড়বে সে কুরআন ভুলবে না।

- শুরু থেকে চার (১-৪) আয়াত [অত্র বইয়ের ৮৫ নং পৃষ্ঠা দ্র.]
- আয়াতুল কুরসী (২৫৫) [পৃষ্ঠা-৮৬ দ্র.]
- আয়াতুল কুরসীর পরবর্তী (২৫৬-২৫৭) দু'আয়াত [পৃষ্ঠা-৮৬ দ্র.]
- আর সর্বশেষ তিন (২৮৪-২৮৬) আয়াত।

﴿لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾﴾

[অবশিষ্ট দুই (২৮৫-২৮৬) আয়াত, পৃষ্ঠা-৮৭ দ্র.]

***

কুমন্ত্রণার চিকিৎসা

আবূ দাউদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন তুমি তোমার মনে কোনো ধরনের খারাপ চিন্তা বা কুমন্ত্রণা অনুভব কর তখন বল,

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (সূরা ৫৭; হাদীদ ৩)

আরেকটি পদ্ধতি হলো, ঘুমানোর পূর্বে রাত্রে সূরা গাফের পড়বে এবং ঘুম আসা পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে।

মহান আল্লাহর বরকতে আরেকটি পরীক্ষিত তদবীর

ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহতে, আহমদ (র) তাঁর মুসনাদে, আর ইবনে মাজাহ তার সুনানে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইবনে আদম যখন সাজদার আয়াত (অথবা সূরা আলিফ-লাম-মীম-সাজদা) তিলাওয়াত করে তখন শয়তান দূরে সরে যায় আর কাঁদে এবং বলে, আমার জন্যে ধ্বংস, ইবনে আদমকে সাজদার নির্দেশ দেওয়ায় সে সাজদা করেছে। তার জন্যে জান্নাত। আর আমি সাজদার নির্দেশ পেয়ে অবাধ্য হয়েছি। সুতরাং আমার জন্যে জাহান্নাম।" (সহীহ মুসলিম: ৮১, সুনানে ইবনে মাযাহ: ১০৫২ ও মুস্তাদরাক আহমদ: ২/৪৪০)

অতএব, রোগী সূরা সাজদা পড়বে এবং আয়তুস সাজদায় এসে সাজদা দেবে, প্রত্যেহ বার বার নির্দিষ্ট সময়ে পড়বে, তখন সে আরাম বোধ করবে, শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যাবে, আর আল্লাহ তাকে রোগ মুক্ত করে দেবেন।

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মানুষদের অবস্থা এমন হবে যে, তাদের একজন বলে বসবে, এ আল্লাহ সৃষ্টির স্রষ্টা, তাঁর স্রষ্টা কে? তারা যখন এমনটি বলবে, তখন তোমরা বল,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝٤

"(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক একক, আল্লাহ কারোই মুখাপেক্ষী নন, তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, আর তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি, আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই।" (সূরা ১১২; ইখলাস ১-৪)

এরপর বাম দিকে তিন বার থু থু ফেলবে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।

***

ক্যান্সার চিকিৎসায়

প্রথমে এ কঠিন ব্যাধির রব্বানী চিকিৎসার বিস্তারিত আলোচানায় প্রবেশের শুরুতে এ কথা বলে নিচ্ছি যে, আমি এ চিকিৎসা আবিষ্কারের দাবিদার নই। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে আর প্রকৃত উপযুক্তের প্রতি কৃতিত্বকে ফেরাতে স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, এ রব্বানী চিকিৎসাকে যিনি বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন তিনি সৌদি আরবের একজন বুজর্গ সম্মানিত ভাই। তিনি ১১৮টি ক্যান্সার বিষয়ক চিকিৎসা করেছেন। যার মধ্যে ব্লাড ক্যান্সার, জরায়ু ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার, পাকস্থলী ও ফুসফুসের ক্যান্সার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লাহ তাআলা এসব অবস্থাতেই পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেছেন। মুসলিমদের উপকারার্থে এ চিকিৎসা ছড়িয়ে দিতে মোহতারামের অনুমতি চাচ্ছি। আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা এর বদৌলতে মুসলমানদের ব্যথাসমূহ দূর করে দেবেন এবং আমাদেরকে এর দ্বারা উপকৃত করবেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তা যালিমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

সুস্থতা লাভের জন্যে আল্লাহ তাআলা ঈমানের শর্ত জুড়ে দিয়েছেন এবং জোরালোভাবে এ কথাটি সাব্যস্ত করেছেন যে, 'সুস্থতা এ কুরআনে রয়েছে'। তিনি এ উদ্দেশ্য করেননি যে, যে সুস্থতা কুরআন থেকে মিলবে তা শুধু হৃদয়ের সুস্থতা; বরং এখানে সব ধরনের সুস্থতার কথা বলা হয়েছে।

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

সম্প্রতি সর্বশেষ যে সকল রোগের চিকিৎসা কুরআন কারীম দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে ডাক্তার নিরাশ হয়ে রোগীর হায়াত দু সপ্তাহের মধ্যে বেঁধে দিয়েছে, সেসব রোগের মধ্যে ক্যান্সার অন্যতম। এ জাতীয় বিভিন্ন রকমের ১১৮টি ক্যান্সারের চিকিৎসা আল্লাহর হুকুমে আল কুরআন দ্বারা সফলভাবে পরিপূর্ণ সুস্থতা লাভের মাধ্যমে শেষ হয়েছে।

এ রোগের চিকিৎসায় মূল করণীয় হচ্ছে–

* কুরআনে কারীম শোনা।
* কুরআন পড়ে ফুঁ দেওয়া পানি পান করা, গোসল করা।
* ক্যান্সার আক্রান্ত অঙ্গে কুরআন পড়ে ফুঁ দেওয়া, জয়তুন তেল [অলিভ অয়েল] মালিশ করা।

যে আয়াতগুলো পড়তে হবে, তা নিম্নরূপ:

১. সূরা ফাতেহা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۝١ الرَّحۡمٰنِ
الرَّحِيۡمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ۝٤ اِهۡدِ
نَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ
عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ ۝٦ ۝

২. সূরা বাকারার প্রথম ৫টি আয়াত,

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝ الٓمّٓ ۝١ ذٰلِكَ الۡكِتٰبُ لَا رَيۡبَ ۚۖۛ فِيۡهِ ۚۛ هُدًى
لِّلۡمُتَّقِيۡنَ ۝٢ الَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَيۡبِ وَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ
يُنۡفِقُوۡنَ ۝٣ وَ الَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِمَآ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ وَ مَآ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ ۚ وَ
بِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ يُوۡقِنُوۡنَ ۝٤ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنۡ رَّبِّهِمۡ ۗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الۡمُفۡلِحُوۡنَ ۝٥ ۝

৩. সূরা বাকারার ১৬৪, ১৬৫ নং আয়াত

۝ اِنَّ فِىۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ اخۡتِلَافِ الَّيۡلِ وَ النَّهَارِ وَ الۡفُلۡكِ الَّتِىۡ
تَجۡرِىۡ فِى الۡبَحۡرِ بِمَا يَنۡفَعُ النَّاسَ وَ مَآ اَنۡزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنۡ مَّآءٍ
فَاَحۡيَا بِهِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَ بَثَّ فِيۡهَا مِنۡ كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَّ تَصۡرِيۡفِ الرِّيٰحِ
وَ السَّحَابِ الۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّعۡقِلُوۡنَ ۝١٦٤ وَ مِنَ
النَّاسِ مَنۡ يَّتَّخِذُ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَنۡدَادًا يُّحِبُّوۡنَهُمۡ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيۡنَ
اٰمَنُوۡٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوۡ يَرَى الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡٓا اِذۡ يَرَوۡنَ الۡعَذَابَ ۙ اَنَّ الۡقُوَّةَ
لِلّٰهِ جَمِيۡعًا ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الۡعَذَابِ ۝١٦٥ ۝

৪. আয়াতুল কুরসী ও তার পরবর্তী দু আয়াত

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ
﴿٢٥٥﴾ لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ
بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى
النُّوْرِ ؕ۬ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى
الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

৫. সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ
مَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَ
اَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا
وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ
اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۫ وَاغْفِرْ لَنَا ۫ وَ
ارْحَمْنَا ۫ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

৬. সূরা আলে ইমরানের প্রথম পাঁচ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ الٓمّٓ ۝١ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۝٢
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ
الْاِنْجِيْلَ ۝٣ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٤ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يَخْفٰى عَلَيْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ ۝٥

৭. সূরা আলে ইমরানের ১৮ নং আয়াত

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١٨

৮. সূরা আলে ইমরানের ২৬ ও ২৭ নং আয়াত

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
تَشَآءُ ۫ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ
شَیْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢٦ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِی النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِی الَّيْلِ ۫ وَ تُخْرِجُ
الْحَیَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَیِّ ۫ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ۝٢٧

৯. সূরা আ'রাফের ৫৪, ৫৫ ও ৫৬ নং আয়াত

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ ۫ يُغْشِی الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ
النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٤﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ
﴿٥٥﴾ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۚ اِنَّ
رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

১০. সূরা আ'রাফের ১১৭, ১১৮ ও ১১৯ নং আয়াত

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ
﴿١١٧﴾ ۚ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾ ۚ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ
انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১. সূরা ইউনুসের ৭৯, ৮০, ৮১ ও ৮২ আয়াত

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ
مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ
السِّحْرُ ۖ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ وَ
يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾

১২.সূরা ত্বা-হার ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াত

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِيَ وَ اِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ
اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾
فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى
﴿٦٨﴾ وَ اَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ﴿٦٩﴾

১৩. সূরা আল মু'মিনূন-এর ১১৫, ১১৬, ১১৭ ও ১১৮ নং আয়াত

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾ فَتَعٰلَى
اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَّدْعُ
مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

১৪. সূরা হাশরের ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং আয়াত

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللّٰهُ
الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ
اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

১৫. সূরা সাফফাতের প্রথম ১৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾
فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاۤءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِالْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾

وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٩﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ
الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ
خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَ
اِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾ وَ اِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٤﴾ وَ قَالُوْۤا اِنْ
هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ ﴾

১৬. সূরা আর রহমানের ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত

﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾ يٰمَعْشَرَ
الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾ ﴾

১৭. সূরা মূলক-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত

﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ﴿٤﴾ ﴾

১৮. সূরা আল কালাম-এর ৫১ ও ৫২ নং আয়াত

﴿ وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ
يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾ وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾ ﴾

১৯. সূরা আল জিন্-এর ৩ নং আয়াত

﴿ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ﴾

২০. সূরা কাফেরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿١﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا
تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا
عَبَدْتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿٦﴾

২১. সূরা আল ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ﴿٤﴾
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

২২. সূরা আন নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾
اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ
النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

যা করতে হবে-

১. উল্লিখিত আয়াতে কারীমাগুলো ৭ বার পড়তে হবে, এতটুকু পরিমাণ পানিতে যা প্রত্যহ একবার গোসল এবং তিন গ্লাস পানি পান করার জন্যে যথেষ্ট হয়।

২. উপরিউক্ত আয়াতগুলো এতটুকু পরিমাণ যায়তুন তেলের মধ্যে পড়ে ফুঁ দেবে যা আক্রান্ত অঙ্গে ২১ দিন মালিশ করা যায়।

উল্লিখিত আয়াতগুলো পড়ার পর নিম্নোক্ত দু'আগুলো পানি এবং যায়তুন তেলের উপর পড়তে হবে

সাতবার পড়তে হবে–

« اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ لَاشِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَماً»

সাতবার পড়তে হবে–

« أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيْكَ»

তিনবার পড়তে হবে–

« أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّعِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنَ»

এরপর পড়তে হবে–

« بِسْمِ اللهِ الشَّافِيْ, اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدَقَ رَسُوْلُكَ ﷺ»

পূর্বোক্ত আয়াত এবং দু'আগুলো উল্লিখিত সংখ্যা অনুসারে পানি এবং যায়তুনের উপর পড়ার পর দৈনিক একবার করে গোসল করতে হবে। প্রত্যহ এক গ্লাস করে পড়া পানি সকাল, দুপুর এবং রাতে পান করতে হবে আর আক্রান্ত স্থানে যায়তুনের তৈল মালিশ করতে হবে। সংক্রমণ যদি রক্তে হয়ে থাকে তাহলে মেরুদণ্ড এবং ডান ও বাম পায়ে তেল মালিশ করবে। আর যদি অন্য জায়গায় যেমন স্তন, জরায়ু, পাকস্থলী অথবা ফুসফুসে সংক্রমণ হয়ে থাকে তাহলে বাইরে থেকে নির্দিষ্ট অঙ্গে যায়তুন তেল মালিশ করবে।

যায়তুনের তেল মালিশ করার পাশাপাশি ২১ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ গোসল করতে হবে। উক্ত ঝাড়-ফুঁকের তেলাওয়াত প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে ১ বার করে করবে। মহান আল্লাহর হুকুমে রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ!

***

হক কথা

মানুষদের অনেকেই মনে করে যে, কুরআন হচ্ছে শুধু নামাযে পড়া, তাজবীদ সহকারে সুন্দর করে তিলাওয়াত করা, সুস্থতা লাভ করা, আর সুন্দর করে লিখে দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। তারা এমন মনে করে কুরআনকে সীমিত করে দিল। বরং এতে করে তারা কুরআনের মহান পবিত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্যকেই ত্যাগ করল। আর সেটি হচ্ছে যমিনে রাব্বুল আলামিনের সার্বভৌমত্বকে বাস্তবায়ন করা। মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য এটিই।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

"আমি যমীনে খলিফা বানাতে চাই।" (সূরা ২; বাকারা ৩০)

﴿جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾

"আমি আপনাকে মানবজাতির জন্য নেতা বানাতে চাই।" (সূরা ২; বাকারা ১২৪)

সুতরাং, আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ, যিনি স্বীয় বিধান বাস্তবায়নকে মানুষের জন্যে ইবাদাত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, তাঁর বিধানই হচ্ছে হক (সত্য)। একে প্রতিষ্ঠা না করলে দীন প্রতিষ্ঠিত হবে না।

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"আইন-বিধান জারি করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। আর (এ বিধানের বলেই) তিনি আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা তাঁর ছাড়া অন্য কারো গোলামি করবে না। (কারণ) এটাই হচ্ছে সঠিক জীবনবিধান, কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এটা) জানে না।" (সূরা ১২; ইউসুফ ৪০)

এটিই হচ্ছে কুরআনের মহান লক্ষ্য, তথা মানুষদেরকে তাদের স্রষ্টার গোলাম বানানো, যাতে করে তারা সুখী, সম্মানিত, সৌভাগ্যবান হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু আমরা এ ধর্ম-বিমুখতার যুগে কুরআন ছেড়ে দেওয়ার যে চিত্র দেখছি, তা মানবতার কপালে লজ্জাকর ত্রুটি এবং কাল চিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়, যা সে তার নিজের

জন্যে দুর্ভাগ্য ও হতাশা নিয়ে এসেছে। আর ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে আলাদা করে কুরআন মোতাবেক শাসনকর্ম পরিচালনা না করা এবং অপমানকর মানবরচিত বর্বর জীবনবিধানের অধীনে আশ্রয় গ্রহণের ফলশ্রুতিতে তাদের এ করুণ পরিণতি ঘটেছে।

আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন,

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

"তবে কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের বিচারব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ যারা (আল্লাহতে) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার চাইতে উত্তম বিচারক আর কে হতে পারে?" (সূরা ৫; মায়িদা ৫০)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না। তারাই হচ্ছে যালিম।" (সূরা ৫; মায়িদা ৪৫)

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমার ঐ সকল ভাইদেরকে উপরিউক্ত কথাগুলো বলছি– আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি কত না উত্তম কর্মবিধায়ক। যারা ইসলামের দাবি করেন অথচ ইসলামী শরী'আত মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনা করেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করেন না, ইহুদী-খ্রিস্টান-কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এদেরকে বন্ধু বানিয়ে নেয়, তাহলে সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা ৫; মায়িদা ৫১)

এ কারণে একজন মুসলিম হিসেবে আমার কর্তব্য হচ্ছে, এ বিষয়টি খোলাসা করে দেওয়া যে, কুরআন লটকানোর জন্যে তাবিজ আর কতিপয় নিদর্শন শুধু নয়, বরং মানুষের জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ সম্বলিত জীবনবিধান। এর বদৌলতেই মানুষ আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হতে পারবে।

শায়খ বিন উসাইমীন-এর অভিমত বা ফতোয়া

"রোগীর উপর কুরআন পড়ে ফুঁক দেওয়া শরী'আতসম্মত"

শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (র) সৌদি আরবের উচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য। তিনি তাঁর এক ফতোয়ায় বলেন, যাদু অথবা অন্য যেকোনো রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর কুরআনে কারীম অথবা শরী'আত অনুমোদিত দু'আসমূহ দ্বারা ফুঁ দিতে কোনো অসুবিধা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটি প্রমাণিত যে, তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে ঝাড়-ফুঁক করেছেন। যে সকল দু'আ পড়ে তিনি ফুঁ দিতেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে এ রকম:

« رَبَّنَا اللهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ, أَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْأَرْضِ, أَنْزِلْ رَحْمَتَكَ وَاشْفِ مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هٰذَا الْوَجَعِ »

আল্লাহর রহমতে রোগী সুস্থ হয়ে যেত।

শরী'আতসম্মত দু'আগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে,

« بِسْمِ اللهِ أُرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ, مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْعَيْنٍ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أُرْقِيْكَ »

আরেকটি হলো: শরীরের ব্যাথাক্রান্ত জায়গায় হাত রেখে বলবে,

« بِسْمِ اللهِ .. أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ »

এছাড়া অন্যান্য দু'আ, যা ওলামায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের আলোকে স্থির করেছেন, সেগুলো দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে।

উক্ত ফতওয়ায় শায়খ আল উসাইমীন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যোগ করেছেন, "তবে আয়াত এবং দু'আগুলো লিখে তাবীজ আকারে

ঝুলানোর বৈধতা নিয়ে ওলামায়ে কেরাম মতবিরোধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে একদল একে বৈধ বলেছেন। আরেক দল নিষেধ করেছেন। নিষেধের মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা, লিখে তাবিজ আকারে ব্যবহারের কোনো কথা হাদীসে আসেনি। শুধু পড়ে ফুঁ দেওয়ার কথা এসেছে। কাজেই আয়াত এবং দু'আগুলোকে লিখে রোগীর গলায় অথবা শরীরে অথবা বালিশের নিচে অথবা অন্য কোথাও ঝুলিয়ে রাখার অনুমতি শরী'আতে না থাকায় বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এগুলো নিষিদ্ধ কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। শরী'আতের অনুমোদন ব্যতীত একটিকে আরেকটির জন্যে 'কারণ' বানানো শিরক। কেননা, যাকে আল্লাহ ছাবব বানাননি এ ক্ষেত্রে তাকে ছাব্ব বানানো হচ্ছে। শায়খ উসাইমীন তাবীজ ঝুলানোর বিধান আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এটি দু'প্রকার-

এক. যা ঝুলানো হচ্ছে, তা কুরআন থেকে নেওয়া;

দুই. কুরআন নয়, আবার অর্থও বোধগম্য নয়।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ কুরআন থেকে লিখে ঝুলানো, এ ব্যাপারে পূর্বের এবং পরের আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ অনুমতি দিয়েছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো– এটি আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ এবং ﴿كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ﴾-এর অন্তর্ভুক্ত। অকল্যাণকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে একে ঝুলানো, এর কল্যাণেরই একটি অংশ।

আলেমদের আরেক দল একে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এগুলো ঝুলানোর বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়নি এভাবে যে, এটি একটি শরয়ী কারণ যার দ্বারা মন্দ দূর হবে বা প্রতিহত করা যাবে। এ সকল ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, তাওয়াক্কুফ থেমে থাকা। এ মতটি অধিকতর প্রাধান্য পাওয়ার

উপযুক্ত। কাজেই কুরআন দিয়ে হলেও তাবীজ ঝুলানো জায়েয হবে না। এমনিভাবে রোগীর বালিশের নিচে অথবা দেয়াল বা এ জাতীয় কোনো কিছুর মধ্যে লটকানো বৈধ হবে না। বরং রোগীকে ডেকে এনে সরাসরি তার উপর কুরআন বা দু'আ পড়বে, যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।

আর যেখানে কুরআন ছাড়া অন্য কোনো দুর্বোধ্য কথা লিখে লটকানো হয় সেটিই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার যা সর্বাবস্থায় অবৈধ। কেননা, এখানে কী লেখা হলো তা বুঝা যায় না। কিছু মানুষ এমন রয়েছে, যারা দুর্বোধ্য অপঠনযোগ্য তিলিসমাতি হিবিযিবী আকাঝোকা করে, যার মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝা যায় না, এগুলো বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত, সম্পূর্ণ হারাম, কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়।

সমাপ্ত

عالج نفسك بالقرآن

ابو الفداء محمد عزت محمد عارف
ترجمه الى اللغة البنغالية
حافظ محمود الحسن

মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের মৌলিক নীতিমালা যে কুরআনে পেশ করা হয়েছে, সেখানে অবশ্যই সব রকম সুস্থতারও নিশ্চয়তা রয়েছে। আল্লাহর নেক বান্দাগণ কুরআন থেকে যেসব রোগের চিকিৎসা খুঁজে বের করেছেন, এটি তার একটি সংকলন।

কুরআনের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য নিয়ে যুগে যুগে যেমনি গবেষণা চলছে, তেমনি কুরআন থেকে চিকিৎসা গ্রহণের প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ কুরআনকে "রোগের উপশমকারী ও রহমত" হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পর মানসিক ও শারীরিক এমন কোনো রোগ থাকতেই পারে না, যার নিরাময় কুরআনে নেই।

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর কর্তব্য হলো, গভীর বিশ্বাস, নেক আমল ও পবিত্র জীবনযাপনের মাধ্যমে নিজের কল্যাণ, হেফাযত ও সুস্থতার প্রয়োজনে কুরআন থেকে ফায়দা হাসিলের জন্য সচেষ্ট হওয়া।

ISBN: 978-984-8927-13-7
9 781234 567897
sobujpatropublications.com
facebook.com/sobujpatrobd